প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা।

১৩১৬ সাল।

942

ধর্ম্মতত্ত্ব।

(বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথন)

স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত।

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্।

"মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে",

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৩৬ শক।

[*All rights reserved.*]

মূল্য ৸৵০ আনা।

বিজ্ঞপ্তি।

নববিধান-মণ্ডলীর উপাধ্যায় স্বর্গীয় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় ধর্ম্মতত্ত্ব নামক পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদন কালে ১৮২০শকের ১লা মাঘ হইতে ১৮৩১ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত পূর্ণ একাদশবর্ষ কাল প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথনচ্ছলে ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় নানা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা করিয়াছেন। তত্তৎসময়ে যাঁহারা উহা পাঠ করিয়াছিলেন, অনেকেই উপকৃত হইয়া ঐ সকল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। এতদিন নানাকারণে আমরা পাঠকবর্গের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি নাই। সর্ব্ব-মঙ্গলদাতা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে এবং ধর্ম্মপিপাসু ব্যাকুলাত্মগণের আগ্রহ ও শুভাকাঙ্ক্ষায় আমরা এবার প্রথম হইতে ১৮২৪ শকের ১৬ই পৌষ পর্য্যন্ত চারি বৎসরের লিখিত বিষয়গুলি প্রথমখণ্ডরূপে পুস্তকাকারে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম। এজন্য দয়াময় শ্রীহরির চরণে বারবার প্রণাম করি।

আমাদের অক্ষমতা ও অজ্ঞতাবশতঃ অনেকস্থলেই বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে হয়ত ত্রুটী লক্ষিত হইতে পারে। আশা করি ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিগণ তজ্জন্য আমা-দিগকে ক্ষমা করিবেন। সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইলে ভবিষ্যতে অবশিষ্ট বিষয়গুলি এইরূপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

কলিকাতা   প্রকাশক।

১লা মাঘ, ১৮৩৬ শক।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিজ্ঞান	১
অদৃষ্ট	৩
বিবেক ঈশ্বরবাণী ও শাস্ত্র	৪
ধন	৬
শাস্ত্র	৮
সুখসুবিধা	৯
দৃশ্য ও অদৃশ্য	১১
নিশ্চিন্ততা	১২
ঘটনাতে তাঁর অভিপ্রায়	১৩
ভ্রান্তি	১৫
অভিলাষ	১৬
অলৌকিকতা	১৮
বিবেকের কর্ত্তৃত্ব	২১
নিস্পৃহত্ব	২৫
পুরুষকার	২৬
ধৈর্য্য	২৭
অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতি	২৮
সাকার ও নিরাকার	৩১
দুর্ব্বল সবল হয়	৩২
দৃশ্য ও অদৃশ্যের রঙ্গভূমি	৩৪
মানুষ কি জন্মপাপী	৩৫
প্রেম	৩৭
ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন	৩৮
ভগবানের গতিক্রিয়া	৩৯

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ঈশ্বর ও দেবগণের প্রিয় … …	৪১
প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে … … …	৪৩
ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সম্মান … …	৪৬
সঙ্গদোষগুণ … … …	৪৮
দৈত্য ও সাধু … … …	৫১
সূক্ষ্মপাপে সাবধানতা … … …	৫৩
শীঘ্রকারিতা … … …	৫৪
কোন দান গ্রহণীয় … … …	৫৪
ব্যবসায় … … …	৫৫
বুদ্ধি ও বিবেকের বিরোধ … … …	৫৫
ভালবাসার পার্শ্বে নিষ্ঠুরতা … …	৫৭
সাংসারিকতার লক্ষণ … … …	৬০
পরীক্ষা … … …	৬২
রোগের প্রতীকার … … …	৬৬
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার উপায় … …	৬৭
প্রার্থনা … … … …	৬৮
উদ্বোধন … … …	৭০
সগুণ ও নির্গুণবাদ … … …	৭২
আরাধনা … … …	৭৬
সত্যস্বরূপ … … …	৮১
জ্ঞানস্বরূপ … … …	৮৪
অনন্তস্বরূপ … … …	৮৭
প্রেমস্বরূপ … … …	৯১
অদ্বিতীয় স্বরূপ … … …	৯৪
পুণ্যস্বরূপ … … …	৯৭
আনন্দস্বরূপ … … …	১০০
ধ্যান … … …	১০২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সাধারণ প্রার্থনা	১০৬
স্তোত্রপাঠ	১১০
প্রবচনপাঠ	১১৪
উপদেশ ও প্রার্থনা	১১৬
কয়েকটী কথার সমাধান	১১৯
আশীর্ব্বচন	১২৫
বিজ্ঞান ও বিশ্বাস	১২৫
স্বরূপগুলির পরস্পর সম্বন্ধ	১২৮
'তিনি' 'তুমি'	১৩০
প্রার্থনাপাঠ	১৩২
উপাসনার অঙ্গপার্থক্য	১৩৪
সন্তানসম্বন্ধে দায়িত্ব	১৩৮
সম্বন্ধ	১৪০
প্রেম ও পুণ্য	১৪২
রূপাদি ও সত্যাদি	১৪৫
রূপ ও সত্য	১৪৯
শব্দ ও জ্ঞান	১৫১
রস ও প্রেম	১৫৩
গন্ধ ও পুণ্য	১৫৫
স্পর্শ ও আনন্দ	১৫৭
ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্বরূপের ক্রম	১৫৯
জীবনে স্বরূপসাধন	১৬৪
স্বর্গ	১৬৭

ধর্ম্মতত্ত্ব।

(বুদ্ধি ও বিবেকের কথোপকথন।)

বিজ্ঞান।

বুদ্ধি—বিবেক, আমি তোমায় আদর করি। তুমি আমার গৌরবের কারণ, তুমি আমার বংশের ভূষণ। প্রাচীনগণ তোমায় সদসদ্বুদ্ধি বলিয়া থাকেন। তাই বুঝিয়াছি, তুমি ও আমি একবংশজাত। তোমায় আমি মানিতে পারি, কিন্তু বল আমি বিজ্ঞানকে মানিব কেন? বিজ্ঞান বাহিরের সামগ্রী, তুমি অন্তরের সামগ্রী। বাহিরের ব্যক্তিকে আপনার বলিয়া গ্রহণ কি বুদ্ধির কার্য্য? তুমি আমার নিকটে বিজ্ঞানের কথা তুলিও না, আমি চিরদিন তোমায় আদর করিয়া চলিব।

বিবেক—বিজ্ঞানকে অনাদর করিয়া তুমি আমায় আদর করিবে, এ কথায় আমি সায় দিতে পারি না। আমি ও বিজ্ঞান কি ভিন্ন? একেরই দুই দিক—বিবেক ও বিজ্ঞান। যেখানে ভিতর আছে, সেখানেই বাহির আছে, ভিতর বাহির লইয়া সমুদায়। আমায় তুমি ভিতরের লোক বলিয়া আদর করিলে, আর বিজ্ঞানকে বাহিরের লোক বলিয়া অনাদর করিলে, এতে তুমি সু-বুদ্ধি নও, কু-বুদ্ধি ইহাই প্রকাশ পাইল। যদি তুমি সুবুদ্ধি সুমতি হইতে চাও, তাহা হইলে আমাতে ও বিজ্ঞানে কোন কালে পৃথক্ করিও না। তোমার নিকটে তোমার ইষ্টদেবতার কথা আমার ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া সমানে আইসে, আমাদের দুজনের একজনকে অনাদর করিলে জানিও তুমি মহাভ্রমে পড়িবে, এবং তোমার দুর্গতির অবধি থাকিবে না। দুর্গতি কি জান? ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি।

বুদ্ধি—তুমি বি[illegible] বাড়াইতেছ ইহা আমার ভাল লাগিল না। দেখ পূর্ব্বের যত ধার্ম্মিকগণ তাঁহারা তোমার কথা শুনিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। আর তুমি যেমন নিশ্চয় করিয়া সকল কথা বল বিজ্ঞানতো তেমন করিয়া কিছু বলে না; কেবল সম্ভাবনা দেখায়। যাহা সম্ভাবনা তাহা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, সুতরাং তাহার উপরে আবার একটা নির্ভর কি? তুমি বল আর আমি শুনি, বিজ্ঞানকে দিয়া কি প্রয়োজন? বিজ্ঞান রোগ ও বিপদের সময় যতটুকু সাহায্য করিতে পারে গ্রহণ করিব; জীবনের বিষয়সম্বন্ধে তুমি আর আমি।

বিবেক—তোমার মূলেই ভুল। ইতিহাস তুমি ভাল করিয়া পড় নাই, হৃদয়ঙ্গম কর নাই, তাই তুমি সুবুদ্ধি না হইয়া কুবুদ্ধি হইয়াছ। আমার কথা শুনিয়া ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, স্বর্গে তাঁহারা গৌরবান্বিত হইয়াছেন; কিন্তু আমার নামের দোহাই দিয়া যাঁহারা শত শত লোককে আগুনে পুড়াইয়াছেন, বিবিধ উপায়ে প্রাণে বধ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি তাহাতে নিরাপরাধী বলিয়া গণ্য? আমার অন্য দিক্ বিজ্ঞানের প্রতি যদি তাঁহাদের আদর থাকিত, তাহা হইলে নিজ নিজ নীচ বাসনার কুহকে পড়িয়া কখন সেই বাসনাকে তাঁহারা আমার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিতেন না। তুমি যদি বিজ্ঞানের প্রতি অনাদর কর, তোমারও সেই দশা হইবে। বিজ্ঞান সম্ভাবনার কথা বলে, অতএব তৎপ্রতি কেন আদর করিব? ইহা কুবুদ্ধিপ্ররোচিত কথা। বিজ্ঞান সেই স্থলে সম্ভাবনা বলে, যে স্থলে কতকগুলি অবস্থাধীনে কতকগুলি কার্য্য হয়। যেমন কতকগুলি রোগ এমন আছে, যাহারা সম্ভাবনারূপে দেহে বিদ্যমান থাকে। সেই সম্ভাবনা কতকগুলি অবস্থার অধীনে প্রস্ফুটিত হয় এবং কতকগুলি অবস্থাধীনে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না, সম্ভাবনামাত্রে থাকিয়া যায়। তুমি বিজ্ঞানের কথায় সাবধান হইয়া নিয়ত আপনাকে শেষোক্ত অবস্থাধীনে রাখিলে তোমাতে সে রোগ প্রকাশ হইতে না পাইয়া কালে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আর কতকগুলি রোগ আছে, যাহা তোমাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ না পাইলেও তোমার সন্তান সন্ততিতে, তাহাদের সন্তানসন্ততিতে প্রকাশ পাইবে। এরূপস্থলে বিজ্ঞান নিশ্চয়াত্মক কথা বলে। যেখানে বিজ্ঞান নিশ্চয়াত্মক কথা বলে সেখানে তাহার নিকট অবনতমস্তক হইতে হইবে, এবং যেখানে সম্ভাবনার কথা বলে সেখানে তাহার নির্দ্দিষ্ট

নিয়মানুসারে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। বিজ্ঞানের সম্ভাবনাবাক্য ও নিশ্চয়াত্মক কথা উভয়ই ঈশ্বরের বাণী, সুতরাং এ দুই না মানা আমাকে ও ঈশ্বরকে না মানা একই কথা।

অদৃষ্ট।

বুদ্ধি—তোমার ও বিজ্ঞানের যে সম্বন্ধ শুনিলাম, সে সম্বন্ধ যে বাস্তবিকই সত্য তাহাতে আমার আর কোন সন্দেহ নাই। সাধারণ লোকে বিজ্ঞানবিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাহারা বিজ্ঞানের স্থলে 'অদৃষ্টকে' স্থাপন করে। অদৃষ্টকে কেহ বলে কপাল, কেহ বলে 'fate'। 'fate' এই শব্দটির হাত বড় বড় পণ্ডিতেরাও এড়াইতে পারেন নাই, অতএব এ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার আমার অভিলাষ।

বিবেক—অদৃষ্ট শব্দটি যদিও এক দিকে নির্দ্দোষ, কেন না ভবিষ্যতে কি হইবে মানব তাহা জানে না, তথাপি এরূপ শব্দ ব্যবহারে বিলক্ষণ দোষের সম্ভাবনা আছে। যাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাহারা 'অদৃষ্ট' 'কপাল' 'fate' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। মনুষ্যের নিজ শক্তির অতীত কোন এক শক্তি কর্ত্তৃক তাহার বর্ত্তমান ও ভাবী জীবন নিয়মিত হইতেছে, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হয়, কেন না ইহার তুল্য নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয় আর কিছুই নাই। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লোকে আপনার মনের মত একটা কারণ নির্দ্দেশ করে। মনে কর, এক জন কুসংস্কারাপন্ন লোকের বাড়ীতে এক দিন সায়ংকালে একটা কাল বিড়াল প্রবেশ করিয়াছিল। সেই রাত্রেই সেই ব্যক্তির একটি ছোট ছেলের জ্বর হইল, এবং দু তিন দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই বিড়ালকে বালকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্থির করিবেন না, কিন্তু সাংঘাতিক জ্বরবিশেষকে কারণ নির্দ্ধারণ করিবেন; কিন্তু সেই কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তির মনে সেই কাল বিড়ালের সঙ্গে নিজ পুত্রের মৃত্যু সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে সেই বিড়ালকেই পুত্রের মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। তাহার মতে সে বিড়াল তো বিড়াল নয়, দুরন্ত ডাইন সেই বেশে ঘোর সন্ধ্যার সময়ে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা কর, সে নির্ব্বন্ধসহকারে সেই বিড়ালকেই মৃত্যুর কারণ বলিবে। এক সময়ে ইউরোপে বড় বড় বিদ্বান্ পদস্থ ব্যক্তি এইরূপ

বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং তুমি ইহাতে আশ্চর্য্য হইও না যে, বড় বড় পণ্ডিত অদৃষ্ট, কপাল বা 'fate' মানেন। অদৃষ্ট, কপাল বা 'fate' কারণ নহে স্বয়ং ঈশ্বরই কারণ, ইহা বুঝিলে আর কোন কুসংস্কার থাকিতে পারে না।

বুদ্ধি—ঈশ্বরকে কারণ জানিলেই কি মানুষ কুসংস্কারের হাত এড়াইতে পারে? মুসলমানেরা কপালে বিশ্বাস করা অধর্ম্ম মনে করে, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরকে কপালের স্থানে এমনই করিয়া বসাইয়াছে যে, তাহাতে তাহারা যাহা তাহা একটা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত।

বিবেক—যত দিন পর্য্যন্ত আমার ও বিজ্ঞানের রাজ্য মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, তত দিন এ সম্বন্ধে কুসংস্কার কিছুতেই যাইবার নহে। আমি ও বিজ্ঞান মানবজাতির নিকটে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। আমরা যে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি, তদনুসারে চলিয়া মানুষ ভবিষ্যতের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবে, ইহাই তাহার পক্ষে ঈশ্বরের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া মনের মত কোন একটা কিছু স্থির করিয়া লইয়া, আমার ও বিজ্ঞানের বিপক্ষে সাহসিকতা প্রকাশ করা তাহার পক্ষে মহাবিপদের কারণ, কেন না ইহাতে অধর্ম্ম ও বিপদ্ উভয়ই ঘটে। যাহারা আমার ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপরে দৃঢ় আস্থাবান, তাহারা জানে ঈশ্বর সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে আছেন, সুতরাং তাহাদের কিছুতেই ভীত হইবার কারণ নাই। যাহারা আমা[illegible] ও বিজ্ঞানকে ছাড়িয়া 'অদৃষ্ট' 'কপাল' বা 'fate' মানিয়া চলে, তা[illegible]দের সান্ত্বনার স্থল নাই। ইউরোপে প্রসিদ্ধনামা সোপনহিয়র 'fate' মানিতেন। তাঁহার নিকটে মানবজীবন এতই ভারবহ ছিল যে, তাঁহার মতে আত্মহত্যাই একমাত্র দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির উপায়। ঈশ্বরে অবিশ্বাস দেখ কি প্রকার কুমতে ও পাপে লোককে নিক্ষেপ করে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জানিবার উপায়ের প্রতি উপেক্ষা করিলে, এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে না তো আর কি হইবে।

বিবেক ঈশ্বরবাণী এবং শাস্ত্র।

বুদ্ধি—বিবেক, তুমি ঈশ্বরের বাণী, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা নির্ব্বিবাদ নহেন। অন্যান্য মনোবৃত্তি যেরূপ, তুমিও সেইরূপ একটী মনোবৃত্তি, অন্যান্য মনোবৃত্তি যেরূপ ক্রমে বিবিধ অবস্থাধীনে প্রস্ফুটিত হয়, তুমিও সেই প্রকার প্রস্ফুটিত হও;

তবে তোমার বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য মনোবৃত্তি অন্ধ, তুমি চক্ষুমান্। প্রবৃত্তি গুলি তোমার অধীন হইয়া কার্য্য করিলে অন্তরে বাহিরে একটা সুশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, জনসমাজ রক্ষা পায়, প্রতিব্যক্তিও তাহাতে সুখের ভাগী হইয়া থাকে। তুমি ভয়ের রূপান্তরমাত্র। তোমাকে ধর্ম্মভয় বলিলে কিছু ক্ষতি নাই।

বিবেক—পণ্ডিতেরা যাহা বলেন, তাহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। এক অখণ্ড সত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দেখিয়া তাঁহারা এক এক জন এক এক কথা বলেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সব কথাগুলি একত্র করিয়া অন্তরের আলোক তাহার উপরে ফেল, দেখিবে তাহাদের ভিন্নতা দূর হইয়া একত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যান্য মনোবৃত্তির ন্যায় আমি একটী মনোবৃত্তি, তাহাদের প্রস্ফুটাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রস্ফুটিত হই, একথা বলিবার তাঁহাদের অধিকার আছে। চক্ষুর গ্রহণশক্তি যত বর্দ্ধিত হয় তত আলোক প্রকাশ পায়। আলোকের প্রকাশ যখন চক্ষুর গ্রহণশক্তির উপরে নির্ভর করে, তখন একথা বলায় কিছু ক্ষতি নাই আমি আত্মার দৃষ্টিশক্তি। আত্মার উন্নতির সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি বাড়িবে এবং জ্ঞানসূর্য্য ঈশ্বর হইতে আলোক গ্রহণও ক্রমশঃ সমধিক হইতে থাকিবে, ইহা তো স্বাভাবিক। দৃষ্টিশক্তি কিছুই নহে, সেই শক্তি দ্বারা যাহা গৃহীত হইয়া থাকে তাহাই সত্য, তাহাই গ্রহণীয়। আমি যদি ঈশ্বরের আলোকগ্রহণার্থ দৃষ্টি হই, তাহাতে আমিও খর্ব্ব হইলাম না, যিনি আলোক গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মান করিলেন তিনিও খর্ব্ব হইলেন না। আমি কিছুই নই, সেই আলোকই সত্য, এবং সেই আলোকের জন্যই আমার আদর। আমি বাণী নই, বাণী আমা হইতে স্বতন্ত্র এ বিচার বৃথা, কেন না সেই বাণী বিনা আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যখন কেহ অবধারণ করিতে পারেন না, সেই বাণী দ্বারা আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাকে লোকে যখন বৃত্তি বলে, তখন বাণীই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, আমি কিছুই হইলাম না, এরূপ অবস্থায় আমার নাম না করিয়া বাণীর নাম উল্লেখ করাতে কখন সত্য অতিক্রম করা হইতেছে না। বস্তুতঃ জানিও ঈশ্বরের বাণীনিরপেক্ষ আমার অস্তিত্ব নাই। আমি ভয়ের রূপান্তর মাত্র, আমি ধর্ম্মভয় একথা বলাতে আমাকে কিছু অধঃকরণ করা হইতেছে না। আমি শাস্তা হইয়া শাসন করি, সুতরাং আমার কথায় ভয় উৎপন্ন হইবেই। সেই

ভয়ে আমাকে ভয় বলাতে আর দোষ কি? উপনিষৎ ঈশ্বরকে "ভয়ং ভয়ানাং" বলিয়া কি কিছু অন্যায় করিয়াছেন?

বুদ্ধি—তুমি যে কথা গুলি বলিলে তাহা সত্য বলিয়া মানিলাম. কিন্তু বংশানুক্রমে মানুষের যে প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই সংস্কারানুসারে ভয় উপস্থিত হয়, একথা বলিলে আর তোমার একটা প্রাধান্য কি রহিল?

বিবেক—আমি তোমায় বলিয়াছি, ক্রমে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য যত বাড়ে, তত মানুষ আলোক গ্রহণ করিতে পারে। একথা বলাতেই তোমায় বুঝিতে হইতেছে যে, মানুষের পৃথিবীতে প্রথম প্রবেশ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার যতদুর উন্নতি হইয়াছে, সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আলোকগ্রহণসামর্থ্যও বাড়িয়াছে। প্রত্যেক মানবশিশুকে নূতন করিয়া আলোকগ্রহণসামর্থ্য বাড়াইতে হইলে মানবসমাজ কোন কালে উন্নত হইতে পারিত না, অতএব পূর্ব্ববংশ যতদুর উন্নত হইয়াছে, সেই হইতে নূতনতর শক্তি বাড়ান ক্রমোন্নতির নিয়ম। এ নিয়ম ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের ধর্ম্মভয় পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণেতে সংক্রামিত হইলে অণুমাত্র দোষ পড়িতেছে না, এবং তাহাতে আমার প্রাধান্যেরও কিছু ক্ষতি হইতেছে না।

ধন।

বুদ্ধি—বিবেক, এ সংসারে ধনের আদর, ধনাগমের উপায় বিদ্যার আদর যত, তত তোমার আদর দেখিতে পাই না। স্বর্গের জন্য তুমি প্রয়োজন হইতে পার, কিন্তু সংসারের জন্য ধন ও ধনাগমের উপায়স্বরূপ বিদ্যা যখন নিতান্ত প্রয়োজন, তখন সংসারী লোকেরা এ সম্বন্ধে যে বড় ভুল করে তাহা মনে হয় না। তোমার এ সম্বন্ধে মত কি?

বিবেক—আমার অভিধানে সংসার ও স্বর্গ, এ দুই ভিন্ন নহে; যাহাতে স্বর্গলাভ, তাহাতেই সংসারে সুখলাভ অনিবার্য্য। স্বর্গ ও সুখ এ দুই একপর্য্যায় শব্দ। যদি ধনে বাস্তবিক সুখ হয়, তবে ধন স্বর্গলাভের উপায় অবশ্য মানিতে হইবে। ধন অচল সামগ্রী, তাহার আপনার কোন সামর্থ্য নাই। যে ব্যক্তি ধনের ব্যবহার করে, তাহার চরিত্র ধন হইতে সুখ বা দুঃখ উভয়ই উৎপাদন করিয়া লয়। ধন অচল ও অসমর্থ, এজন্য আমি ধনকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলি না। যাদৃশ চরিত্রবান্ ব্যক্তির হাতে ধন পড়ে, তদনুসারে ধন মন্দ বা ভাল

বাড়াইবার পক্ষে সহায় এই মাত্র। কুচরিত্র লোকের হাতে অধিক ধন থাকিলে ধন দ্বারা কুচরিত্রতার উপযোগী নীচ বিষয় সকল সহজে সে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারে, এজন্য শীঘ্র শীঘ্র তাহার আত্মবিনাশের পথ খুলিয়া যায়, ইহাতে ধনের দোষ কি? সেই ধন সচ্চরিত্র বিবেকী ব্যক্তির হাতে পড়ুক, দেখিবে তদ্দ্বারা জনসমাজের প্রভূত উপকার হবে, এবং সচ্চরিত্র বিবেকী ব্যক্তি ধনের প্রকৃত ব্যবহার করিয়া আরও সাধু উন্নতচরিত্র হইবেন। ধনকরী বিদ্যাও ধনের ন্যায় চরিত্রবান্ ও অচরিত্রবান্ ব্যক্তির হাতে পড়িয়া ভাল বা মন্দের সহায়তা করিয়া থাকে।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে এই বুঝিলাম যে সাধু ও উন্নত হইবার জন্যও ধনের প্রয়োজন। নির্দ্ধন দরিদ্র ব্যক্তি নিজের জীবিকার জন্য সদা উদ্বিগ্ন, সুতরাং আত্মার উন্নতিসাধনে তাহার অবকাশ কোথায়? তোমা অপেক্ষা পৃথিবীতে ধনের আদর তবে ঠিকই।

বিবেক। দেখ, আমি যাহা বলিলাম, তুমি তাহার বিপরীত অর্থ করিলে। আমি বলিলাম, বিবেকী সচ্চরিত্র ব্যক্তির হাতে ধন পড়িলে ধনের সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার সাধুত্ব ও উন্নতচরিত্রত্ব আরও বাড়ে, তুমি বলিলে ধন দ্বারা বিবেকিত্ব ও উন্নতচরিত্রত্ব হয়। ধনাগমের পূর্ব্ব হইতে যে ব্যক্তি বিবেকী ও সচ্চরিত্র নয়, তাহার হাতে ধন আসিলে সে সাধু ও সচ্চরিত্র হইবে কি প্রকারে? ধনের দ্বারা প্রবৃত্তি বাসনা চরিতার্থ করিবার সহজ উপায় হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি প্রথম হইতে বিবেকী সচ্চরিত্র নয়, ধন দ্বারা তাহার চরিত্রের হীনতা উপস্থিত হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। দরিদ্রের অন্ন-চিন্তায় আত্মার উন্নতিসাধনে অবকাশ নাই, একথা মনে করা তোমার বিষম ভ্রম। অনেক ধনসম্পন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক দরিদ্রতা আলিঙ্গন করিয়া চরিত্রে ও সাধুত্বে সর্ব্বোপরি স্থান গ্রহণ করিয়াছেন ইহা কি তুমি অবগত নহ? ফল কথা এই, বাহিরের অবস্থা কিছুই নয়, মানুষের নিজ চরিত্রই তাহার সুখ ও দুঃখের কারণ। সর্ব্বাগ্রে চরিত্রবান্ হওয়া প্রয়োজন, চরিত্রবান্ হইলে আর সকলই সহজে হস্তগত হইবে। চরিত্রের বলে অতি দীনও উচ্চ অবস্থায় আরোহণ করে, চরিত্রের হীনতায় অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও অল্প দিনের মধ্যে অতি হীনাবস্থ হইয়া পড়ে; পৃথিবীতে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। চরিত্রের মূল আমি, ইহা যখন তুমি জানিবে, তখন

যল অধিক আদরের বিষয় বা আমি অধিক আদরের পাত্র, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আর তোমার কোন বাধা থাকিবে না।

শাস্ত্র।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি আর এক দিন যাহা বলিলে তাহাতে প্রাচীনকালে শাস্ত্রে বিশ্বাস যে প্রকার ছিল তাহাই আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসকল মানুষের রচিত নহে ঈশ্বররচিত, এ বিশ্বাস তো আর একালের কাহারও নাই। তুমি কি মনে কর আবার সেই বিশ্বাস ঘুরিয়া আসিবে?

বিবেক। বিশ্বাস ঘুরিয়া আসা কিছু অসম্ভব নহে। অনেকে প্রথমতঃ ঘোর সংশয়ী থাকিয়া শেষকালে এমন ঘোর কুসংস্কারী হইয়া পড়ে যে, এমন কিছু নাই, যাহা তাহারা বিশ্বাস করে না। মানুষ অতি দুর্ব্বলচিত্ত, কখন তাহার চিত্তের দৌর্ব্বল্য কোন অযুক্ত সংস্কারে লইয়া তাহাকে ফেলিবে কেহ তাহা জানে না। যদি সে সকল ব্যক্তি আমার কথায় কান দিত, তাহা হইলে তাহাদের এ বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহারা যে বিষয়মদে মত্ত, তাহারা কি আর আমার কথায় কর্ণপাত করিবে? একটু সংসারের আমোদ প্রমোদ বাড়িলেই আমি অনাদৃত হই। আমার কথায় কর্ণপাত করা তো দূরের কথা, আমার কথাই আর তাহাদের স্মরণ থাকে না। শাস্ত্র বলিয়া কিছু নাই, এ কথা তুমি মনে করিতেছ কেন? যেথানে শাস্তা আছেন, সেখানেই শাস্ত্র আছে। তবে আমি যে শাস্ত্র ও শাস্তার কথা বলিতেছি, তাহা মৃত নহে নিত্যবিদ্যমান। পূর্ব্বতন কালে শাস্তা যে সকল কথা বলিয়াছেন সে সকল শাস্ত্র হইয়া গিয়াছে, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, সেগুলি গ্রহণ করিতে গিয়া শাস্তার মুখে আর নূতন করিয়া শুনিয়া লইতে হইবে না। যদি তুমি নূতন করিয়া শুনিয়া না লও, তোমার জীবনে সে সকলের উপযোগিতা আছে কি না তুমি কি প্রকারে বুঝিবে?

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে পুরাতনের উপরে কোন আদরই রহিল না, কেবলই নূতনের উপরে আদর।

বিবেক। ঈশ্বরের রাজ্যে বল কিছু কি পুরাতন আছে? তুমি যাহা নিতান্ত পুরাতন মনে করিতেছ, তাহাও পুরাতন নহে নিত্য নূতন হইতেছে। প্রতি ব্যক্তি আপনার দেহ পুরাতন বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না যে উহা নিত্য নূতন হইতেছে। এই অধিষ্ঠিত পৃথিবী কত পুরাতন, কিন্তু প্রতিদিন

তাহার এমনই পরিবর্ত্তন হইতেছে যে, কল্যকার পৃথিবী অদ্যকার নহে। আকাশস্থ অগণ্য নক্ষত্র কি পুরাতন! প্রতিদিন চক্ষুর নিকটে একই প্রকারে প্রকাশমান। যদি তোমার গভীর বিজ্ঞানদৃষ্টি জন্মায়, তুমি দেখিতে পাইবে, সে নক্ষত্র আর এ নক্ষত্র নহে। বাহিরে আকার সন্নিবেশ এক প্রকার থাকিতে পারে, এক প্রকার থাকে বলিয়া সেই এই বলিয়া তুমি নির্দ্দেশ করিতে পার, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিলে আকারের সাম্যসত্ত্বেও, সে দিনের সে আর নহে। ভূমিষ্ঠকালে তুমি যা ছিলে আজ কি তুমি তাই? সে কালে তোমার অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ, আজ তুমি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছ। কত লোকে তোমার প্রশংসা করিতেছে, তোমাকে সর্ব্বোপরি স্থান দান করিতেছে, তোমার অনুসরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, জনসমাজের নিকটে সম্মানিত হইতেছে। বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরের মধ্যে যদি তোমার এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে কোটি কোটি বর্ষে কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ। দেখিতে পুরাতন শাস্ত্রের কথা একই আছে, কিন্তু জনসমাজের বুদ্ধিভেদের সঙ্গে সঙ্গে উহারও যে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তুমি যে ভাবে উহাকে গ্রহণ করিতেছ, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহা কখন সে ভাবে গৃহীত হয় নাই, ইহা যখন তুমি বুঝিবে, তখন জানিতে পারিবে, পুরাতন শাস্ত্র নিত্য নূতন হইতেছে কি না?

সুখসুবিধা।

বুদ্ধি। সংসারী লোকেরা আমাকে আশ্রয় করিয়া বিষয়কর্ম্ম করে। তাহারা বিষয়কর্ম্মের অনুরোধে কেমন মিলিয়া মিশিয়া থাকে, কেহ কাহারও অসন্তোষ জন্মায় না। আহার পান ভোজনাদি সকল বিষয়ে অসুবিধা উপস্থিত হইবে, ইহা আমি তাহাদিগকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেই, আর অমনি তাহারা ভালমানুষ হইয়া যায়। তোমার সম্বন্ধে তো একথা বলা যাইতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি তোমার অধীন হয় তাহারা অন্নবস্ত্রাদি কিছুরই ভাবনায় যে, মাথা হেঁট করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং একবার তুমি যেখানে বিরোধের আগুন জ্বালাইয়া দাও, সে আগুন থামায় কাহার সাধ্য? আমায় ছাড়িয়া যাহারা তোমার অনুসরণ করে, এমন যে প্রিয় প্রাণ তাহা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দিতে হয়। মানুষগুলিকে এরূপ পাগল করিয়া দেওয়া কি ভাল?

বিবেক। আমি চিরকাল লোকদিগকে পাগল করিয়া দিয়াছি, আমার আশ্রয় লইলেই পাগল হইতে হয়, বুদ্ধি, তুমি এ আর নূতন কথা কি বলিলে, পৃথিবীর বুদ্ধিমান লোকেরা অতিরিক্ত বিবেকী হওয়াকে পাগলাম বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে প্রতিব্যক্তির ততটুকু বিবেকী হওয়া উচিত, যাহাতে পৃথিবীর সুখ সুবিধা বজায় থাকে, লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করে, আর ব্যবসায় বাণিজ্য ভাল করিয়া চলে। বিবেকের অনুরোধে সংসারের সুখত্যাগ, আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বিচ্ছেদ, জনসমাজকে উলটপালট করিয়া দেওয়া, বুদ্ধিমানেরা ইহাকে অতিরিক্ত বিবেকিত্ব বলিয়া উপহাস করে। তাহারা বলে, বিবেক বিবেক করিয়া এত চিৎকার কেন? প্রবৃত্তি, অভিলাষ, ইচ্ছা, এগুলি কি আর ঈশ্বরপ্রদত্ত নয়? এ গুলিকে বিদায় দিয়া এক বিবেককে বাড়ান, ইহা কি বাড়াবাড়ি নয়? অতিরিক্ত পাগলাম নয়? মুষা আমার জন্য তাহার লোকদিগের নিকট অপ্রিয় হইলেন, ঈশা আমার জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন। আমার জন্যই তো ঈশা বলিয়াছিলেন, আমি শান্তি দিতে আসি নাই, বিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়াছি; পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ভগিনীতে আমার জন্য অমিল হইবে। বুদ্ধি, তুমি বোঝ সাংসারিক জীবন, যাহারা তোমার অনুসরণ করে, তাহাদের সংসার সর্ব্বস্ব। সংসারের জন্য যাহারা ঈশ্বর, সত্য ও ধর্ম্মকে খর্ব্ব করিতে পারে, তাহারা তোমার দোহাই দিবে না তো আর কাহার দোহাই দিবে? আশু সুখে যাহারা আপনা-দিগকে কৃতার্থ মনে করে, তাহারা তোমা বই আমাকে চাহিবে কেন? অগ্রে সুখ পরে তীব্রযাতনা, অগ্রে দুঃখ পরে নিত্য সুখ, ইহার কোন্‌টি ভাল?

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে, আমি কি আর তাহা বুঝি না? প্রবৃত্তিবাসনা চরিতার্থ করিতে আগে সুখ হয়, পরে তাহা হইতেই তীব্রযাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। মানুষ পশু, ইহাতো আর তোমার অবিদিত নাই। যাহারা পশুর ন্যায় আশু সুখ চায়, তাহারা ফলাফলচিন্তায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমিইবা তাহাদিগকে আশ্রয় না দিয়া কি করি? যখন যাতনা পাইয়া তাহারা ফিরিয়া আইসে, তখন আমিই তো তোমার আলোকে আলোকিত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি নামে আখ্যাত হইয়া থাকি। তোমাতে আমাতে বিরোধ নাই, মাঝে যে বিরোধ ঘটে তাহা সেই সেই ব্যক্তির শিক্ষার জন্য।

বিবেক। তোমার এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাতে আমাতে

বাস্তবিক বিরোধ নাই। নীচ প্রবৃত্তি বাসনা বিরোধ ঘটাইয়া তোমাকে স্বদলে ডাকিয়া নেয়, তুমি গিয়া যুক্তি দিয়া বিপাকে ফেল। তোমার উদ্দেশ্য ইহাতে ভাল বটে, কিন্তু মাঝে বিপাক ঘটানটা কি তত ভাল?

দৃশ্য ও অদৃশ্য।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি অদৃশ্য বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত কেন? লোকে দৃশ্য বিষয়ে আসক্ত না হয়, এজন্য নিয়ত তাহাকে তুমি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোল। আগে তাহাদিগকে দৃশ্য বিষয় ভোগ করিতে দাও, তাহার পর ভোগান্তে যথোপযুক্ত সময়ে সে অদৃশ্য বিষয়ের চিন্তায় কালাতিপাত করিবে। যে সময়ের যাহা বুদ্ধিমানেরা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

বিবেক। হাঁ, পৃথিবীর লোকেরা জীবনের সময় ভাগ করিয়া লইয়া এক এক ভাগে এক এক কার্য্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করে। এরূপ ভাগ করাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় কি না, তুমি কি কখন ইহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? এক এক ভাগে এক এক কার্য্য করিতে গিয়া সে কার্য্য এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, আর সে কার্য্য ছাড়িয়া অপর কার্য্যের আরম্ভ করা ঘটিয়া উঠে না। প্রবৃত্তি বাসনা রুচি একবার যে কার্য্যের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে সে কার্য্য হইতে সে গুলিকে বিচ্ছিন্ন করা কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠে। অধিকাংশ লোকের জীবনে এইজন্য চিরদিন একই প্রকারের কার্য্য চলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের জীবনে উন্নতির স্রোত একেবারে অবরুদ্ধ। লোকে নিয়ত এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছে, চল্লিশের পর নূতন কিছু মনে স্থান পায় না। বাল্যকাল হইতে তত্তৎকালোপযোগিভাবে জ্ঞানাদি অর্জ্জনে প্রবৃত্ত না থাকিলে সমুদায় জীবন সেই সকলের উপার্জ্জনে অতিবাহিত হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

বুদ্ধি। অধিকাংশ ব্যক্তি জীবনের কতক দিন পর হইতে একই প্রকারে জীবন কাটাইয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু যাহারা প্রথম হইতে তোমার কথা শুনিয়া চলে, তাহাদেরও কি এ প্রকার দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় না?

বিবেক। আমার অনুগত লোকেরা যদি অশীতিবর্ষে যুবকের ন্যায় উৎসাহের সহিত আমার নিদেশ পালন করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমি কখন তাঁহাদিগকে আমার লোক বলি না, মানবজাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ কৃষ্ণ বুদ্ধ

প্রভৃতি দীর্ঘজীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের কি আমার নিদেশপালনবিষয়ে বার্দ্ধক্যদোষ উপস্থিত হইয়াছিল? আমার লোকেরা উন্নতিবিষয়ে চিরযৌবনসম্পন্ন, ইহা যেন তোমার মনে থাকে।

নিশ্চিন্ততা।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি নিশ্চিন্ত হইতে বল, বল মানুষ নিশ্চিন্ত হয় কিরূপে! তার অভাব কত? যত তার বয়স হয়, তত অভাব বাড়ে। যখন সে শিশু ছিল, শিশুর মত অভাব ছিল, তখন তাহার সে অভাব দূর হওয়া কিছু কঠিন ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক জনের নয় দশ জনের ভাবনা আসিয়া যখন চাপে, তখন 'নিশ্চিন্ত থাক' একথা তুমি যদি বল, লোকে তাহা পালন করিবে কি প্রকারে?

বিবেক। আমি যদি বলি 'নিশ্চিন্ত থাক,' আমার একথায় কয়জন কর্ণপাত করে? তুমি যাহাদের কথা বলিতেছ, তাহারা কি আমার কথা শুনিয়া চলে? যখন দায়ে পড়ে, তখন তুমি নিকটে থাকিতে তাহারা আমার নিকটে আসিবে কেন? এমন কি যাহারা আমার কথা শুনিয়া চলে, সংসারিগণ ভয়ে তাহাদের নিকটেও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে না। তাহাদের যদি পরামর্শের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহাদের মত বুদ্ধিজীবী লোকদিগের নিকটে যায়। যতদিন তাহাদের জীবনে শেষ পরীক্ষা উপস্থিত না হয়, ততদিন তাহা এইরূপেই চলিতে থাকে। আমি 'নিশ্চিন্ত হও' বলিয়া কাহাকেও উৎপ[illegible] করি, এ কথা বলা তোমার ভাল হয় নাই। যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নয়, তাহাদিগকে বলিবার অন্য অনেক কথা আছে, সে সকল থাকিতে ও কথা বলিব কেন? আগে, প্রবৃত্তিবাসনাগুলি ছাড়িলে, তবে তো আত্মসমর্পণের অভিলাষ জন্মিবে। আত্মসমর্পণে অভিলাষ জন্মিলে তবে তো নিশ্চিন্ত হইবার কথা।

বুদ্ধি। আমি দেখিতেছি, তুমি কোন না কোন প্রকারে আমার উপরে দোষ দাও। সংসারী লোক যখন তোমার নিকটে যাইতে পারে না, তখন আমি তাহাদের আশ্রয় না দিয়া কি করি? তুমি কি মনে কর, লোকদিগের সম্বন্ধে আমার কিছু করিবার নাই?

বিবেক। তোমার কিছু করিবার নাই, আমি তো কোন দিন একথা বলি নাই। অভিজ্ঞতা কিছু একটা সামান্য বিষয় নয়। লোকে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার

উপরে ভর দিয়া অনেক কার্য্য চালাইয়া থাকে। যদি কার্য্যের তাহাতে ক্ষতি হয়, নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সেই অভিজ্ঞতা অনুসারে কার্য্য করিয়া সফলমনোরথ হয়। আবার যখন সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে আর সে অভিজ্ঞতা কার্য্যকর হয় না, তখন নূতন অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিবার সময় উপস্থিত হয়। এইরূপ অভিজ্ঞতামূলক যে কার্য্য, তাহাতে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন। জানিও আমি অভিজ্ঞতার বিরোধী নই, আমার সহকারী বিজ্ঞান এই অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি যে সকল অভিজ্ঞতার উপরে সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, তাহার সঙ্গিত আমার কোন বিরোধ নাই। বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে অভিজ্ঞতার অপব্যবহার করে, এজন্যই তাহারা এত দুঃখভাজন হয়।

বুদ্ধি। অভিজ্ঞতার অপব্যবহার তুমি কাহাকে বল?

বিবেক। একটি কোন কার্য্যের ফল প্রকাশ পাইতে দীর্ঘকালের প্রয়োজন। বিজ্ঞান দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার উপরে আপনার সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। লোকে বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে পারে না। যে কার্য্যের ফল বিংশতিবর্ষে প্রকাশ পাইবে, দশ বৎসর বা পাঁচ বৎসরের ফলাফল দেখিয়া লোকে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে এবং বলে যে, অমুক অমুকের যখন অমুক অমুক অবস্থায় এইরূপ হইয়াছে, তখন আমাদেরও সেইরূপ হইবে; অতএব আমি অমুক কার্য্য করিব না কেন? দেখ বাসনার প্রাবল্যবশতঃ কত লোকে আপনার এইরূপে অনিষ্ট সাধন করিতেছে। বিজ্ঞানের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার উপরে আস্থা থাকিলে আর তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। তাহারা অল্পদিনের ফল দেখিয়া বিজ্ঞানের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার প্রতি অবহেলা করে, ইহা কি বাসনা বিকারের কার্য্য নহে?

ঘটনাতে তাঁর অভিপ্রায়।

বুদ্ধি। দেখ বিবেক, আমি ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছি, সে উপায়সম্বন্ধে তোমার মত কি জানিতে চাই। কোন একটি বিষয় ঈশ্বরের অভিপ্রায়সিদ্ধ কি না, ইহা বুঝিবার জন্য আমি ঘটনার পর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। দুটী ঘটনায় মন সন্তুষ্ট না হয়, পাঁচটি ঘটনা পাঠ

করি, এইরূপে ঘটনার পর ঘটনা, ঘটনার পর ঘটনা পাঠ করি। এ উপায় কি মন্দ ?

বিবেক। ঘটনার দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় স্থির করা কিছু মন্দ নয়, কিন্তু যদি তোমার ভিতরে ঈশ্বরের অভিপ্রায়সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে তুমি সহস্র ঘটনা পাঠ করিয়াও কোনটি ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিবে না। সাধকেরা ঘটনা পাঠ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা একটী দুইটী ঘটনাতেই অভিপ্রায় ধরিয়া ফেলেন। তুমি মনে করিতে পার, তাঁহাদের ধৈর্য্য নাই, তাই হঠাৎ 'এইটি ভগবানের অভিপ্রেত' বলিয়া মনকে তাঁহারা প্রবোধ দেন। তুমি এরূপ মনে করিও না। ঘটনা সকল অচেতন, তাহারা কিছুই বলে না, আমরাই তাহার অর্থ করিয়া লই। যেখানে কেবল বিচার, সেখানে ঘটনা কিছুই বলিয়া দেয় না, ঘটনার পর ঘটনা চলিতে থাকে, বিচারে কেবল সংশয়ই বাড়িতে থাকে। যদি অন্তরে যথাসময়ে আলোক লাভ না হয়, তাহা হইলে ঘটনা আর তোমায় কি বুঝাইয়া দিবে ? তুমি একটা ঘটনা দশ প্রকারে বুঝিতে পার, তাহাতে তোমার স্থিরবিশ্বাসে পঁহুছিবার উপায় হইল কৈ ? ঘটনায় মন উদ্বুদ্ধ হইল, এখন ভগবানের নিকটে যাও, তিনি উহার অভিপ্রায় তোমায় বুঝাইয়া দিবেন, আর তোমায় ক্রমান্বয়ে ঘটনার পর ঘটনা অন্বেষণ করিতে হইবে না। জানিও, ঈশ্বরের আলোকেই মনের অন্ধকার ঘোচে, ঘটনা কেবল একটা অবলম্বন মাত্র।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহা মানি, কেন না এক একটা বিষয় এমনই জটিল আছে যে, ক্রমান্বয়ে ঘটনা পাঠ করিয়াও কোন একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায় না। এস্থলে অনেক সময় তটস্থ হইয়া থাকিতে হয়। বল, এরূপ অবস্থায় আলোক আসিয়া সকল সংশয় ছেদ করিয়া দেয় না কেন ?

বিবেক। বুদ্ধি, তুমি আপনি ঘটনা পাঠ করিয়া বুঝিবে, এই অভিমান করিয়া ক্রমান্বয়ে যত্ন করিতে থাক, তাই এরূপ দুর্ভোগ তোমার ভুগিতে হয়। তুমি যদি 'বুঝি' এ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আলোকের ভিখারী হও, তাহা হইলে একটী দুইটী ঘটনাই যথেষ্ট হয়, ঘটনার পর ঘটনার প্রতীক্ষায় থাকিতে হয় না। আশা করি, ভবিষ্যতে সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া আলোকের প্রার্থী হইবে, ঘটনার পর ঘটনা পাঠ করিয়া বুঝিয়া লইব, এরূপ অভিমান মন হইতে

বিদায় করিয়া দিবে। তুমি কি জান না, আমার সহযোগী বিজ্ঞান অন্তরে লব্ধ আলোক দ্বারা ঘটনাসমূহ এক সূত্রে বান্ধিয়া নূতন আবিষ্কার করিয়া থাকেন? সূত্র না পাইলে বিচ্ছিন্ন ঘটনা কি দিয়া বান্ধিয়া তন্নিহিত অভিপ্রায় তুমি পাঠ করিবে?

ভ্রান্তি।

বুদ্ধি। বিবেক, বল কি উপায়ে ভ্রান্তির হাত হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে? যাঁহারা তোমার অনুসরণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তাঁহারাও সময়ে সময়ে এরূপ গুরুতর ভ্রমে পড়েন যে সাধারণেও সেরূপ ভ্রমে পড়ে না। এরূপ স্থলে কিরূপে বুঝিব, তোমার হাতে সমুদায় ভার দিয়া ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়?

বিবেক। ভ্রান্তির মূল কি একবার তোমার বোঝা প্রয়োজন। মানুষ অল্পজ্ঞান এজন্য তাহাতে ভ্রম হইবে বিচিত্র কি? কিন্তু অল্পজ্ঞান হইলেই ভ্রম হইবে, তাহার কারণ নাই। অল্পজ্ঞান কখন অধিক বিষয় আরম্ভ করিতে পারে না। যতটুকু তাহার অধিকার তন্মধ্যে যদি উহা আপনাকে আবদ্ধ রাখে, তাহা হইলে ভ্রমের সম্ভাবনা কোথায়? এই অল্পজ্ঞান দিন দিন যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহারই উপায় করা প্রয়োজন। সে উপায় আমার ও বিজ্ঞানের অনুসরণ। আমি ও বিজ্ঞান যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দি, মানুষ যদি তাহা অতিক্রম করিয়া ভ্রমে নিপতিত হয়, তাহা হইলে আমার হাতে ভার দিয়া ভ্রান্তি নিবারণ হয় না, একথা বলা কি আমার প্রতি অবিচার নয়?

বুদ্ধি। আমি তোমার প্রতি অবিচার করিতে চাই না, যাহা নিয়ত দেখিতেছি, তাহাই বলি। সংশয় নিরসন করিবার জন্য তোমায় জিজ্ঞাসা করা।

বিবেক। দেখ, লোকে যাহাদিগকে বিবেকী বলে, আমার নিতান্ত অনুগত মনে করে, তাহারা বাস্তবিকই যে সকল সময়ে আমার অনুগত তাহা নহে। তাহাদিগের জীবনে প্রবৃত্তি বাসনার সহিত ক্রমান্বয়ে সংগ্রাম চলিতেছে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সেই সংগ্রামে জয়ী হয়, সে ব্যক্তিকে সেই পরিমাণে আমার অনুগত জানিও। যতটুকু প্রবৃত্তি বাসনার অধীনতা, ততটুকু ভ্রান্তির সম্ভাবনা ইহা তোমার স্মরণে রাখা উচিত। আমার কথা শুনিলে ভ্রান্তি হয়, এরূপ সংশয় কদাপি মনে স্থান দিও না।

বুদ্ধি। এমন মানুষ কে আছে, যাহাতে প্রবৃত্তি বা বাসনা নাই। বল, কি উপায়ে মানুষ প্রবৃত্তি বাসনা সত্বে ভ্রমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে?

বিবেক। যখন কোন ব্যক্তি দেখিতে পাইবে যে, প্রবৃত্তি বা... তাহার উপরে আধিপত্য স্থাপন করিতে উদ্যত, তখন তজ্জন্য যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, সে চাঞ্চল্য যতক্ষণ না শান্ত হয়, মন স্বস্থাবস্থায় না আসে, ততক্ষণ কোন প্রকার নিষ্পত্তি না করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকা প্রয়োজন। পরিশেষে মনের শান্ত ভাব উপস্থিত হইলে, আমার আলোক গ্রহণ সম্ভব হইবে। যাহারা অধীর হইয়া তখনই কিছু সিদ্ধান্ত করে তাহারাই ভ্রমে নিপতিত হয়।

অভিলাষ।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমিতো সকল প্রকারের অভিলাষের বিরোধী। যেখানে কোন একটি অভিলাষ রাজ্য করে, সেখান হইতে তুমি অপসৃত হও, ইহাইতো দেখিয়া আসিতেছি। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি অভিলাষ যদি এরূপই ঘৃণার সামগ্রী হইল তাহা হইলে মানবহৃদয়ে অভিলাষ স্থাপিত হইল কেন?

বিবেক। অভিলাষ ঘৃণার সামগ্রী, ইহা কেন তোমার মনে আসিল? অভিলাষের অপরাধ কি? মানুষ যে বিষয়সম্বন্ধে অভিলাষ পোষণ করে, সেই বিষয়ানুসারে অভিলাষ সদোষ ও নির্দ্দোষ হয়। আমার সঙ্গে যাহার সর্ব্বদা মিল আছে, তাহার কি আর অভিলাষ নাই? ঈশ্বরের স্মরণ মনন চিন্তন, পরের কল্যাণের জন্য নিরত ব্যস্ততা, বিপথগামী ব্যক্তিগণের জন্য ব্যাকুলতা, তাহারা বিপথ হইতে ফিরিয়া আসুক, এজন্য মনের প্রগাঢ় অভিলাষ; এ সকলতো কোন দিন আমি নিন্দনীয় বা ঘৃণার্হ বলিয়া প্রতিপন্ন করি নাই। যাহারা বিবেকী তাহারা কি এই সকলের জন্য সর্ব্বদা অভিলাষবান্ নহে? আমি আদেশ জ্ঞাপন করিতে পারি, কিন্তু সেই আদেশ পালন করিবার পক্ষে অভিলাষ উদ্দীপিত না হইলে কি কেহ উহা পালন করিয়া উঠিতে পারে? অভিলাষ ক্রিয়ার মূল, অভিলাষ বিনা ক্রিয়া সম্পাদন কোন কালে হয় নাই কোন কালে হইবে না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। আমি কোন লোককে অলস থাকিতে দি না, ইহা তো তোমার জানা আছে?

বুদ্ধি। অভিলাষ ক্রিয়ার মূল ইহা জানি। ক্রিয়ার সঙ্গে অভিলাষ চিরসংযুক্ত বলিয়া অনেকে যে সকল প্রকার কর্ম্মেরই বিরোধী।

বিবেক। কর্ম্ম করিতে গিয়া অভিমান উপস্থিত হয়। এই অভিমানে ধর্ম্মজীবন শীঘ্রই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়ে, ইহা দেখিয়াই অনেক লোকে কর্ম্ম হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়স্কর মনে করে। যাহারা আপনার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের কর্ম্ম হইতে অভিমান উপস্থিত হইবে, ইহা আর অসম্ভব কি? নিজের ইচ্ছা যত প্রবল হইতে থাকে, তত স্বেচ্ছাচারের দ্বার খুলিয়া যায়। যেখানে স্বেচ্ছাচার সেখানে তাহার সঙ্গে অভিমান আসিয়া যোটে। এরূপ অবস্থায় অভিমানের ভয়ে ব্রহ্মযোগাকাঙ্ক্ষিগণ কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে অভিলাষ করিবেন, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক। যেখানে নিজের ইচ্ছা নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রিয়ার মূল, সেখানে অভিমান উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে? ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে গিয়া অভিমান হওয়া দূরে থাকুক, আপনি কিছুই নই এই জ্ঞান প্রবল হয়। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনের অভিলাষ তৎপালনে নিয়োগ করে। সুতরাং এ অভিলাষ কখন বন্ধনের কারণ হয় না।

বুদ্ধি। ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনে অভিলাষ দূষণীয় নহে, ইহা বুঝিতে পারা গেল। ভালবাসার সঙ্গে যে অভিলাষ সংযুক্ত থাকে, তাহাতে মায়া মমতা উপস্থিত করিয়া বন্ধনের কারণ হয় এ সম্বন্ধে তুমি কি বল?

বিবেক। ঈশ্বর ও মানব উভয়ের প্রতিই ভালবাসা হইয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা যে দূষণীয় নয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মানবের প্রতি ভালবাসায় যা অন্ধতা উপস্থিত হয়, ইহাই চিন্তার বিষয়। ভালবাসার সঙ্গে অভিলাষ সংযুক্ত থাকে ইহা সত্য, কিন্তু ভালবাসা যখন স্বার্থশূন্য হইয়া ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে নিত্যসংযুক্ত, তখন এস্থলে মঙ্গলসাধনের জন্য যে অভিলাষ নিয়ত উদ্দীপ্ত থাকে, তাহা দূষিত হইবে কি প্রকারে? বল যেখানে ভালবাসা নাই, নিজের সুখাদির জন্য অভিলাষ আছে, সেখানেই মায়া মমতা বন্ধনের কারণ হয়।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি বলিয়াছ তুমি অভিলাষের বিরোধী নও। অভিলাষ যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুগামী হয়, তাহা হইলে তাহাতে ধর্ম্মজীবনের ক্ষতি না হইয়া বরং ধর্ম্মজীবন উন্নত হয়। যদি এরূপই হইবে, তাহা হইলে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় অভিলাষের বিরোধী কেন?

বিবেক। আমি তো তোমায় বলিয়াছি, যে অভিলাষের বিরোধে সাধকগণ সাধন করিয়াছেন, সে অভিলাষ সংসারাভিলাষ। সংসারাভিলাষ পরিত্যাগ না

করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত অভিলাষ কখন উপস্থিত হয় না। সুতরাং অভিলাষকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এক সাংসারিক, আর এক ঐশ্বরিক। সাংসারিক অভিলাষ ধর্ম্মজীবনের যেমন ক্ষতি করে, ঐশ্বরিক অভিলাষ তেমনি ধর্ম্মজীবনকে উন্নত হইতে উন্নত করে। যে জীবনে ঐশ্বরিক অভিলাষ নাই, সে জীবন কখন ধর্ম্মের উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইতে পারে না।

বুদ্ধি। কোন্‌টি সাংসারিক অভিলাষ ইহা বোঝা কিছু কঠিন নয়। ঐশ্বরিক অভিলাষ বুঝিবার উপায় কি?

বিবেক। বিষয়বাসনা নিবৃত্ত না হইলে ঐশ্বরিক অভিলাষ কখন হৃদয়ে স্থান পায় না; শাক্যের নির্ব্বাণ জীবনে উপস্থিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বরিক অভিলাষ যে উপস্থিত হয় তাঁহার জীবনই উহার প্রমাণস্থল। নির্ব্বাণ-লাভের পর তিনি একথা বলিলেন কেন, 'জীবের প্রতি আমার অনন্ত করুণা।' যাঁহার সকল প্রবৃত্তি বাসনা নিবৃত্ত হইল, তিনি আবার মহান্ উদ্যমের সহিত নির্ব্বাণপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? এরূপ প্রচারোদ্যম কি নির্ব্বাণ বা নিবৃত্তি-বিরোধী নয়? তীব্র সাধনে যাই তাঁহার সাংসারিক অভিলাষ নিবৃত্ত হইল, অমনই সেই শূন্য স্থান ঐশ্বরিক অভিলাষ আসিয়া পূর্ণ করিল। আপনার সুখকামনা নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু পরের সুখশান্তি বাড়াইবার জন্য তাঁহাতে উদ্যম প্রকাশ পাইল। আত্মসুখকাম সাংসারিক অভিলাষ, পরসুখাভিলাষ ঐশ্বরিক অভিলাষ, এইটি বুঝিলেই আর কাহাকে সাংসারিক কাহাকে ঐশ্বরিক অভিলাষ বলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। মনে হয়, তুমি দ্বিবিধ অভিলাষ কি এখন বুঝিয়াছ।

অলৌকিকতা।

বুদ্ধি। যোগিগণ যাহা বলেন, তাহা সিদ্ধ হয়, ইহার অর্থ কি? যোগিগণ মানুষ ভিন্ন তো নহেন। অন্য দশ জন মানুষ হইতে এমন কি বিশেষত্ব আছে, যাহার জন্য তাঁহাদের ঈদৃশ অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে।

বিবেক। তুমি যাহাকে অলৌকিক ক্ষমতা বলিতেছ, তাহা অলৌকিক ক্ষমতা নহে উহা অতি স্বাভাবিক। কোন্ দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূর্য্যগ্রহণ হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া দেওয়া কি অলৌকিক ক্ষমতা, না স্বাভাবিক ক্ষমতা?

বুদ্ধি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি, তুমি উত্তর দিলে কি? আকাশের

গ্রহনক্ষত্রগণের গতি গণিতানুযায়ী, তাহারা একই নিয়মে চলে। তাহাদের চলার নিয়ম যাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহারা গণনা করিয়া গ্রহণসম্বন্ধে যাহা বলিবেন, তাহা ঠিক হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

বিবেক। তুমি আজ বলিতেছ আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যদি নিয়ম আবিষ্কৃত না হইত তাহা হইলে এরূপ গণনা করিয়া বলা অসম্ভব হইত; এবং চিরদিন উহা অদ্ভুত ও অলৌকিকতার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত থাকিত। যোগী ও বিজ্ঞানী একই প্রণালীতে কার্য্য করেন, সুতরাং তাঁহারা যাহা বলেন ঠিক তাহাই ঘটে।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে ইহার অর্থ আমার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইল না। বিজ্ঞানী স্থিরতর নিয়ম অনুসরণ করিয়া যাহা বলেন তাহা তো ঠিকই হইবে, কেন না প্রকৃতিতে কখন নিয়ম-বহির্ভূত ব্যাপার ঘটে না। মানুষের কার্য্য, ভাব, চিন্তা কোন নিয়মের অনুবর্ত্তন করে না, কখন উহার কোন্ প্রকারের পরিবর্ত্তন হইবে তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং মানুষসম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহা ঠিক হইবে ইহা কি কখন সম্ভব?

বিবেক। মানুষের চিন্তাদির গতির ব্যতিক্রম ঘটে, ইহা আর কে না জানে? কিন্তু তুমি কি জান না গ্রহাদির গতিরও ব্যতিক্রম আছে? গণনাকালে এই সকল ব্যতিক্রম গণনায় আনিয়া তবে কোন একটি বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হয়। মানবের চিন্তাদির গতির ব্যতিক্রম আছে, ইহা জানিয়াই যোগিগণ মানুষের বর্ত্তমান মনের অবস্থা হইতে দূরতর ভবিষ্যৎসম্বন্ধে ব্যতিক্রম বাদ দিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করেন, তাহা ঠিক হয়। যোগিগণ এ সম্বন্ধে বড়ই সাবধান। তাঁহারা জানেন তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ নহেন। সকল বিষয়েই তাঁহারা সকল বলিতে পারেন, এরূপ অভিমান কখন তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করেন না। যখন কোন একটি বিষয় তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন, এবং সেই দূরতম বিষয়ের চরম ফল তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তখনই তাঁহারা প্রয়োজন হইলে সে বিষয় সম্বন্ধে কি হইবে, বলিয়া থাকেন। লোকে যখন দেখে তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল, তখন তাহারা তাঁহাদিগেতে অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করে, এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করে। ইহা তাহাদিগের নিতান্ত ভুল। বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানিগণ যেমন ভবিষ্যৎ বলেন, যোগিগণ আত্মার সাহায্যে ভবিষ্যতে কি হইবে বলিতে পারেন, জানিও ইহাতে কিছু অলৌকিকতা নাই।

ফলাকাঙ্ক্ষা।

বুদ্ধি। তুমি অদৃষ্টবাদের বিরোধী, অথচ অদৃষ্টবাদ মনে যে শান্তি দেয় সে শান্তি তুমি কৈ দাও। তুমি ক্রমান্বয়ে লোককে উত্তেজিত কর, সাধারণ মানুষ এত উত্তেজনা সহিবে কি প্রকারে ? সুতরাং তাহারা তোমার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হয়, এবং শীঘ্র তোমার কথা শুনিতে বিরত হয়। তুমি কিরূপ শান্তি মানুষকে দাও. তাহা শুনিতে আমার কৌতূহল হইতেছে।

বিবেক। অদৃষ্টবাদের আমি বিরোধী ইহা সত্য, কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপরে পূর্ণ নির্ভররক্ষার কি আমি বিরোধী ? মানুষ আপনার বাসনা রুচির তাড়নায় নির্ভর রাখিতে পারে না, সে দোষ কি আমার ? যদি বল বাসনা ও রুচি ছাড়া কি মানুষ হইতে পারে ? তাহার উত্তরে আমি বলি, বাসনা ও রুচি কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবার জন্য প্রয়োজন, কার্য্য না থাকিলে জীবনই থাকে না, জীবনের উন্নতি সম্ভবে না, সুতরাং কার্য্যে প্রবৃত্তির আমি বিরোধী হইব কি প্রকারে ? যেখানে কার্য্যে প্রবৃত্তি আছে, সেখানে অশান্তির সম্ভাবনা আছে, এই অশান্তি নিবারণ হয় কি প্রকারে, ইহাই এখনঁজিজ্ঞাস্য। কার্য্য করিতে গেলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফলের অভিলাষ আসে, এই ফলের অভিলাষই অশান্তির মূল। কার্য্যের ফল মনুষ্যের নিজের আয়ত্তাধীন নহে, ইহা দেখিয়াই লোকে অদৃষ্ট মানিয়া থাকে। আমি তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি, অদৃষ্ট আর কিছু নহে যাঁহাকে লোকে দেখিতে পায় না, অথচ যাঁহার কার্য্য লোকে প্রত্যক্ষ করে, তাঁহাকেই লোকে অদৃষ্ট নাম দিয়াছে। তুমি বলিবে, লোকে তবে ঈশ্বর নাম না দিয়া অদৃষ্ট নাম দিল কেন ? আপনার ইচ্ছা ও রুচির মত ফল না পাইলে লোকের মনে যে বিরাগ উপস্থিত হয়, মনুষ্যাত্মা সে বিরাগ ঈশ্বরের প্রতি হয় ইহা চায় না, এজন্য ঈশ্বর ছাড়া অদৃষ্ট নামে, লোকের মন না বুঝিয়া কার্য্য করে এরূপ, একটী অন্ধশক্তি লোকে কল্পনা করিয়া থাকে। লোকে যদি বুঝিত, যেখানে ইচ্ছা ও রুচির মত কাজ হইলে তাহার জীবনের ক্ষতি হইবে, সেখানেই ইচ্ছা ও রুচির মত কাজ হয় না, তাহা হইলে আর পাছে বা বিরাগ হয় এই ভয়ে অদৃষ্টনামে অন্ধশক্তির কল্পনা করিত না ; কেন না যে ইহা বুঝে তাহার বিরাগ হওয়া দূরে থাকুক, এ ব্যবহারে আরো অনুরাগই বাড়ে। কার্য্য করিয়া তাহার ফলের অভিলাষ যদি অশান্তির কারণ হয়, তাহা হইলে সেই ফলের অভিলাষ ত্যাগ

করাই তো শ্রেয়। ফলের অভিলাষ যে ত্যাগ করিয়াছে, তাহার অশান্তি হইবে কেন?

বুদ্ধি। এতো তুমি পুরাতন কথা বলিলে। এ কথা আর কে না জানে? জানিয়াও লোকের শান্তি হয় না কেন, বলিতে পার? কাজ করিব, অথচ ফল চাইব না, ইহা কি স্বাভাবিক?

বিবেক। কার্য্য করিলে ফল হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে ফল অনেক সময়ে মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। যাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর, তৎসম্বন্ধে ফলবিধাতার প্রতি নির্ভর কি সমুচিত নয়? যদি তুমি জান, তিনি মন্দ ফল কখন দিবেন না, দিতে পারেন না, তাহা হইলে এ নির্ভরে তোমার ক্লেশ হইবে কেন? কাজ করিয়া ফল চাওয়া স্বাভাবিক, ইহা আর কে না জানে? কার্য্য করিয়া যে আনন্দ হয় সেই আনন্দ কি সাক্ষাৎ ফল নয়? তার পর কাজ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছি, ইহাতে যে মনের তৃপ্তি হয় সে ফল কি সামান্য ফল? ঈশ্বর কি অঙ্গীকার করিয়াছেন স্মরণ কর। "অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমায় চিন্তা করে, আমায় উপাসনা করে, যাহা তাহার নাই তাহা আমি দি, এবং যাহা দি আমি আপনি তাহা রক্ষা করি" এ অঙ্গীকার কি সামান্য অঙ্গীকার? তোমার যাহা নাই তাহা তিনি দেবেন, আবার তাহা তিনি আপনি রক্ষা করিবেন, এ কথায় বিশ্বাস কি শান্তির কারণ নয়? পাওয়া যত সহজ রক্ষা করা তত সহজ নয়, ইহা কি তুমি জান না? রক্ষা করিতে গিয়া কত যত্ন, কত প্রয়াস, কত চিন্তা, কত ক্লেশ বহন করিতে হয়। সে সমুদায় যদি তোমার হইয়া তিনি করেন, তোমার শান্তি হবে না কেন? তুমি প্রার্থনা কর, আর তাঁহার প্রতি নির্ভর কর, শান্তি ও ক্রিয়াশীলতা উভয়ই তোমাতে থাকিবে।

বিবেকের কর্ত্তৃত্ব।

বুদ্ধি। আমি দেখিতেছি, তুমি এবার তোমার প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য বিলক্ষণ যত্ন করিতেছ। বল ভূতকালে কয়জন তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল। সাধারণ লোকে না তোমায় চেনে, না আমায়ও ভাল করিয়া আদর করে। তাহারা অন্ধের ন্যায় প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কার্য্য করিয়া থাকে। বিদ্বান্ লোক-দের মধ্যে আমার আদর ভারি, কিন্তু তারাওতো তোমায় আদর করে না। এরূপ অবস্থায় বল তোমার প্রভুত্ব স্থাপনের যত্ন কেমন করিয়া সিদ্ধ হইবে?

বিবেক। আমি আমার প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য যত্ন করিতেছি, আজ তুমি এ কথা মুখে তুলিলে কেন? এ কথাতো সত্য হইল না। আমি কে? আমার আবার প্রভুত্ব কি? যিনি সকলের প্রভু সকলের স্বামী তাঁহারই প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, তজ্জন্য কি আমার যত্ন নয়? আমি যদি সেই প্রভু হইতে স্বতন্ত্র হইতাম তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে তাহা শোভা পাইত। যা তিনি বলেন, আমি তাই বলি; আমি বলি না, তিনিই বলেন, এ কথা বলিলেই ঠিক সত্য বলা হয়। আমি নরনারীর হৃদয়ে অবতীর্ণ ব্রহ্মবাণী, আমি তাঁহাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ বলিয়াই তাঁহারা ঈশ্বরের পুত্র কন্যা। পুত্র কন্যা ভিন্ন কে আর পিতার গৃহের গোপনীয় তত্ত্ব সকল জানে। সাধারণ লোকে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কাজ করে সত্য, তাহাদের ভিতর তোমার আদর নাই আমি ইহা জানি, কিন্তু তাহারা যে আমায় সর্ব্বথা উপেক্ষা করে ইহা তুমি বলিতে পার না। তাহারা যে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল পশুর ন্যায় হইতে পারে না, তাহার কারণ আমি। আজ পৃথিবীতে ভয়ানক অরাজকতা হইত, যদি সাধারণ লোকের উপরে আমার কর্তৃত্ব না থাকিত। সাধারণ লোকে আমি কর্তৃত্ব করিতেছি বুঝিতে পারে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা সকল সময়ে আমার শাসন অতিক্রম করে, ইহা কি তুমি বলিতে পার?

বুদ্ধি। না, ইহা বলিতে পারি না, কেন না তাহাদেরও ভিতরে দুই প্রবৃত্তির সংগ্রাম উপস্থিত হয়, ভাল আর মন্দের। সকল সময়ে মন্দের জয় হয় তাহা নহে, ভালোরই জয় হয়।

বিবেক। ব্রহ্ম ভিন্ন কি ভাল আছে? ভাল যা তা ব্রহ্ম। ভাল ও মন্দের সংগ্রাম দেবতা ও মানুষের মধ্যে সংগ্রাম, ইহাতো তুমি বোঝ। বল, ভাল মন্দের সংগ্রাম কোথায় নাই? যেখানে সংগ্রাম চলিতেছে সেখানে আমি রহিয়াছি, তাহাতে কি তোমার সংশয় আছে?

বুদ্ধি। দেখ, যে স্থলে বিচার উপস্থিত হয়, সেখানেও দুই বিপরীত পক্ষের বিতর্ক ঘটে। সেই বিতর্কের মধ্যে আমার কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে দুই প্রবৃত্তির সংগ্রামে যে প্রকার রক্তারক্তি উপস্থিত হয় সেরূপ নহে। তুমি যেখানে সেখানে রক্তারক্তি, আমি যেখানে সেখানে প্রশান্ত ভাব, এ কথা কি সত্য নয়?

বিবেক। যেখানে জীবনমরণের ব্যাপার সেখানে রক্তারক্তি হইবে না তো

আর কি হইবে? বিচার, বিতর্ক, মতামত এ সকল অনেক সময়ে জীবনের বাহিরের ব্যাপার।

বুদ্ধি। তুমি কি মনে কর সমুদায় পৃথিবীতে তোমার আদর হইবে, লোকে আর নিজ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিবে না, কত দিনে পৃথিবীর এ অবস্থা হইবে বলিতে পার?

বিবেক। সমুদায় পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আজ অল্পসংখ্যক লোকে তাঁহার রাজ্যের বাধ্য প্রজা হইয়াছে, অধিকাংশ লোক আনুগত্য স্বীকার না করিয়া অন্ধকারের পথে ভ্রমণ করিতেছে, সুদূর ভবিষ্যতে এ প্রকার অবস্থা থাকিবে না। তবে এ সম্বন্ধে তোমার একটী কথা মনে রাখা উচিত, আর দশ সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীতে কতকগুলি লোক এত অগ্রগামী হইবেন যে তাঁহাদের নিকট এখনকার অগ্রগামী ব্যক্তিগণের অবস্থা সাধারণ লোকের অবস্থার তুল্য পরিগণিত হইবে।

বুদ্ধি। এখনকার অগ্রগামী লোক সকল যদি দশ সহস্র বর্ষ পরে সাধারণ লোকের মধ্যে পরিগণিত হন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বরের রাজ্য বর্ত্তমানে একটুও অগ্রসর হয় নাই। তখনকার অগ্রগামী লোক সকল আর দশ সহস্র বর্ষ পরে যদি সাধারণ লোক হইয়া যান তাহা হইলে ঈশ্বরের রাজ্য আর কৈ বিস্তার হইল।

বিবেক। ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নত, উন্নততর উন্নততম থাকিবে না, ইহা তুমি কেন মনে করিতেছ? যাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁহারাই তাঁহার রাজ্যের লোক। দর্শন ও শ্রবণের পরিধি দিন দিন বাড়িতে থাকিবে ইহা কি তুমি বুঝিতেছ না? যিনি অনন্ত তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ দশ সহস্র বিশ সহস্র বর্ষে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, ইহা কি তুমি মনে করিতে পার? সাধক যত অগ্রসর হইবেন তত তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ শক্তি বাড়িতে থাকিবে। সকলেরই একই সময়ে শক্তি বাড়িবে ইহা কখন হইতে পারে না, সুতরাং উন্নত, উন্নততর, উন্নততম এরূপ শ্রেণী নিবন্ধন অবশ্যম্ভাবী।

বুদ্ধি। সংসারে বাস করিতে গেলে সময়ে সময়ে অসরল পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যদি অন্য কোন কারণেও না হউক, ভদ্রতা রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অসরল হইতে হয়। সর্ব্বত্র সরল ব্যবহার লোকের রুচিকর হয় না।

অপরের মনে বা আঘাত লাগে এজন্য ধার্ম্মিকেরও মধ্যে মধ্যে অসারল্য আশ্রয় করিতে হয়। অসারল্যে মিথ্যার সংস্রব আছে, যাহা নয় তাহাকেই হাঁর মত দেখাইতে হয়, ইহা সম্পূর্ণ তোমার বিরোধী। অথচ যাহার সংসার আছে, বিবিধ প্রকারের দায় আছে, তাহাকে একটু অসরল না হইলে চলে কি প্রকারে?

বিবেক। অসারল্য মিথ্যাসংক্রান্ত, সুতরাং উহা একান্ত ঘৃণার্হ। আমি কোন কালে অসারল্যের অনুমোদন করি নাই, কোন কালে অনুমোদন করিব না, কিন্তু ইহা বলিয়া আমি ভদ্র ব্যবহারের বিরোধী, ইহা তুমি কখন বলিতে পার না। বিবেকী ব্যক্তি যে প্রকার ভদ্র, এ প্রকার ভদ্র অবিবেকী কোন কালে হইতে পারে না। অবিবেকী ব্যক্তির স্বার্থাদির প্রতি আঘাত পড়ুক, দেখিবে সে কিছুতেই ভদ্রতা রক্ষা করিতে পারিবে না। জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ আছে। যেখানে বিরোধ আছে সেখানে ভদ্রতা কোথায়? তুমি কি মনে কর সত্যানুরাগ হইলেই অভদ্রতা আশ্রয় করিতে হয়। কথা ও ব্যবহার সুমিষ্ট করা কি সত্যানুরাগের বিরোধী? জানিও যেখানে চরিত্র আছে সেখানে মধুরতা আছে। পুণ্য চরিত্রে যে সৌন্দর্য্য অর্পণ করে, সে সৌন্দর্য্য সকলেরই চিত্ত হরণ করে। চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণকে পাপাসক্ত লোকে দ্বেষ করে, তাহাতে ইহা প্রকাশ পায় না, তাঁহাদিগেতে মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য নাই। পাপানুরক্ত ব্যক্তিগণ, তাঁহাদিগের সান্নিধ্যে অধিকতর আপনাদের কদর্য্যচর্য্য বুঝিতে পারে, এবং তাহাতে তাহাদের চিত্ত নিতান্ত আকুল হইয়া পড়ে। এই আকুলতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা হিংসা, দ্বেষ ও নিন্দা দ্বারা তাঁহাদিগকে অপসারণ করিতে যত্ন করে।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জনসমাজে পাপাচারী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক, বিবেকী লোক অতি অল্প, ইহাতে তোমার রাজ্য যে কত ক্ষুদ্র, তাহাই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিবেক। আমার রাজ্যের প্রজা অল্প কি অধিক, তাহা লইয়া আমার গৌরবের হ্রাস বৃদ্ধি হয় ইহা আমি মনে করি না। সমুদায় নরনারী এক সময়ে আমার রাজ্যভুক্ত হইবে, ইহা যখন আমি নিশ্চয় জানি, তখন সংখ্যার অল্পাধিক্যে আমি কেন কুণ্ঠিত হইব?

নিস্পৃহত্ব।

বুদ্ধি। যে ব্যক্তি নিস্পৃহ, তাহার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই, অথচ ধর্ম্মের নামে নিস্পৃহত্বের এত আদর কেন? নিস্পৃহত্বে কি মানুষকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয় না?

বিবেক। নিস্পৃহত্ব ধর্ম্মে নিতান্ত প্রয়োজন; নিস্পৃহত্ব বিনা অনন্ত উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না, একথা বিবেকী ব্যক্তিমাত্রে স্বীকার করেন, তুমিও ইহা অস্বীকার করিতে পার না। বিষয়ের সহিত স্পৃহাসূত্রে মানুষ বদ্ধ থাকে, এবং সেই স্পৃহা তাহাকে অন্ধ করিয়া দেয়। স্পৃহার বিষয় যত কেন তুচ্ছ হউক না, উহা তাহার নিকট এতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় যে, তদপেক্ষা আর যে কিছু শ্রেষ্ঠ আছে, ইহা তাহার মনে স্থান পায় না। ইহাতে এই হয় যে, তাহার মন দিন দিন হীন নীচ সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, যতদিন সেই বিষয়ের প্রতি সে বীতরাগ হয় নাই, ততদিন তাহার উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ থাকে। তুমি যে বলিতেছ স্পৃহা বিনা উন্নতির সম্ভাবনা নাই, উহা ধনাদিবৃদ্ধির দিক্ দেখিয়া তুমি বলিতেছ। ধনাদিবৃদ্ধি কি আর উন্নতি? একবার নিস্পৃহ হও দেখিবে, সংসারের কিছুই তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিতেছে না, তুমি ক্রমান্বয়ে জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদিতে দিন দিন উন্নত হইতেছ। যদি সেই সকলেতে উন্নত হও, তাহা হইলে বল তাহা ছাড়া আর তুমি কি চাও?

বুদ্ধি। তুমি নিস্পৃহত্বকে এত বাড়াইতেছ কেন? অনন্ত উন্নতির দ্বার নিত্য উদ্ঘাটিত রাখিবার জন্য অভিলাষ, ইহাতো এক প্রকারের স্পৃহা হইল।

বিবেক। নিস্পৃহ হইলে অনন্ত উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, একথা বলাতে অনন্ত উন্নতি স্পৃহার বিষয় বলা হইতেছে না। যে বস্তুর উপাদেয়ত্ব বুদ্ধিস্থ থাকে, তৎপ্রতি স্পৃহা জন্মিবার সম্ভাবনা। অনন্ত উন্নতি বুদ্ধিস্থ করা সম্ভব নহে, সুতরাং তৎপ্রতি স্পৃহা থাকিবে কি প্রকারে? লোকে অপরের মুখে শুনিয়া 'অনন্ত উন্নতি' 'অনন্ত উন্নতি' বলিতে পারে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চিত জ্ঞান নাই বলিয়া উহা জীবনের নিয়ামক হইতে পারে না। যাহারা মুখে অনন্ত উন্নতি বলে তাহারা যখন প্রবৃত্তির অধীন, তখন ও শব্দ যে শব্দমাত্র তাহাতে আর সংশয় কি? নিস্পৃহত্ব বিনা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুবর্ত্তন করিতে পারা যায় না, পদে পদে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাই নিস্পৃহত্বের মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষি-

গণের নিকট আদর। এখন বোধ হয়, আমি যাহা বলিয়াছি, তুমি তাহা বুঝিয়াছ!

বুদ্ধি। হাঁ। কিছু কিছু বুঝিলাম।

পুরুষকার।

বুদ্ধি। বল, মানুষ কিসে বলী? পুরুষকার কি তাহার বল নয়? পুরুষকার-বিহীন লোক নিতান্ত অকর্ম্মণ্য; তাহাদের সংসারে জীবনধারণ করা বিফল। মানবজীবনের যত প্রকারের কষ্ট যেন তাহাদেরই কপালে লেখা রহিয়াছে। বল, পুরুষকার বিনা আর কিছুতে বললাভ সম্ভবে কি না? তুমি তো লোককে বলী কর না, ভীরু করিয়া তোল।

বিবেক। আমি লোকদিগকে বলী করি কি ভীরু করি উহা পরের কথা, পুরুষকার কাকে বলে একবার তাই ভাল করিয়া বোঝ। তুমি কি মনে কর, পুরুষকার মানুষের বুদ্ধি ও যত্নের উপরে নির্ভর করে? যেখানে বিচার, বিবেচনা, তর্ক বিতর্ক, সেখানে কোন কালে পুরুষকার সম্ভবে না। যাহারা বিচারশীল লোক তাহাদের মতে পুরুষকার হঠকারিতা। করিতে পারুক আর না পারুক, বল করিয়া করিতেই হইবে, সাধারণ লোকে তাহাকেই পুরুষকার বলে। এ পুরুষকার দেখাইতে গিয়া অনেক বড় বড় লোক হার মানিয়াছেন, ইহা কি তুমি ইতিহাসে পড় নাই? শাক্যের মত পুরুষকারসম্পন্ন দ্বিতীয় লোক আর জন্মায় নাই। তিনি হঠকারিতায় ছয় বৎসর যাবৎ শরীর শোষণ করিয়া কি কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন? যে দিন তিনি হঠকারিতা ছাড়িয়া দিলেন, সেই দিন হইতে সঙ্কল্পসিদ্ধির সূত্রপাত হইল। হঠকারিতা ও পুরুষকার এ দুইয়ের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদা মনে রাখ। বাহিরের কষ্ট সকলের মধ্যে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়া বলপূর্ব্বক কোন একটা বিষয়ে সিদ্ধ হইবার জন্য যত্ন হঠকারিতা। এ হঠকারিতার ফল অধিকাংশ সময়ে মন্দ হয়। পুরুষকার ইহার বিপরীত, ইহা আন্তরিক বল। এই আন্তরিক বল বাহ্য উপায়নিরপেক্ষ, কেন না সমুদায় উপায়কে ইহা আপনার অধীনে আনিয়া কার্য্যসাধন করিয়া লয়। পুরুষকার যে আন্তরিক বল উহা ঐ শব্দই বলিয়া দিতেছে। পুরুষ জীব, তাহার কার্য্য পুরুষকার। পুরুষ তখনই পুরুষ, তখনই স্বাধীন, যখন পরমপুরুষের সহিত তাহার ইচ্ছার অভেদ-ভাব উপস্থিত। সাংখ্যকার পুরুষ ভিন্ন ঈশ্বর মানেন নাই, সে পুরুষ আমি যে

পুরুষ বলিলাম সেই পুরুষ। এখন পুরুষকার ও আমাতে কোন ভেদ আছে কি না, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবে, আমিও যাহা পুরুষকারও তাহা।

বুদ্ধি। তুমি যে লোককে ভীরু করিয়া তোল সে কথার উত্তর হইল কৈ?

বিবেক। সে কথার আর উত্তর দিব কি? পাপ অধর্ম্ম করিতে আমার অধীন লোকের ভয় হয়, তাহাকেই তো তুমি ভীরুতা বলিতেছ। বুদ্ধি, তুমি সুবুদ্ধি হও। পাপ অধর্ম্মের ভিতরে বল আছে, না শক্তি আছে? পাপ অধর্ম্মে বলক্ষয় হয়, ইহা তো তুমি জান। আমার লোকেরা পাপে অধর্ম্মে বলক্ষয় করিতে ভয় পায় কেন, বোঝ কি? বলক্ষয় হওয়াও যা, আমাকে ছাড়াও তা। তাই তাহারা বলক্ষয়ে এত ভীত। আমার লোকেরা তোপের মুখের অগ্নিবর্ষণ ভয় করে না, তাহা কি তুমি জ্ঞাত নও?

বুদ্ধি। তুমি যা বলিলে বুঝিলাম।

ধৈর্য্য।

বুদ্ধি। বিবেক তুমি লোকদিগকে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে বল। তোমার কথা শুনিয়া চলিতে তাহাদিগের বহু কষ্ট হয়, এই কষ্ট ধীরতার সহিত বহন করিলে অন্তিমে তাহাদিগের সুখ হইবে, এই তোমার কথা। তোমার কথা শুনিয়া যাহারা আশু সুখ পরিত্যাগ করিয়া ভাবী সুখের আশায় ধৈর্য্যধারণ করিল, তাহারা কি করুণার পাত্র নয়? তাহারা সুখ না পাইয়া ক্লেশে সমুদায় জীবন কাটাইয়া গেল। যদি শীঘ্র সুখ দিতে না পারিলে, তবে বৃথা আশায় লোকদিগের কি লাভ হইল?

বিবেক। আমি লোকদিগকে ধৈর্য্যধারণ করিতে বলি এ কথা সত্য, কিন্তু সেই ধৈর্য্যধারণের সঙ্গে সঙ্গে সুখ হয় না এ কথা তোমাকে কে বলিল? এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, যে দীর্ঘকাল ধৈর্য্যধারণের ক্লেশ বহন করিতে পারে? যে সকল ব্যক্তি আমার কথার অনুবর্ত্তন করে, তাহারা সেই অনুবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করে। যাহারা আশুসুখের প্রয়াসী হইয়া আমার কথা অগ্রাহ্য করে, তাহাদের অন্তরে সেই অবাধ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হয়। পাপের ফল গ্লানি, পুণ্যের ফল শান্তি, ইহা কি তুমি স্বীকার কর না? তুমি

স্বীকার কর আর না কর, যাহা নিত্য প্রত্যক্ষ তৎসম্বন্ধে তোমার প্রতিবাদ কখন কার্য্যকর হইবার নহে।

বুদ্ধি। যাহা প্রত্যক্ষ তাহার অপলাপ করিতেছি না, কিন্তু তুমি যে লোককে কষ্টের পথ দেখাইয়া সেই পথে তাহারে লইয়া যাও, পৃথিবীর সুখের পথ তোমার পক্ষে ঘৃণা আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি।

বিবেক। পৃথিবীর সুখের পথ আমি ঘৃণা করি ইহার অর্থ কি তুমি তাই মনে কর যে, পৃথিবীর জন্য স্বয়ং ভগবান যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন আমি তাহার বিরোধী? যাহারা আপনার বুদ্ধিতে চলে, তাহারা ধার্ম্মিকতার অভিমান-বশতঃ যদি ভগবানের ব্যবস্থা সকলকে হেয় মনে করিয়া কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করে, তাহাতে আমার দোষ, না তোমার দোষ? এ সকল লোক আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দিন দিন নূতন নূতন কষ্টসাধ্য পথ উদ্ভাবন করে এবং নিজেও কষ্ট পায়, অপরকেও কষ্টে ফেলে। যাহারা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সকলের বিরোধে দণ্ডায়মান হয়, আমি তাহাদিগকে স্বপথে আনিবার জন্য ভর্ৎসনা করি, যদি আমার কথায় তাহারা কর্ণপাত করে, সংসারে থাকিয়া তাহারা প্রতিদিন পুণ্য সঞ্চয় করে। সেই পুণ্য সঞ্চয়ে তাহাদের হৃদয়ে প্রেম স্থান পায়। সেই প্রেম আমার কথা শুনিয়া চলিতে চলিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং পুণ্যের শান্তি, ও প্রেমের সুখ তাহাদের হৃদয়কে যুগপৎ অধিকার করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করে। আমি যাহা বলিতেছি, তোমাকে তাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে আমি সুখ দিই না কেবল দুঃখ দি, একথা বলা তোমার শোভা পায় না। ভরসা করি, আমি জীবকে কেবলই দুঃখ দি, একথা আর তুমি মুখে তুলিবে না।

বুদ্ধি নিস্তব্ধ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতি।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি বল, তুমি ভগবানের অভিপ্রায় জীবগণের নিকট প্রকাশ কর। ভগবানের অভিপ্রায় অতি গভীর, মনুষ্য বুদ্ধির অতীত, তাহা তুমি জীবের নিকটে প্রকাশ কর ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার অধীন ব্যক্তিগণ ভগবানকে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে কিছুই আর অপ্রকাশিত নাই। এ অভিমান কি তোমার পক্ষে সঙ্গত?

বিবেক। ভগবানের অভিপ্রায় আমি প্রকাশ করি, ইহা আর একটা নিন্দার কথা কি? ভগবানের অভিপ্রায় প্রকাশ করি বলিয়া তাঁহাকে লোকের বুদ্ধির আয়ত্ত করিয়া দি, তিনি যে বুদ্ধির অতীত, এ কথা অপ্রতিপন্ন করি, এতদুর সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে তুমি কি কারণ পাইয়াছ, আমায় বলিতে পার? তোমার অনুগত লোকেরা 'ভগবানের অভিপ্রায়' এ কথা শুনিলেই উপহাস করেন, তিনি বুদ্ধির অগম্য ইহা প্রচার করিয়া লোকদিগকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করেন, অথচ প্রকৃতির সকল কার্য্য পাকতঃ সেই অনন্ত শক্তির এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন না। এরূপ কথা বলিয়া তাঁহারা ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে, আমি যে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি, পাকতঃ তাঁহারা তাহাই করেন, তবে ভীরুতাবশতঃ 'অভিপ্রায়' এই শব্দ উচ্চারণ করেন না। এরূপ ভীরুতার কারণ আর কিছুই নয় কেবল এই যে যাঁহাদিগকে তাঁহারা ঘৃণা করেন, পাছে বা লোকে তাহাদিগকে তাঁহাদের দলস্থ বলিয়া মনে করে। তোমার শরণাপন্ন লোকদিগের এ ভীরুতা দেখিয়া বাস্তবিকই নিতান্ত ক্লেশ হয়। প্রকৃতির সকল কার্য্য ঈশ্বরের ইহা বলাও যাহা, তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপনও তাহা, এই সামান্য কথা কি তুমি বোঝ না?

বুদ্ধি। কৈ আমি তো বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি আমায় বুঝাইয়া দাও দেখি।

বিবেক। আমি তোমায় চিরদিন বলিয়া আসিয়াছি, বিজ্ঞান ও বিবেক এ উভয় ঈশ্বরের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা জ্ঞাপন করে, সুতরাং বিজ্ঞানও আমাতে কোন বিরোধ নাই। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আমার লোকদিগকে না বুঝিতে পারিয়া নিন্দা করেন, ইহাতে তাঁহারা অবশ্য কৃপাপাত্র। প্রকৃতির কার্য্য ঈশ্বরের কার্য্য একথা বলিয়াও তাঁহাদের নিন্দা করিবার কারণ এই যে, তাঁহারা বাহ্য প্রকৃতিকেই প্রকৃতি বলেন, আন্তরিক প্রকৃতি বলিয়া যে কিছু আছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। বাহ্য ও অন্তর এ উভয় লইয়া যদি তাঁহারা এক অখণ্ড প্রকৃতি স্বীকার করিতেন তাহা হইলে কোন বিরোধের কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁহারা বাহ্যদর্শী হইয়া অন্তরকে একেবারে ভুলিয়া যান এই তাঁহাদের মহান্ দোষ। অন্তর ও বাহ্য এ দুই এক অখণ্ড হইয়া আছে এক ভগবানেতে, এরূপ দৃষ্টিতে অন্তর ও বাহির এ দুইয়ের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সে পথ

ছাড়িয়া বিজ্ঞান ও আমাতে বিরোধ নাই অথচ বিরোধ কল্পনা করিয়া লোকদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন। বাহ্য প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি ঈশ্বরের হইল, অর্থাৎ সে গুলি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইল, তাহা হইলে অন্তরের প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পায় তাহাও ঈশ্বর হইতে, এবং উহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় একথা বলাতে ক্ষতি কি?

বুদ্ধি। থাম, থাম, প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পায় তাহা পাকতঃ ঈশ্বরের, এ কথা বলাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় আসিল কি প্রকারে? তোমার সিদ্ধান্তগুলির ভিতরে এত ঘোর পেচ থাকে যে, লোকে তাহার ভুল ধরিতে পারে না বলিয়া তুমি বাঁচিয়া যাও।

বিবেক। তুমি না বুঝিয়া হঠাৎ একটা বলিয়া ফেল এই তোমার দোষ। প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পায়, এ কথার ভিতরে একটা অন্ধকার প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া বিজ্ঞানবিদ্‌গণ লোকের চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলেন, তুমিও দেখিতেছি তাহাতে অন্ধ হইয়াছ। প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পায় তাহা কি? শক্তি? শক্তি বলিলে সব কি বলা হইল তুমি মনে কর? প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পাইবে তাহার মানব মানবীর সহিত কোন সম্বন্ধ আছে অথবা সম্বন্ধ নাই? যদি কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে তাহার আলোচনা বৃথা। যদি সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে যাহা প্রকাশ পায় তাহা মানব মানবীর জীবনের উপযোগী, ইহা তোমাকে অবশ্য মানিতে হইবে। যাহা তাহাদের জীবনের উপযোগী এবং যদনুসারে তাহাদিগকে চলিতে হইবে, তাহাকেই তাহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিতে হইবে। যাহা অন্তর ও বাহিরের প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়, তদনুসারে নরনারী আপনাদের জীবন নিয়মিত করিলে তাহাদের কল্যাণ হইবে একথা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্বীকার করেন। এ 'স্বীকারে' এই স্বীকার হয় যে, ঈশ্বরের এক কল্যাণাভিপ্রায় বিবিধরূপে প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে বিজ্ঞান তাহা বাহ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে, আমি তাহা অন্তরপ্রকৃতি সম্বন্ধে লোককে জ্ঞাপন করি। বল, আমি হঠাৎ কেমন সিদ্ধান্ত করিলাম, যে এ সিদ্ধান্তের অতি দৃঢ় ভিত্তি আছে?

বুদ্ধি। তুমি আমায় আজ নিরুত্তর করিলে, কিন্তু তোমার এত পেচাও কথা সাধারণ লোকে বুঝিবে কি প্রকারে, আমি কেবল ইহাই ভাবি।

সাকার ও নিরাকার।

বুদ্ধি। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ইহা লইয়া কতকাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। সাকার বস্তুমাত্র পরিবর্ত্তনের অধীন বিনাশশীল, এ যুক্তি অনেকের নিকটে প্রবল বলিয়া মনে হইলেও সে যুক্তির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কত জ্ঞানী ব্যক্তি সাকার অথচ নির্ব্বিকার ও নিত্য, এই বলিয়া সাকারবাদে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রহিয়াছেন। এমন কি কোন মধ্যপথ আছে, যাহা অবলম্বন করিলে এ দুই মতের সামঞ্জস্য হয়?

বিবেক। জানিও যত প্রকারের বিরোধ আছে বস্তুতত্ত্বাবধারণে ভ্রমবশতঃ উহা ঘটিয়াছে। যাঁহারা নিরাকারবাদী তাঁহারা সমুদায় বিশেষণবিবর্জ্জিত বুদ্ধি মনের অগোচর এক অচিন্ত্য পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাঁহারা সাকারবাদী তাঁহারা নিখিল বিশেষণবিশিষ্ট চিত্তগ্রাহ্য হৃদয়হারী পদার্থকে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইঁহারা এই সকল বিপরীত কথা লইয়া কত বিচার করিয়াছেন, বুদ্ধি, তাহা তোমার সকলই জানা আছে। কেন না সে সকল বিতর্ক তুমিই ইঁহাদের চিত্তে উত্থাপন করিয়াছ। কোন পদার্থ সম্পূর্ণ বিশেষণ-বিবর্জ্জিত হইতে পারে না, যদি হয় তৎসম্বন্ধে কেবল বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে না তাহা নহে, তৎসম্বন্ধে কোন কথা কখন মনে উঠিতেই পারে না। জগৎ দেখিয়া জগতের কারণের প্রতি দৃষ্টি স্বতঃ ধাবিত হয়, তৎপর সেই কারণসম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া তিনি কিছুরই কারণ নন, যদি কেহ ঈদৃশ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনি বস্তু নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কিছুই নির্দ্ধারণ করিলেন না, বৃথা বাগ্‌জাল মাত্র বিস্তার করিলেন, ঈদৃশ নিষ্ফল চিন্তায় সময়ক্ষেপ বৃথা। বাস্তবিক কথা এই, এমন চিন্তাশীল ব্যক্তি নাই যিনি কোন না কোন বিশেষণবিশিষ্ট না করিয়া কোন বস্তু চিন্তা করিতে পারেন। এরূপস্থলে বিশেষণ-বিবর্জ্জিত বলা একান্ত ভুল ইহাও তুমি বলিতে পার না। কেন না বস্তু ও বিশেষণ এ দুই যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে স্থূল পদার্থের ন্যায় ব্রহ্ম বিকারী হইলেন। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর, বিষয়টি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'রক্তবর্ণ ঘট' এস্থলে 'রক্তবর্ণ' ঘটের বিশেষণ। ঘটের সঙ্গে রক্তবর্ণ কিছু এক নহে, কেন না উহা নীল ও পীত নানা বর্ণযুক্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ বর্ণ কিছু বস্তুনিষ্ঠ নহে, উহা অন্যত্র হইতে সংক্রামিত। ব্রহ্ম যদি এরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হন তাহা

হইলে তিনি বিকারী হইলেন না তো আর কি হইলেন? কিন্তু এরূপ কোন বিশেষণযুক্ত না করিয়া ব্রহ্মকে যদি চিন্ময় বল তাহা হইলে এই বিশেষণটি বস্তু হইতে অভিন্ন একই সামগ্রী। ব্রহ্মও যাহা চিৎও তাহা, এরূপস্থলে চিন্ময় এ বিশেষণটিতে কোন বিকার ঘটিতেছে না। কেবল বিকার ঘটিতেছে না তাহা নহে, চিৎ আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়; চিৎ কি আমরা তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। কেবল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি তাহা নহে, চিৎ আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেও সমর্থ। তবে যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মকে বুদ্ধি মনের অগোচর বলিয়াছেন তাহা নিতান্ত অযুক্ত নহে। কে আর কবে সেই অনন্ত জ্ঞানকে নিঃশেষভাবে বুদ্ধি ও মনের বিষয় করিতে পারে?

বুদ্ধি। তুমি যে সকল কথা কহিলে এ আর তো কিছু নূতন নহে; সাকার ও নিরাকারের কথার কি হইল?

বিবেক। যাঁহারা নিরাকারবাদী তাঁহারাই সাকারবাদীদিগকে সাকারবাদে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিতে বাধ্য করিয়াছেন, অন্যথা তাঁহারাও নিরাকারবাদী, কদাপি সাকারবাদী নহেন। তাঁহারা ঈশ্বরে জ্ঞান প্রেম প্রভৃতি যে সকল স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার একটিও সাকার নহে, সকলই নিরাকার; অথচ যাহার কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই সাকার প্রাচীন নিরাকারবাদিগণের এই নির্ব্বন্ধ সাকারবাদে প্রশ্রয় দিয়াছে। নিরাকারবাদিগণ আত্মচৈতন্য অস্বীকার করিতে পারেন না, কারণ ইহা সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়। আত্মচৈতন্য জ্ঞানের বিষয় বলি[illegible] উহা কি সাকার? সকল প্রকারের মিথ্যা-সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া বিচার না করিলে এইরূপই ভ্রম ঘটিয়া থাকে। সাকার ও নিরাকারবাদিগণ বস্তুতত্ত্ব নির্দ্ধারণে মিথ্যা-সংস্কারবশতঃ যে ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছেন, সেই ভ্রান্তি অপসারিত হউক, দেখিবে উভয়ই একই কথা বলিয়াছেন, অথচ বিবাদ করিতেছেন।

দুর্ব্বল সবল হয়।

বুদ্ধি। সংসারে প্রতিনিয়ত এমন সকল ঘটনা ঘটিতেছে, যাহাতে আপনাকে কিছুতেই স্থির রাখিতে পারা যায় না, অধীরতা অসহিষ্ণুতা সহজে আসিয়া পড়ে। এরূপস্থলে তুমি যখন সর্ব্বাবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করিতে বল, অধীর হইলে অবিশ্বাসী বলিয়া ভর্ৎসনা কর, তখন তুমি কি জীবদিগকে কাষ্ঠ প্রস্তরের মত অচেতন হইতে বল না? স্বভাববিরোধী তোমার এ উপদেশ কি শ্রদ্ধেয়?

বিবেক। মানুষ দুর্ব্বল। অবস্থার বিপাকে পড়িলে সে চঞ্চল হইবে অস্থির হইবে, ইহা কি আর আমি জানি না? দুর্ব্বল মানুষের প্রতি যদি আমার সকরুণ দৃষ্টি না থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে কিছু বলিতাম না। আমি চাই মানুষ দুর্ব্বলতাপরিহার করিয়া সবল হয়। তৎসম্বন্ধে আমি যদি তাহাদিগকে পথ না দেখাই, তাহা হইলে কি আমার নিষ্ঠুরাচরন হয় না? রোগ দেখিয়া চিকিৎসক যদি উপেক্ষা করেন, রোগীর রোগবিমুক্তির উপায় করিয়া না দেন, তাহা হইলে তিনি কি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নহেন?

বুদ্ধি। মানুষ দুর্ব্বল, ইহাতো নূতন কথা নয়। দুর্ব্বল হইলেই রোগী হইবে ইহা কে বলিল? মানুষ যদি জন্ম হইতে দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে উহা তো তাহার স্বভাব হইল। তাহার স্বভাববিরোধী তোমার উপদেশে কি ফল হয়, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বিবেক। মানুষ জন্ম হইতে দুর্ব্বল, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেই আমার আর তাহাকে উপদেশ দেওয়ার অবকাশ থাকে না, এ কথা বলায় তোমার বুদ্ধিত্ব প্রকাশ পাইল না। দুর্ব্বলের সবল হইবার সামর্থ্য আছে, না সে চির দুর্ব্বলই থাকিবে, ইহাই দেখিবার বিষয়। মানুষের কথা দূরে, দুর্ব্বল জীবকে প্রবলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় দিয়া তবে তাহাকে পৃথিবীতে পাঠান হইয়াছে। মানুষ দুর্ব্বল হইয়া জন্মে বটে, কিন্তু তাহার সবল হইবার ক্ষমতাও অপরিমেয়। সেতো কেবল শরীর নয়, সে যে আত্মা। তাহার স্থিতি দুদিনের জন্য নয়, নিত্যকালের জন্য। এই সংগ্রামক্ষেত্র পৃথিবীতে তাহাকে এইজন্য পাঠান হইয়াছে যে, বিবিধ পরীক্ষার ভিতরে আমার অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক পরীক্ষা হইতে সে উত্তীর্ণ হইবে, এবং বল লাভ করিবে। যে সকল ঘটনা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলে সেই ঘটনাগুলি পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার মধ্যে স্থিরতা আমার কথার উপরে আশ্বস্ততা না থাকিলে কখন হয় না। সংগ্রামক্ষেত্রে যিনি নেতা তাঁহার কথার উপরে আস্থা না থাকিলে সৈন্যগণ শত্রুপরাজয় করিবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? দুর্ব্বল বলী হয়, ভীরু সাহসী হয় যদি নেতার উপরে আস্থা থাকে। আমার কথায় যাহারা ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকে না, অধীর হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে যে আমি অবিশ্বাসী বলিয়া ভৎর্সনা করি, তাহা তাহাদিগের কল্যাণেরই জন্য। আমার ভৎর্সনায় তাহাদের চৈতন্যোদয় হয়,

আর তাহারা অকল্যাণের পথে ধাবিত হইতে পারে না। চৈতন্যাস্তে যতই আমার অনুসরণ করে, ততই তাহাদের বল লাভ হয়।

দৃশ্য অদৃশ্যের রঙ্গভূমি।

বুদ্ধি। আমি দৃশ্যরাজ্য লইয়া আছি, তুমি অদৃশ্যরাজ্য লইয়া ব্যাপৃত। দৃশ্য জগৎ ও দৃশ্য মানবমানবী লইয়া পৃথিবীর লোক সকলের সর্ব্বদা কার্য্য। এরূপস্থলে তাহারা তোমায় অনাদর করিয়া আমায় আদর করিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক, কেন না প্রতিদিনের জীবননির্ব্বাহ করিতে দৃশ্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হয়। আমি যত চিন্তা করি, তত দেখিতে পাই তুমি বড়ই স্বভাবের বিরোধী।

বিবেক। তুমি অনেকবারতো আমায় স্বভাববিরোধী বলিলে, অথচ একবারও তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে না। এবারও কি মনে কর যে, আমি অদৃশ্যরাজ্যের সংবাদ দি বলিয়া আমায় তুমি স্বভাববিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে? দৃশ্য ও অদৃশ্য এ দুইয়ের বিচ্ছেদ স্থূলদর্শীর নিকটে, সূক্ষ্মদর্শিগণ দৃশ্যে অদৃশ্যকেই দর্শন করিয়া থাকেন। দৃশ্য যদি অদৃশ্যের রঙ্গভূমি না হইত, তাহা হইলে উহা একদিনও আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। দেহ যদি প্রাণহীন হয়, জগৎ যদি শক্তির ক্রিয়াবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে, বল, উহার দুটি পরমাণু একত্র সংযুক্ত থাকিতে পারে কি? পরমাণুই বা বলি কেন? পরমাণুর অস্তিত্বও শক্তি বিনা ভ্রান্তি। যাহারা অদৃশ্যরাজ্যের সংবাদ অনবগত, আমি যদি তাহাদিগকে সে রাজ্যের সংবাদ দি, তাহা হইলে অসত্য ও মিথ্যার কুহকজাল ছিন্ন করিয়া তাহারা যাহা সত্য নিত্যকাল স্থায়ী, তাহাকে নিত্য প্রত্যক্ষ করে এবং যথার্থ জ্ঞানালোক লাভ করিয়া ভ্রান্তিসম্ভূত ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়, বল ইহাতে আমি সে সকল ব্যক্তির আদরের পাত্র না অনাদরের পাত্র হইতে পারি। তাহারা আমায় আদর না করিলে আমার তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু তাহাদের ক্ষতি যথেষ্ট। তাহারা অন্ধ হইয়া দৃশ্যে বদ্ধ হয়, আর আপনাদের দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা আপনারা ডাকিয়া আনে। দৃশ্যে সুখশান্তি নাই, অদৃশ্যে সুখশান্তি, একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহা সকলেই বুঝিতে পারে।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি বিচারে পটু। এমন করিয়া কথা রচনা করিতে পার যে, তোমার কথা শুনিয়া মনে হয় তুমিই সব ঠিক বলিতেছ, আর আমি যাহা বলিতেছি, তাহার সারবত্তা কিছুই নাই। স্ত্রী পুত্র ধন জন এসকলই দৃশ্য,

ইহাদিগেতে কি লোকের সুখ হয় না? এসকল ছাড়া লোকে সুখতো ভাবিতেই পারে না।

বিবেক। তোমার স্থূলদৃষ্টি দেখিয়া আমি অবাক্। কতবার তোমায় বুঝাইলাম, তুমি কিছুতেই অতি সহজ কথা বুঝিতে চাও না। স্ত্রী পুত্র ধন জন এসকলের প্রতি কেহ অনুরক্ত নয়, অনুরক্ত উহাদিগের অদৃশ্যাংশের উপরে। প্রেম অদৃশ্য সামগ্রী, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত যদি প্রেমবিনিময় না থাকিত, তাহা হইলে কি তাহারা অনুরাগের বিষয় হইত? ধনের দ্বারা অদৃশ্য অবস্থাসমূহের আনুকূল্য হইবে এজন্য ধনের আদর। যদি দৃশ্য ধনের প্রতি অনুরাগ হইত, হস্তগত ধনাপেক্ষা যে ধন হস্তগত হয় নাই, তৎপ্রতি তৃষ্ণা কখন লোকের হইত না। যাহা হইতেছে, তাহাতে কেহই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, যাহা এখনও হয় নাই, তাহারই জন্য নরনারীর প্রাণের আবেগ, ইহা তুমি নিত্যপ্রত্যক্ষ করিতেছ। ইহা হইতে কি ইহাই সিদ্ধান্ত হয় না যে, দৃশ্যে তাহাদের মন পরিতোষ লাভ করে না, যাহা অদৃশ্য আছে তাহারই জন্য তাহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এ ব্যাপারগুলি এত প্রত্যক্ষ যে, বুদ্ধি, তোমার এসকল বিষয়ে ভ্রান্তি হয়, ইহাই আশ্চর্য্য। তুমি লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া অন্ধ করিয়া রাখিয়াছ, তাই তাহারা মনে করে দৃশ্যে তাহাদের সুখ, কিন্তু একবার অন্ধতা চলিয়া যাউক, তাহারা সহজে দেখিতে পাইবে, তাহাদের সুখ দৃশ্যে নয় অদৃশ্যে। সমুদায় অদৃশ্যের যিনি মূল, তাঁহাতে চিত্ত স্থাপন করিলে অদৃশ্য ও দৃশ্যের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, সেই মহান্ অদৃশ্যের রঙ্গভূমি এই জগৎ, এ জগৎ তাঁহারই মহিমার প্রভা, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। আমি সকল নরনারীকে সুখের রাজ্যে শান্তির রাজ্যে লইয়া যাইতে চাই, দেখিতেছি তুমিই তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছ।

মানুষ কি জন্মপাপী?

বুদ্ধি। তুমি সে দিন বলিলে মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। যদি সে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হয়, তবে তাহার সে দুর্ব্বলতা কোন কালে যাইবার নহে। কেহ কি কোন কালে স্বভাবের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিয়াছে? তুমিই তো বল স্বভাবের অনুবর্ত্তনই ধর্ম্ম। দুর্ব্বলতা যদি স্বভাব হয় তাহা হইলে তাহার অনুবর্ত্তন ধর্ম্ম, দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য যত্ন স্বভাববিরোধে যত্ন, অতএব অধর্ম্ম। এ যত্নে

কৃতার্থতা উপস্থিত না হইয়া বরং দিন দিন ক্লেশ দুঃখে রোগে নিপতিত হইবারই সম্ভাবনা। অনেক লোকে স্বভাবের বিরোধে কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কি দুর্দ্দশাগ্রস্তই না হইয়াছে, ধর্ম্ম করিতে গিয়া কি অধর্ম্মেই না ডুবিয়াছে!

বিবেক। মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, একথা দেখিতেছি তুমি বিপরীত অর্থে গ্রহণ করিয়াছ। দুর্ব্বল শব্দের অর্থ বলের অল্পতা, একেবারে বল নাই, ইহা কখন উহা বুঝায় না। একেবারে বল থাকে না তখন যখন মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে। মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল অর্থাৎ তাহার বল অল্প। অন্যত্র হইতে বলসঞ্চার না হইলে বলের অল্পতানিবন্ধন তাহাকে প্রবৃত্তিবাসনার অধীন হইয়া পাপে নিপতিত হইতে হয়। মানুষ অল্পশক্তি অল্পজ্ঞান ইহা যখন নিত্য প্রত্যক্ষ, তখন তাহাকে দুর্ব্বল ও অল্পজ্ঞান বলা কিছু দোষের কথা নহে। যদি সে জন্ম হইতে অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞান না হইত তাহা হইলে সে জীব হইত না, ঈশ্বরের সমকক্ষ হইত, তাহার আর শক্তিতে ও জ্ঞানেতে নিত্যকাল উন্নত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। আত্মা অল্পবল হইলেও সে আর এক দিকে সবল, কেন না যতটুকু বলাধিষ্ঠান থাকিলে প্রবৃত্তিবাসনার বিরোধে দণ্ডায়মান হওয়া যাইতে পারে, ততটুকু বল যখন তাহার আছে তখন সে সবল মধ্যে গণ্য। এই দেহ এক দিকে দুর্ব্বল আর এক দিকে সবল। দেহকে নিষ্পেষণ করিবার জন্য প্রকৃতি মধ্যে কত আয়োজন। প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করিলে দেহ যে দুর্ব্বল অর্থাৎ উহার বল অল্প, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু দেহে যতদিন এতটুকু বল থাকে যে, চতুর্দ্দিকের বিনাশকর সামগ্রীর প্রভাব তদ্দ্বারা উহা অতিক্রম করিতে পারে, ততদিন উহা দুর্ব্বল হইয়াও সবল। সবল দুর্ব্বল কোন্ অর্থে আমি ব্যবহার করি, যদি তুমি বুঝিতে, তোমার আমার কথায় সংশয় জন্মিত না।

বুদ্ধি। কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক মানুষ জন্মপাপী বলিয়া থাকে। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার উপরে দোষ পড়ে বলিয়া এ মত এখনকার অনেকে মানেন না, তোমার কথার মধ্যে সেই মতের গন্ধ পাওয়া যায় এজন্য আমি তোমায় আজ প্রশ্ন করিলাম। 'পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।' এ কথাটার সম্বন্ধে তুমি কি বল?

বিবেক। 'পাপোঽহং' আমি পাপ—একথা বলাতে কিছু ক্ষতি নাই, কেন

না পাপ করিতে করিতে মানুষ যখন পাপের সঙ্গে এক হইয়া যায়, তখন সে পাপের সঙ্গে অভিন্ন জন্য আপনাকে 'পাপ' বলিতে পারে। 'পাপকর্ম্মাহং' আমি পাপকর্ম্মা, একথা বলাতেও কোন দোষ নাই. কেন না যে ব্যক্তি পাপের দাস হইয়া গিয়াছে সে নিয়ত পাপকর্ম্মে রত। 'পাপাত্মা' পাপস্বভাব, এরূপ তখনই একজন বলিতে পারে, যখন পাপেতে তাহার স্বভাব পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। 'পাপসম্ভবঃ' এইটি বলিবার পক্ষে বাধা উপস্থিত হইতে পারে, কেন না মানুষ এ কথা বলিতে পারে না যে, তাহার পাপ হইতে জন্ম হইয়াছে। তবে নিরতিশয় সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় আত্মার জন্ম হয় না, জন্ম হয় দেহের। দেহমধ্যে পাপ না থাকিলেও পাপের সম্ভাবনা আছে, এই সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া কেহ আপনাকে 'পাপসম্ভব' যদি বলে, তাহাতে তত দোষ পড়ে না। তবে এখানে যতগুলি বিশেষণ আছে সবগুলির 'আমিকে' লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ হইয়াছে। ইহাতে আমি বা আত্মার জন্ম পাপ হইতে এই কথা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় বলিয়া এ বিশেষণটি সর্ব্বথা নির্দ্দোষ নহে। পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণ দেহের সহিত আত্মাকে অভিন্ন করিয়া এরূপ প্রয়োগ করিতেন, কেন না আত্মা অজ, ইহাতে তাঁহাদের মতদ্বৈধ ছিল না। জন্ম এ কথা থাকিলেই আত্মা নয় দেহ, তাঁহারা ইহা সহজে বুঝিতেন। শ্লোকটিতে সেই অর্থেই 'পাপসম্ভব' বলা হইয়াছে।

প্রেম।

বুদ্ধি। বিবেক তোমার বিরুদ্ধে আমার একটি গুরুতর অভিযোগ আছে। সে অভিযোগের তুমি কি উত্তর দিবে, আমি জানি না। তুমি জান, প্রেম শৃঙ্খল সহ্য করিতে পারে না; প্রেম চির উদ্দাম। তুমি প্রেমের পায় শৃঙ্খল পরাইয়া উহার অবাধগতি অবরুদ্ধ কর, ইহাতে প্রেমিকগণের তোমার প্রতি বিরাগ হওয়া কি স্বাভাবিক নহে?

বিবেক। প্রেম উচ্ছৃঙ্খল, এ কথাটা বলা তোমার ভাল হইল না, প্রেম যে নিজেই শৃঙ্খল। প্রেম দিতে যায় যে, সে ইচ্ছা করিয়া হাতে পায়ে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। প্রিয়পাত্রকে ছাড়িয়া প্রেমিকের এদিক ওদিক মন দেওয়ায় সামর্থ্য নাই, যদি দেয় তবে প্রেম আর থাকে না। আমার সঙ্গে তুমি প্রেমের বিরোধ-কল্পনা করিতেছ কেন? আমি আর প্রেম কি স্বতন্ত্র সামগ্রী। যেখানে শুদ্ধতা

নাই সেখানে প্রেম আছে, তুমি কি প্রকারে বিশ্বাস করিলে? প্রেম বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য, ইহাতে একটি কলঙ্কের রেখা নাই। প্রেমে যদি কলঙ্কের দাগ পড়ে, জানিও তাহার পূর্ব্বে প্রেম অন্তর্হিত হইয়াছে, প্রেমের ভাণমাত্র রহিয়া গিয়াছে। কোন প্রকার প্রবৃত্তিবাসনার প্ররোচনায় যে বাহিরে প্রীতি দেখায় প্রীতি তাহার ব্যবহারের প্রবর্ত্তক নয়, সেই প্রবৃত্তি ও বাসনা তাহার প্রবর্ত্তক। এখানে যে প্রেম নাই, অত্যল্পদিনের মধ্যে প্রীতির আস্পদের নিকট উহা প্রকাশ পাইবে সহস্র প্রকার বুদ্ধির জাল বিস্তার করিয়া উহা ঢাকিয়া রাখিবার উপায় নাই। বাহিরের আলাপ মিষ্টভাষণাদি দ্বারা অন্তরের অপ্রীতি ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা, কেন না প্রেম আছে কি প্রেম নাই, প্রেমপ্রবণহৃদয়ের নিকটে উহা অল্পকারণে প্রকাশ পায়। প্রেমের জন্য প্রথমে আকৃষ্ট হইয়া প্রেম না পাইয়া যে সামান্য বিষয়ের কুহকে ভুলিয়া মিথ্যা প্রেম দেখায়, সে অতি নীচ প্রকৃতি, কিন্তু জানিও প্রেম না পাইয়া তাহার হৃদয়ে আগুন জ্বলিতেছে, অথচ স্বার্থের অনুরোধে প্রীতিতে মুগ্ধের ন্যায় দেখাইতেছে, কি ভয়ানক পতনের অবস্থা! প্রেম প্রেম মুখে বলে অথচ আমার আদর করে না, জানিও সেখানে প্রেম নাই।

বুদ্ধি। তোমার সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া আমায় বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়। তুমি শক্ত কথা শুনাইলেও আমার আর শক্ত কথা শুনাইবার উপায় থাকে না, কেন না তুমি যে কথাগুলি বল তার উত্তর নাই। যাহা হউক, তোমার নিকটে নিরুত্তর হইয়া আমি সুখী বই দুঃখী নই।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন।

বুদ্ধি। দেখ, বিবেক, যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন করিতে যায়, তাহাদের আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত তাহাদের বিরোধী হয়। অন্য লোকে কুৎসা করে করুক, নিজের আত্মীয়েরাও তাহার নিন্দা করিতে ছাড়ে না। তাহাদের লইয়া লোকে কত গোলই করে। যে সকল ব্যক্তি গতানুগতিক ভাবে চলিতে থাকে, তাহাদের জীবনে কোন গোলই হয় না। এরূপস্থলে কি বলিতে হইবে না, যে নিশ্চিন্ত থাকিতে চায় তাহার গতানুগতিক ভাবে চলাই ভাল।

বিবেক। তুমি যে কোন সিদ্ধান্ত কর, তাহা একটি বিষয়ের উপর উপর দেখিয়া কর, ইহাতেই তোমার ভ্রম হয়। কখন কোন একটি বিষয়ের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া যতক্ষণ না তাহার ভিতরের দিক্‌টা ভাল করিয়া দেখিতে

পাও, ততক্ষণ কোন একটা সিদ্ধান্ত করিও না, কেন না এ সিদ্ধান্ত পরে ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন করিতে যান, পৃথিবী তাঁহাদিগের নিন্দা করে বা তাঁহাদিগকে লইয়া গণ্ডগোল করে, ইহা দেখিয়া কি মনে করিতেছ যে, ইঁহাদের জীবন দুঃখের, আর সাধারণ লোকদের জীবন সুখের ? সাধারণ লোকের দুঃখের কথা একবার যদি ভাবিয়া দেখ, তোমার শোকের পরিসীমা থাকিবে না। সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়সমূহ লইয়া তাহাদের জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা, এই ক্ষুদ্র বিষয়সমূহের মুহুর্মুহু অপচয় হইতেছে, আর তাহারা অধীর হইতেছে। কখন ক্রোধ, কখন দ্বেষ, কখন হিংসা, কখন নিরাশা, কখন বাসনানলের জ্বালা, এরূপ ক্লেশের কারণ প্রতিদিন তাহাদের জীবনে প্রকাশ পাইতেছে। এ সকল কি না সকল লোকেরই ঘটে, তাই কেহ তাহার সংবাদ লয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসরণকারী ব্যক্তিগণ এ সকল ক্লেশের অতীত ভূমিতে সর্ব্বদা স্থিতি করেন, তাঁহারা প্রশান্তভাবে জীবনযাপন করেন। সাধারণ লোকের জীবন হইতে তাঁহাদের জীবনের পার্থক্য ঈর্ষানল উদ্দীপিত করে। তাহারা যেমন সর্ব্বদা অস্থিরান্তঃকরণ সেইরূপ অস্থিরান্তঃকরণ করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদিগের উপরে তাহারা বিবিধ পরীক্ষা আনিয়া উপস্থিত করে। আত্মীয় স্বজনেরা ধনাদির আসক্তি দ্বারা পরিচালিত, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত ঈশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তনকারিগণের কিছুতেই একচিত্ততা হয় না, সুতরাং তাঁহারা ভাল বুঝিয়াও যাহা কিছু ইঁহাদের সম্বন্ধে করিতে যান, তাহাতেও ঘাতপ্রতিঘাত উপস্থিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ অন্তরে শান্তি ও আরাম অনুভব করেন, এ সকল নিন্দা ও আন্দোলনে তাঁহাদের কিছু ক্ষতি হয় না, অধিকন্তু ঈশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তন জন্য পরিণামে তাহাদেরই জয় হয়। দেখ তুমি যাহা ভাবিয়াছিলে তাহা ভুল কি না।

বুদ্ধি। আমার ভুল হইল তাহাতে দুঃখ নাই, প্রকৃত সত্য বোধগম্য হইলেই যথেষ্ট লাভ।

ভগবানের প্রতিক্রিয়া।

বুদ্ধি। এ অতি আশ্চর্য্য, যিনি অনন্তশক্তি তিনি স্বভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণে এত প্রতিক্রিয়া করেন যে, মনে হয় যেন তাঁহার ভালবাসার অল্পতা নয় শক্তির

অস্থিরতা। বিবেক তুমি ভগবানের এ গতিক্রিয়াসম্বন্ধে কি সদুত্তর দিতে পার, বলিলে সুখী হইতাম।

বিবেক। ভক্তের মনোবাঞ্ছা সাধারণ লোকের মনোবাঞ্ছার মতন নহে। তিনি এমন কোন বিষয়ে বাঞ্ছা করেন না যাহা নিত্যকালস্থায়ী নহে। যাহার ফল অল্পকালস্থায়ী তাহার সিদ্ধি অল্পদিনের মধ্যে হয়। দেখ সকল লোকেই অন্নপান কামনা করে, তাহারা প্রতিদিনই অন্নপান পাইতেছে। অন্নভোজনমাত্রে তৃপ্তি, কয়েকঘণ্টা মধ্যে তদ্দ্বারা দেহপুষ্টি। এ সম্বন্ধের অভিলাষপূরণে ঈশ্বর কখন গতিক্রিয়া করেন না, সর্ব্বত্রই ইহার তিনি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার দেহের পোষণসামগ্রী যেন পাইতে পারে, এজন্য ভ্রূণসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তনে তাহার আহারের আয়োজন তিনি করেন। কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, যে জীবের জীবন যত অল্পকালস্থায়ী সে জীবের দেহাদির পূর্ণতা তত অল্পকালমধ্যে হয়। মানুষের জীবন নিত্যকালস্থায়ী, এজন্য তাহার জীবনের গতি অতি আস্তে আস্তে হইয়া থাকে। এখানে যে মনে করিতেছ, ঈশ্বরের গতিক্রিয়াতে এরূপ হইতেছে, তাহা বলিতে পার না। যদি তাঁহাতে গতিক্রিয়াই থাকিবে তাহা হইলে স্থলবিশেষে অতি সত্বরতা কখনই দেখিতে পাইতে না। সাধারণ লোকের মনোবাঞ্ছা অতি সত্বর সম্পন্ন হয়, কেন না তাহাদের মনোবাঞ্ছা অস্থায়ী পার্থিব। ভক্তগণ অস্থায়ী বিষয় চাহেন না, তাঁহারা স্বর্গের নিত্যকালস্থায়ী বিষয় সকল চাহেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে তল্লাভের উপযুক্ত করিয়া লইতে অধিক সময় যায়।

বুদ্ধি। স্ত্রী পুত্র পরিবারাদির সহিত সম্বন্ধ কিছু নিত্যসম্বন্ধ নহে। ঈশ্বরের ভক্তগণও তো ঈদৃশ সম্বন্ধে সংসারে আবদ্ধ। দেখিতে পাওয়া যায় পরিজনবর্গে আবেষ্টিত হইয়া তাঁহারা বিবিধ প্রকারে ক্লেশ পান। অনেকস্থলে এমন হয় যে, ঈশ্বরের ভক্তগণ বাহিরের লোকের দ্বারা তত নিপীড়িত নন, যেমন স্বজনবর্গের দ্বারা। ঈশ্বরের এ কি প্রকারের ব্যবস্থা বলিতে পার?

বিবেক। ভক্ত এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই যদি ঈশ্বরানুরক্ত হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে স্বর্গধামের সুখ অবতরণ করে। বাহিরের দুঃখ দারিদ্র্য দ্বারা আবেষ্টিত হইলেও ভক্ত সপরিবারে চিরসুখী। যিনি ভক্ত তিনি ভক্তি-লাভের পূর্ব্বে গতানুগতিক প্রণালীতে সংসারে যে সকল সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন,

সে সকল সম্বন্ধ হইতে বিবিধ প্রকারের ক্লেশ উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব। কেন না এ সকল ব্যক্তি এখনও সাধারণশ্রেণীভুক্ত রহিয়াছে। ভক্ত হইয়া তিনি যে সকল নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে সকল সম্বন্ধ বহু প্রার্থনার ফল। স্থায়ী সম্বন্ধ বাঁধিতে গেলে যে সকল পরীক্ষা দ্বারা উহার মূল দৃঢ় হয়, সেগুলি সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য এক একটী সম্বন্ধের জন্য বহুদিন অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে হয়। পার্থিব অস্থায়ী সম্বন্ধের জন্য এরূপ অশ্রুজলের কোন প্রয়োজন নাই, কেন না উহা যখন দুদিনের জন্য, তখন অন্নপানের ন্যায় সহজসাধ্য। তুমি বলিবে, এখানেও তো ভগবানের ভক্তের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ প্রকাশ পাইতেছে? না, নিষ্ঠুরাচরণ প্রকাশ পাইতেছে না, নিরতিশয় করুণাই প্রকাশ পাইতেছে। যে সম্বন্ধ নিত্যকাল থাকিবে, সে সম্বন্ধের উপযুক্ত হইবার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। যদি উপযুক্ত না হইয়া কোন সম্বন্ধে নিবদ্ধ হওয়া যায়, তাহা অল্পদিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। এখন বোধ হয়, বুঝিতে পারিলে, ভগবানের ভক্তের প্রতি কোন নিষ্ঠুরতা নাই, নিত্যকালের বিষয়ের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্যই তাঁহার ঈদৃশ ব্যবহার।

ঈশ্বর ও দেবগণের প্রিয়।

বুদ্ধি। তোমার লোকেরা লোকের প্রিয় হইতে পারে না, দেখ আমার লোকেরা কেমন সকলের প্রিয়। সংসারে বাস করিয়া সকলের প্রিয় না হইতে পারিলে জীবনধারণ কি বৃথা নয়?

বিবেক। তোমার লোকেরা সকলের প্রিয় এ কথাটা তুমি কোন্ সাহসে বলিলে? বরং আমি তোমায় প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, তুমি যাহা বলিলে ঠিক তার বিপরীত। তোমার লোকদিগের সকলের প্রিয় হইবার জন্য যত্ন আছে, কিন্তু তাহারা সে বিষয়ে অল্পই কৃতকার্য্য হয়। প্রিয় হইতে গেলেই সকলের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। লোকের মন যোগাইতে গেলেই সত্যের অনুসরণ করা কঠিন, কেন না সত্যের তেজ সাধারণ লোকের পক্ষে অসহ্য। মিথ্যার আবরণে তাহার তীব্র তাপ আচ্ছাদন না করিলে তাহাদিগের নিকট প্রিয় হওয়া সুকঠিন। এইজন্য যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সকল লোকের প্রিয় হইতে যায়, তাহাদিগকে সত্যকে অসত্যাবরণে আবৃত করিতে হয়। লোকে যদিও সত্যের তেজ সহ্য

করিতে পারে না, তথাপি তাহাদের অসত্যবাদীর প্রতি ঘৃণা এবং সত্যবাদীর প্রতি সম্ভ্রম আছে। প্রিয়ভাষী অসত্যবাদীর সহিত তাহারা প্রিয়ালাপ করিতে পারে, কিন্তু যখন বিশ্বাস করা প্রয়োজন হয়, তখন তৎপ্রতি বিশ্বাস না করিয়া যিনি সত্যবাদী তাঁহার প্রতি তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, এই সকল ব্যক্তির যে প্রিয়ত্ব, উহা বাহ্যিক, ভদ্রতাবরণে আবৃত, উহার ভিতরে সারবত্তা কিছুই নাই। বস্তুতঃ যিনি সকল সময়ে বিশ্বাসের পাত্র, তিনিই লোকদিগের প্রিয়। ইঁহার প্রতি লোকদিগের প্রীতি সম্ভ্রমপ্রীতি, ইঁহার ব্যবহারকালে তাহারা অসঙ্কোচ ব্যবহার করিতে পারে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি যুগপৎ একত্র স্থিতি করে। তুমি কোন বিষয় ভাল করিয়া তলাইয়া দেখ না, এই তোমার মহাদোষ। আমি চিরদিন বলিয়া আসিয়াছি, কোন একটি বিষয়ের উপরে উপরে না দেখিয়া তাহার নিম্নে কি আছে দেখিও, তাহা হইলে তোমার এ সকল বিষয়ে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিবে না। দৃশ্যতঃ যাহা দেখা যায়, তাহা অনেক সময়ে ঠিক নয়, যাহা অদৃশ্য তাহা সকল সময়ে ঠিক।

বুদ্ধি। যদি যথার্থ প্রিয়ত্ব তোমার লোকেরই হইল অথচ বাহিরে ঠিক যেন কাহারও তিনি প্রিয় নন এইরূপ দেখায়, তাহা হইলে এরূপস্থলে এমন কি কোন ব্যবহার নাই, যে ব্যবহারে বাহিরেও তিনি সকলের প্রিয় হইতে পারেন।

বিবেক। আমার লোকেরা লোকের প্রিয় হইবেন, এ আকাঙ্ক্ষা মনে রাখেন না। তাঁহারা নিয়ত এরূপ ব্যবহার করিতে যত্নশীল, যাহাতে তাঁহারা ঈশ্বর ও দেবতাগণের প্রিয় হইতে পারেন। তাঁহারা জানেন, যদি তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে লোকের প্রিয় হইতে যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বর ও দেবগণের প্রিয় হইতে পারেন না, কেন না এ সকল লোক আচরণে ঈশ্বর ও দেবতাগণের বিরোধী। তবে তাঁহারা ইহা জানেন, ঈশ্বর ও দেবগণের প্রিয় হইতে পারিলে তাঁহারা সকল লোকেরই প্রিয় হইবেন, কেন না লোকেরা যত কেন মন্দ হউক না, তাহারা দেবপ্রকৃতির প্রতি একেবারে অন্ধ হইতে পারে না, কারণ তাহাদিগের আত্মা দেবপ্রকৃতিতে গঠিত। আমার লোকদিগের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যত্ন ঈশ্বর ও দেবগণের প্রিয় হইবার জন্য, সকল লোকের প্রিয় হওয়া তাঁহাদিগের মুখ্য যত্নের বিষয় নহে।

প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে।

বুদ্ধি। তোমার লোকেরা কাহারও প্রিয় হইবার জন্য প্রয়াস পান না, কেবল ঈশ্বরের প্রিয় হইবার জন্য যত্ন করেন, ইহা ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহাদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রীতিবন্ধনে তাঁহারা নিবদ্ধ রহিয়াছেন, কোন প্রকার আচরণে যদি তাঁহাদিগের মনে কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এ প্রকারে কষ্ট দেওয়া কি স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য নহে? যাহা স্বভাববিরুদ্ধ তাহা তোমার মতে ধর্ম্মসঙ্গত নয়, ইহা তুমি অনেকবার বলিয়াছ। বল এস্থলে ধর্ম্মরক্ষা পায় কি প্রকারে?

বিবেক। নরনারী সর্ব্বজ্ঞ নহে, সুতরাং একজন আর একজনের প্রতি নিতান্ত প্রীতিবন্ধনে বদ্ধ হইলেও সকল বিষয়ে পরস্পরকে চিনিবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। পরস্পরকে সকল বিষয়ে না চিনিতে পারার জন্য সময়ে সময়ে যে কষ্ট উপস্থিত হইবে, সে কষ্টে অপরিচিত বিষয়ের পরিচয় হয়। এরূপ পরিচয়ে যখন দেখিতে পাওয়া যায়, প্রীতিপাত্রের চরিত্রের ভিতরে যাহা লুক্কায়িত ছিল তাহা প্রকাশ পাইল, তখন পূর্ব্বের কষ্ট চলিয়া গিয়া তদপেক্ষা সমধিক সুখোদয় হয়। 'প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে' এ কথার অর্থ কি, তুমি কি বুঝিয়াছ? যেখানে প্রীতি নাই, অথচ প্রীতির আভাসমাত্র আছে, সেখানে কোন বিষয়ে অমিল উপস্থিত হইলে, সে অমিলের কষ্ট দীর্ঘকাল উভয়ে বহন করিতে পারে না, সুতরাং দীর্ঘকাল কষ্ট বহন করিলে চরিত্রের যে নিগূঢ় তত্ত্বসকল প্রকাশ পায় এবং চরমে চরিত্রপরিচয়ে নিরতিশয় সুখ সমুপস্থিত হয়, তাহা তাহাদিগের সম্বন্ধে কখন সম্ভবে না। প্রীতি স্থাপন করিলে সঙ্গে সঙ্গে কষ্টবহন স্বীকার করিয়া লইতে হয়, ইহার অর্থ কি, এখন কি বুঝিতে পারিলে? প্রীতিজনিত আনন্দে গভীর চিন্তা উদ্রেক করে না, জীবন অবাধে সুখের স্রোতে ভাসিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে বাধা প্রাপ্ত না হইলে বাধা ও কষ্টের কারণান্বেষণে চিত্তের প্রবৃত্তি হয় না। পরস্পরের চরিত্রের ভিতরে এমন কিছু নিগূঢ় বিষয় আছে যাহার জন্য সময়ে সময়ে বাধা ও কষ্ট উপস্থিত হয়। এই নিগূঢ় বিষয় পূর্ব্বে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। এমনও অনেক সময়ে হয় যে, জীবনের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের ভিতরে নূতন নূতন বিষয়ের সমাবেশ হয়। তাহাতে পূর্ব্বে যে সর্ব্ববিষয়ে মিলন

ছিল, সে মিলনের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং প্রীতিপাত্রদ্বয়ের মধ্যে নবীন অমিলনের কারণ কষ্ট সমুপস্থিত করে। এই কষ্ট সেই কারণের প্রতি নিপুণভাবে দৃষ্টি স্থাপনের জন্য নিয়োগ করে। প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়াছে, কেন না উহা প্রাণ, মন ও হৃদয়ের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অমিলকে মিলে পরিণত করিতে হইবে, সুতরাং যতক্ষণ না অমিলের কারণ বাহির করিয়া তাহার সহিত প্রীতিপাত্রদ্বয় সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারে, ততক্ষণ প্রার্থনা চিন্তা অনুধ্যান হইতে তাহারা কিছুতেই নিবৃত্ত থাকিতে পারে না। ক্রমিক প্রার্থনা, চিন্তা ও ধ্যানে অমিলের নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির হয়, এবং তন্মধ্যে চরিত্রের উচ্চতম ভাবের যে ক্রিয়া আছে, জানিতে পারিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায়। 'প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে' যে প্রীতির মধ্যে এ ভাব নাই, জানিও সে প্রীতি স্বর্গীয় প্রীতি নহে পার্থিব। এ প্রীতি পরীক্ষার আঘাত কখন বহন করিতে পারে না। যে প্রীতি কোন কারণে ভঙ্গ হয় না, কষ্টে বিপদে পরীক্ষায় কেবলই বৰ্দ্ধিত হয়, সে প্রীতি কেবল ইহকালস্থায়ী তাহা নহে, পরকালেও তাহার গতি অপ্রতিহত। যাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় প্রীতি আছে, তাঁহারা সত্য জ্ঞান পুণ্যের অনুসরণে কোন কারণে নিবৃত্ত হন না, এরূপ অনুসরণে মধ্যে মধ্যে পরস্পরমধ্যে না বোঝার জন্য যে ক্লেশ উপস্থিত হয়, সে ক্লেশ চরমে প্রীতি ও আনন্দ বৰ্দ্ধিত করিয়া দেয়, ইহা তাঁহারা জানেন বলিয়াই উদার ও সরল ব্যবহারে কখন তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। 'প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে' ইহা তাঁহারা স্বজীবনে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা ভীত হইবেন কেন? প্রীতি-নিবন্ধনে বদ্ধ ব্যক্তিগণ কষ্টকে ভয় করেন না, অনীতি ও অধর্ম্মকে ভয় করেন, ইহা যদি তুমি জানিতে, তাহা হইলে তুমি ও প্রকার প্রশ্ন আমায় কখন করিতে না।

বুদ্ধি। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, প্রেমপাত্রের সহিত কোন বিষয়ে অনৈক্য উপস্থিত হইলে, 'প্রেম দীর্ঘকাল সহ্য করে' এই নিয়মে স্থিরতা সহকারে অনৈক্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রীতি ও সম্ভ্রমবর্দ্ধক ভাবই নিরন্তর প্রকাশ পাইবে। এরূপ তুমি কিরূপে বলিতেছ? এমনও তো হইতে পারে যে, অনু-সন্ধানে এমন কিছু চরিত্রের ভিতর হইতে বাহির হইতে পারে যাহাতে প্রীতি ও

সম্ভ্রম বৃদ্ধি না হইয়া অপ্রীতি ও অসম্ভ্রমই উপস্থিত হয়। এস্থলে 'প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে' এ নিয়মের সার্থকতা কি ?

বিবেক। 'প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে' ইহার কতদূর বিস্তৃতি, তুমি বুঝিতে পার নাই বলিয়াই এরূপ প্রশ্ন করিলে। যদি ইহার বিস্তৃতি বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার প্রশ্ন করাই অসম্ভব হইত। 'দীর্ঘকাল' অবশ্য অনন্তকাল নয়, কিন্তু ইহার দীর্ঘতার পরিমাণ মানববুদ্ধির অগোচর, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ভাল মন্দ উভয় সম্বন্ধেই প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করিবে, ইহাই নিয়ম। যদি প্রীতিপাত্রের মন্দ কিছু দেখিয়া প্রীতি অন্তর্হিত হয়, জানিও সে প্রীতি যথার্থ প্রীতি নয়। মানুষ ভাল ও মন্দ উভয়বিমিশ্র। ভাল নিত্যকাল স্থায়ী, মন্দ অস্থায়ী। যাহা অস্থায়ী তাহাকে স্থায়ীর ন্যায় মনে করিয়া প্রীতিপাত্রকে প্রীতি হইতে বঞ্চিত করিবে, এই দেখায় যে, যে ব্যক্তি প্রীতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে তাহার মিথ্যাদৃষ্টি এখনও যায় নাই, অসত্যেতে বদ্ধ। সে ব্যক্তি দীর্ঘকাল সহ্য করিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায় ? যে প্রীতি সত্যদৃষ্টি অর্পণ করে না, সে প্রীতি প্রীতি নহে, উহা পার্থিব মায়ামাত্র। যাহা কিছু দোষ দুর্ব্বলতা, তৎপ্রতি দৃষ্টি স্থির না করিয়া প্রীতিপাত্রের মধ্যে যে সকল স্থায়ী ভাব আছে প্রীতিমান্ ব্যক্তি তৎপ্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখে, এজন্যই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি চরিত্রের ভিতরকার ভাল ভাব অধিকার করিয়া প্রীতিকারী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রীতিপাত্রের প্রতি প্রীতিমান্ ও সম্ভ্রমশালী হয়। অস্থায়ী দোষ দুর্ব্বলতাকে ক্ষমার নয়নে যে ব্যক্তি দেখিতে পারে না, তাহাতে প্রীতি কোথায় ?

বুদ্ধি। তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলে তাহাতে যেন প্রীতিপাত্রের মধ্যে মন্দ কিছুই নাই, সবই ভাল, এইরূপ বুঝায় বলিয়া তোমায় আমি ওরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আচ্ছা বল দেখি, দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়াও না দেখা বা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা, ইহা কি প্রীতির বিপরীত ব্যবহার নহে ? রোগ দেখিয়া যে চক্ষু মুদিয়া থাকে, কিছু করে না, তাহাতে কি বাস্তবিক প্রীতি আছে ?

বিবেক। আমি যাহা বলিলাম, তুমি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলে না, তাই ওরূপ বলিলে। আমি বলিলাম প্রীতিমান্ ব্যক্তি দোষ দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখে না, সে সকলকে সে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, ইহার অর্থ এই যে, দোষদর্শী চক্ষু দোষ দেখিতে দেখিতে প্রথমতঃ বীতরাগ তৎপর ঘৃণায় পূর্ণ হয়। প্রীতিমান্

বিবেক। বয়স্কত্ব হইবে না ইহা তুমি কি প্রকারে বুঝিলে? বৃদ্ধেরা প্রাপ্ত-বয়স্ককে কোন বিষয়ে বালকের মত গ্রহণ করে না। যখন কোন ব্যক্তি বালক ছিল, তখন তাহার মতামতের উপর নির্ভর না করিয়া ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আপনারা যাহা ভাল বুঝিত. তাহার সম্বন্ধে তাহাই করিত। এখন কোন একটি মীমাংসিতব্য বিষয় উপস্থিত হইলে, অন্য দশজনের মধ্যে তাহারও মত গৃহীত হয়। বয়সে ঈশ্বরপ্রদত্ত যে অধিকার সে পাইয়াছে, ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যদি তাহার সম্মান না করে তাহা হইলে তাহারা তজ্জন্য অপরাধগ্রস্ত হয়, এবং ঐশ্বরিক নিয়মে তাহাদিগের ভার চলিয়া যায়। ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার পাইয়াও যে ব্যক্তি অন্তরের প্রেরণা অনুসরণ না করিয়া বালকের ন্যায় অবোধের ন্যায় অন্তরের প্রেরণার বিরোধে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অনুরোধে কোন কার্য্য করে, তাহাদের সঙ্গে অন্তরের প্রেরণার মিলন সাধন করিয়া লইয়া সর্ব্বপ্রকার বিরোধের দ্বার অবরুদ্ধ করিতে যত্ন না করে. সে ব্যক্তিও কখন নিরপরাধী হইতে পারে না। কর্ত্তব্য এই যে, ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অবমাননা করিব না, এসম্বন্ধে দৃঢ় পণ রাখিয়া আপনার ভিতরে ঈশ্বরের যে প্রেরণা উপস্থিত তাহাদিগকে সে সেই প্রেরণাধীন করিয়া লইবে। বিশ্বাসী ব্যক্তিকে, জানিও, ঈশ্বর স্বয়ং এ বিষয়ে সাহায্য করেন; তবে এস্থলে বড়ই ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন।

সঙ্গদোষগুণ।

বুদ্ধি। সঙ্গের দোষগুণ সহজে সংক্রামিত হয় সকলেই বলে। এ সংসারে থাকিতে গেলে কত প্রকার লোকের সঙ্গ করিতে হয়, কৈ সে সঙ্গজন্য দোষগুণ কি কোথাও সংক্রামিত হইতে দেখিয়াছ? আমার মনে হয়, দুএকটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া লোকে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছে। দুএকটি ব্যতিক্রম দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা কি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত?

বিবেক। সংসারে থাকিতে গেলে অনেক লোকের সহিত সঙ্গ করিতে হয়, তাহাতে দোষগুণ সংক্রামিত হয় না, ইহা দেখিয়া সঙ্গে দোষগুণ সংক্রামিত হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত করাতে তোমার অনবধানতা প্রকাশ পাইতেছে। কাজ, কর্ম্মে বা অন্য উপলক্ষে ক্ষণিক সঙ্গ জীবনের উপরে কার্য্য করিতে না পারে, কিন্তু যাহাদের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ আছে, হৃদয়ের

টান আছে, সেখানে দোষগুণ সংক্রামিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য্য। বন্ধুতা, অনুরাগ, হৃদয়ের টান দোষগুণ সংক্রামিত হইবার কারণ ইহা যখন স্থির সিদ্ধান্ত, তখন অসৎ অসাধু ব্যক্তিদিগের সহিত যদি বন্ধুতাদি না থাকে, কেবল সময়ে সময়ে কর্ত্তব্যোপলক্ষে সাক্ষাৎ করিতে হয়, এবং তাহাদের অসাধুতার উপরে ঘৃণা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দোষ সংক্রামিত হইতে পারে না। তেমনি আবার সাধুগণের সঙ্গে যাহারা সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করে, অথচ তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুতা নিবন্ধ করে না, তাহাদিগেতে কখন সাধুগুণ সংক্রামিত হয় না।

বুদ্ধি। থাম, থাম, সাধুগণের সঙ্গে সময়ে সময়ে আসিয়া কার্য্যোপলক্ষে কেন, ২৪ ঘণ্টা একত্র যাহারা বাস করে, তাহাদের অসাধুতা দুর্দ্দান্ততা দিন দিন বাড়ে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই দৃষ্টান্তই বলিয়া দিতেছে সঙ্গগুণ দৈবাৎ সংক্রামিত হয়।

বিবেক। আমি বলিয়াছি বন্ধুতা, অনুরাগ, হৃদয়ের টান যেখানে আছে, সেখানে গুণ সংক্রামিত হয়। সাধুর সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা বাস করিলে কি হইবে? তুমি কি বলিতে পার তাহাদের সাধুগণের প্রতি বন্ধুতা অনুরাগ বা হৃদয়ের টান ছিল? যদি থাকিত, তাহারা নিশ্চয় সাধু হইয়া যাইত।

বুদ্ধি। হাঁ গা, দৈত্যকুলে কি প্রহ্লাদ হয় না?

বিবেক। এক প্রহ্লাদই সাধু হইয়াছিলেন। বলিতে পার দৈত্যকুলে আর কয়জন সাধু হইয়াছিল? যদি বল, বলি একজন ভক্ত ছিলেন, তাঁহারও সাধুত্ব প্রহ্লাদের সাধুতাসংস্পর্শে। দৈত্যত্ব দীর্ঘকালব্যাপী হইলেও নিত্যকালব্যাপী নয়, ইঁহাদের জীবন ইহাই দেখায়। নিত্যকালের কথা দূরে রাখিয়া দীর্ঘকালের কথাই আলোচ্য বিষয়। এজন্যই বলিতেছি, কোন এক বংশে যদি পাঁচটি ভাই থাকে, তাহাদের মধ্যে বড় তিনটি ঘোর পাপাচারী, তাহা হইলে আর দুটি তাহাদের দৃষ্টান্তে যে কি হইবে, ভিতরে ভিতরে কি হইয়াছে, সময়ে প্রলোভন আসিলে কি হইয়া পড়িবে, তাহার কি স্থিরতা আছে? সকল লোকেই অবশিষ্ট দুইটিকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে, কি জানি বা কবে কি হইয়া উঠে এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে। এরূপ আশঙ্কা কি মূলশূন্য না নিন্দনীয়? জানিও, এরূপ আশঙ্কা না থাকাই বিপদের কারণ।

বুদ্ধি। আচ্ছা, জনসমাজে সঙ্গদোষ: পরিহার এবং সঙ্গের গুণ লাভের জন্য কিরূপে অবস্থান করা সমুচিত?

বিবেক। জনসমাজে থাকিলে অনেক লোকের সঙ্গ দুর্নিবার। এই সকল সঙ্গমধ্যে দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিহার করা সমুচিত। যদি পরিহার অসম্ভব হয়, তাহা হইলে দুর্জ্জনতার প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা পোষণ করিয়া সঙ্গ করিতে হইবে। সাধুগণের সঙ্গ সর্ব্বদা অন্বেষণ করিবে। সাধুসঙ্গ ঘটিবার উপায় ভগবান্ উপস্থিত করিলেন, অথচ যদি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাদির প্রলোভনে সাধারণ জনগণের সঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত থাক, তাহা হইলে তুমি আত্মঘাতী হইলে। ইহা কি মনুষ্যের পরম সৌভাগ্য নয় যে, ঈশ্বর তাহাকে এ সংসারে সাধুজনের সঙ্গ মিলাইয়া দিলেন? আর সমুদায় অভিলাষ ও লাভালাভ দূরে পরিহার করিয়া ঈদৃশ সঙ্গ আশ্রয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বুদ্ধি। যাঁহারা উচ্চব্রতধারী তাঁহাদের নিয়ত সাধুসঙ্গ করা শোভা পায়। যাহারা সংসারী তাহাদের পক্ষে নিয়ত সাধুসঙ্গে কি প্রয়োজন?

বিবেক। তুমি কি মনে কর, সংসারীদের ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে নিস্প্রয়োজন? তাহাদের পক্ষেই তো সাধুসঙ্গ আরও প্রয়োজন। যদি কোন এক সংসারে একটী নারী অথবা নর ঈশ্বরপরায়ণ ও ধ্যানযোগাদিতে অনুরক্ত থাকেন, সে কুলের পুত্রকন্যাগণ, এমন কি দাসদাসীগণ পর্য্যন্ত, সুশীল ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, ইহা কি তুমি দেখ নাই?

বুদ্ধি। এ দৃষ্টান্ত তো আমার চক্ষের সম্মুখে আছে।

বিবেক। যদি এ দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে থাকে, তাহা হইলে কোন গৃহের জ্যেষ্ঠগণ যদি দুরাচারী হয় সে গৃহের কি দুর্দ্দশা হয় তাহা কি দেখ নাই?

বুদ্ধি। হাঁ, দেখিয়াছি এবং সেরূপ দুর্দ্দশার দৃষ্টান্তও চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে।

বিবেক। তবে কেন ভোগাসক্তগণের অপমানবাক্য, নিন্দা, এমন কি আপনার সকল ক্ষতি বহন করিয়া সাধুসঙ্গ আশ্রয় করিবার পক্ষে তোমার প্রবৃত্তি নাই? সাধুসঙ্গ বিনা কি সংসারী জনের অন্য উপায় আছে? এ উপায় পরিত্যাগ করা আত্মঘাত, ইহা তো আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোথাও গেলে কুসঙ্গ ঘটিবে, ইহা যদি জানিতে পাও, সেখানে প্রাণান্তেও পদার্পণ করিও না।

কিন্তু যদি শোন অমুক স্থানে গেলে সাধুসঙ্গ হইবে; কোন বাধা না মানিয়া সেখানে গমন করিও, নিশ্চয় তোমার কল্যাণ হইবে। কোথায় ভয়ের স্থান, কোথায় অভয়ের স্থান তোমায় বলিলাম, মানা না মানার দায়িত্ব তোমার উপরে।

দৈত্য ও সাধু।

বুদ্ধি। দেখ বিবেক, এতদিন তুমি যে সকল কথা আমায় বলিয়াছিলে, সে সকলেতে আমার বিলক্ষণ সায় ছিল, এক দিনের জন্যও তোমার সঙ্গে আমার ভিন্ন মত হয় নাই। গতবারে তুমি যে সকল কথা বলিয়াছ, তাহাতে আমার মন একটুও সায় দেয় নাই, কেবল গ্রহণ করিতে পারি নাই তাহা নহে, তোমার ও আমার মধ্যে যেন একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আমি জানি তুমি আমায় প্রাণের সহিত ভালবাস, এবং তুমি ও আমি এক হইয়া যাই, ইহা তোমার সুদৃঢ় অভিলাষ। যদি আমি ইহা না জানিতাম, তাহা হইলে গতবারের কথায় আমার মন যে প্রকার হইয়া গিয়াছে, আর তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিতেই আসিতাম না। আমাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটে এজন্য তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমি কৌতুকচ্ছলে দৈত্যকুল বলিলাম, আর তুমি সেইটিকে সত্য বস্তুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে এত কথা বলিলে কেন? তুমি দৈত্যকুল বল কাহাকে? দৈত্য অতি ঘৃণাসূচক কথা। ঐ কথা তুমি সত্যবৎ ব্যবহার করিয়াছ বলিয়া আমার মনে বড়ই তোমার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে।

বিবেক। বুদ্ধি, তুমি মনের ভিতর বিতৃষ্ণা পোষণ না করিয়া যে আমায় মনের কথা বলিলে, ইহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। গতবর্ষে প্রথমে যে দিন প্রকাশ্যে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়, সে দিন তুমি আপনি বলিয়াছ 'তুমি ও আমি একবংশজাত।' তুমি ও আমি যে এক বংশজাত, নামে ভিন্ন বস্তুতঃ এক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তুমি কি মনে কর, আমি তোমার সঙ্গে কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটাইব? জানিও মিল করিয়া লইবই লইব। তুমি শুধু বুদ্ধি নও ধর্ম্মবুদ্ধি; ধর্ম্মবুদ্ধি ও আমি কি ভিন্ন? তুমি আর কিছু চাও না ধর্ম্ম চাও, এই এক কথাই তোমার সঙ্গে আমার চিরমিলন রক্ষা করিবে। সে কথা যাউক, দৈত্য এই শব্দ ব্যবহার করাতে তোমার কষ্ট হইয়াছে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিবে, দৈত্য ও দেবতা সংজ্ঞা কেবল কতকগুলি গুণ লইয়া। শম, দম, ঈশ্বরপরায়ণতা প্রভৃতি দেবগুণ, এ সকল যাঁহাদিগেতে থাকে, তাঁহারা

দেবতা। ইন্দ্রিয়াসক্তি, ক্রোধ, দ্বেষ হিংসাদি আসুর গুণ, এই সকল যাহাদিগেতে থাকে তাহারা দৈত্য। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই দেবতা ও দৈত্য স্থিতি করিতেছে। দৈত্যকে পরাজয় করিয়া দেবতার আধিপত্য স্থাপন করিতে হইবে ইহার অর্থ এই যে ইন্দ্রিয়াসক্তি ক্রোধ দ্বেষাদি নির্জ্জিত করিয়া শম, দম, ঈশ্বর-পরায়ণতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইতে হইবে। যে সকল ব্যক্তিতে কেবলই ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাহারা ও তাহাদিগের সংস্রবের ব্যক্তিগণ সংশয়াস্পদ, একথা শুনা কি তোমার চিত্তের পক্ষে উদ্বেগকর? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে আর সে দিন যাহা তোমায় বলিয়াছিলাম, তাহাতে তোমার এত বিরক্ত হইবার কারণ কি? আমি যদি তোমায় সাবধান না করি তাহা হইলে কি আমার কর্ত্তব্যতার হানি হয় না? আমি যাহা বলি, তাহা যদি অজ্ঞানতাবশতঃ কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত স্থলে নিয়োগ করে তাহা হইলে বল তাহাতে আমার অপরাধ কি? জানিও, আমি কেবল তোমায় সত্য বলিয়া যাই, নিয়োগ প্রয়োগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। বুদ্ধিভেদে উহা ভিন্ন হইবেই।

বুদ্ধি। কি ভাবে দৈত্যশব্দ ব্যবহার করিয়াছ বুঝিলাম। তুমি সে দিন সাধু শব্দ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে আমার মনে সন্দেহ হইয়াছে, তুমি কতকগুলি লোককে নিষ্পাপ মনে কর। মানুষ কি নিষ্পাপ হইতে পারে? সাধুসঙ্গের অত গুণকীর্ত্তনও আমার ভাল লাগে নাই, কেন না তাহার মধ্যে কোন অভিসন্ধি আছে মনে হইয়াছে।

বিবেক। সাধুশব্দে নিষ্পাপ, এ অর্থ তুমি বুঝিলে কি প্রকারে? সাধু ও সাধক এই দুই যে প্রতিশব্দ। শাস্ত্রকারেরা এজন্যই যে ব্যক্তি অনন্যমনে ঈশ্বরের ভজনা করে তাহাকেই সাধু বলেন। সাধু নিষ্পাপ শাস্ত্রে একথা নাই, এই আছে যে,—অনন্যমনে ভজনশীল ব্যক্তি দুরাচার হইলেও সে ভাল পথ ধরিয়াছে বলিয়া তাহার সাধুত্ব, কেন না সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইবে। সাধুসঙ্গের অত গুণকীর্ত্তন তোমার ভাল লাগে নাই, ইহাতে আমি দুঃখিত হইলাম। সকল ব্যক্তিরই আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সঙ্গে সঙ্গ হওয়াই শ্রেয়স্কর। অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সঙ্গ হইলে নিজের গর্ব্ব বাড়ে এবং সঙ্গগুণে হীনতা উপস্থিত হয়, ইহা কি তুমি দেখ নাই?

সূক্ষ্ম পাপেও সাবধানতা।

বুদ্ধি। আমি নারীজাতি; তুমি মনের ভিতরে অন্ত কথা রাখিয়া কোন কথা বলিলে, আমি ঠিক তাহার ভাব পরিগ্রহ করিব, তাহা কি সম্ভব? যাউক একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঈশা এ কথা কেন বলিয়াছেন "সামান্ত বিষয়ে যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত সে মহৎ বিষয়েতেও বিশ্বস্ত, এবং যে ব্যক্তি সামান্ত বিষয়ে অন্যায়াচারী, সে ব্যক্তি মহৎ বিষয়েও অন্যায়াচারী?"

বিবেক। তুমি যখন আপনাকে নারী বলিয়া স্বীকার করিলে তখন একটী তোমার জানা আখ্যায়িকায় এরূপ বলার কারণ বলিতেছি। কোন একটী বৃদ্ধার একটি ভগিনীপুত্র ছিল। সে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময়ে কোন দিন কাহারও একখানি কাগজ, কোন দিন একটি কলম, কোন দিন একটি পেন্‌সিল বাড়িতে লইয়া আসিত। সামান্ত তুচ্ছ বস্তু আনে বলিয়া বৃদ্ধা তাহাকে একদিনও এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেয় নাই বা ভৎর্সনা করে নাই। সময়ে এই বালকটি চোর হইল, চরিত্র মন্দ হইয়া গেল, একটি এমন অপরাধ করিল যে, সে অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। যখন সে ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিবে, তখন তাহার বৃদ্ধা মাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। বৃদ্ধা নিকটেই দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল, তখনই তাহাকে রাজ-পুরুষগণ যুবকের নিকটে উপস্থিত করিল। যুবক তাহার কর্ণে কর্ণে কিছু কহিবে এই ছল করিয়া বৃদ্ধার কর্ণের নিকটে মুখ লইয়া গেল। কথা কহা দূরে থাকুক সে তাহার সুতীক্ষ্ণ দন্তযোগে বৃদ্ধার কর্ণচ্ছেদন করিয়া ফেলিল। ইহাতে সকলেই ঘোর দুরাত্মা! ঘোর দুরাত্মা! বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন সেই যুবক বৃদ্ধার আদ্যোপান্ত ব্যবহার বর্ণন করিয়া বলিল, যখন সে ক্ষুদ্র পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তখন যদি তাহার মাতৃস্বসা তাহাকে নিবারণ করিত তাহা হইলে আজ তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইত না। এখন ঈশার কথার মর্ম্ম কি বুঝিলে? জানিও বৃহৎ রোগের মূল অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র, সাধারণ লোকে উহা ধরিতে পারে না, কিন্তু সময়ে উহা হইতেই প্রাণবিনাশ হয়। আত্মার পাপাচরণসম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। পাপের রেখামাত্র দেখিতে পাইলেই অমনি সাবধান হইবে, অপরকে সাবধান করিবে, ইহাই তোমার নিত্য কর্ত্তব্য। সামান্ত

বিষয়ে যে বিশ্বস্ত তাহাকে মহৎ বিষয়েও বিশ্বাস করা যায়, ইহা আর বুঝান নিষ্প্রয়োজন।

শীঘ্রকারিতা।

বুদ্ধি। আচ্ছা মনু কেন বলিলেন 'ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ' যে তাড়াতাড়ি করে তাহার ধর্ম্ম অবসাদগ্রস্ত হয়. আর ইংরাজিতেই বা এ কথাটী কেন প্রচলিত আছে "There is no Divinity in hurry?" 'শুভস্য শীঘ্রম্' এ প্রচলিত কথা কি তবে কিছুই নয়?

বিবেক। 'শুভস্য শীঘ্রম্' এ কথা কিছুই নয় তাহা নহে। এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা তখন তখনই না করিলে আর করা হয় না, সেগুলিতে 'শুভস্য শীঘ্রম্' এই কথা খাটে। আর কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা সেই মুহূর্ত্তের জন্য নহে সমুদায় জীবনব্যাপী অর্থাৎ তাহার ফলাফল সমুদায় জীবন ভোগ করিতে হইবে। যে সকল কার্য্যের ফল সমুদায় জীবনব্যাপী, সে সকল কার্য্যে তাড়াতাড়ি করিলে ধর্ম্ম অবসাদগ্রস্ত হয়, তাড়াতাড়িতে দেবত্ব প্রকাশ পায় না, ভ্রান্তি ও মোহ আসিয়া দেবত্বের বিরোধী ভাবের দ্বারা মানুষকে পরিচালিত করে, ইহাতে চিরজীবনের জন্য দুর্ভোগ ভুগিতে হয়।

কোন দান গ্রহণীয়।

বুদ্ধি। কোন একটি দান স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলে তুমি কি উহাকে ঈশ্বরের দান বল না?

বিবেক। কোন একটি দান স্বয়ং উপস্থিত হইলে ঈশ্বর হইতে উপস্থিত ইহা সহজে লোকের মনে হয়, কিন্তু সকল সময়ে এরূপ মনে করা ঠিক নয়। কোন ব্যক্তির পীড়িতাবস্থায় দূরস্থ কোন বন্ধু যদি তৎসময়ে তাহার পক্ষে অপথ্য বস্তু প্রেরণ করেন, তাহা হইলে স্বয়ং আগত দান বলিয়া কি তখনই উহা উদরসাৎ করিতে হইবে? কোন দান স্বয়ং উপস্থিত হইলেও জীবনের সহিত উহার উপযোগিতা আছে কি না, উহার সঙ্গে অধর্ম্মের সংস্রব আছে কি না, ইহা ভাল করিয়া দেখিয়া সে দান স্বীকার করা উচিত। তুমি কি বলিতে পার, কোন একটি দান তোমার বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হয় নাই? যে দান আইসে তাহা জীবনের উপযোগী ও ধর্ম্মসঙ্গত দেখিলে বা উহা জীবনের উপযোগী ও ধর্ম্মসঙ্গত করিয়া লইতে পারিলে আর কোন গোল থাকে না।

ব্যবসায়।

বুদ্ধি। বর্ত্তমানাবস্থার উপযোগী একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। মানুষের পক্ষে সকল ব্যবসায়ই কি সমান বিশুদ্ধ নয়?

বিবেক। দেখ বুদ্ধি, কোন ব্যবসায়ই স্বয়ং অবিশুদ্ধ বা নীচ নয়, সকলই সমান বিশুদ্ধ ও উচ্চ। তবে কি না এখন মনুষ্যসমাজের নীচাবস্থা জন্য ব্যবসায়সকলও নীচ ও উচ্চ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হইয়াছে। যে কোন ব্যবসায় চালাইতে গিয়া সমাজের মন্দ অবস্থা জন্য অধর্ম্ম না করিয়া চালান যায় না, সে ব্যবসায় তখনই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, কেন না এরূপ ব্যবসায় ধর্ম্মজীবনের ক্ষতি করে, এমন কি ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ করিয়া দেয়। তুমি ধর্ম্মবুদ্ধি, তোমাতে ধর্ম্ম নিত্য জয়যুক্ত হইতেছেন, অধর্ম্মসংস্রুত সংসার অপদস্থ হইতেছে, ইহা দেখিলেই আমার আহ্লাদ। জানিও আমি তোমার নিকটে ইহাই চাই, এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই, ইহাই আমার পক্ষে প্রচুর পুরস্কার। এ সম্বন্ধে সাহায্য করিবার জন্য আমার চির অক্ষুণ্ণ যত্ন থাকিবে।

বুদ্ধি ও বিবেকের বিরোধ।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি বলিয়াছিলে 'তুমি ও আমি একবংশজাত, নামে ভিন্ন বস্তুতঃ এক,' অথচ তোমার ও আমার মধ্যে অনেক সময়ে বিরোধ ও অমিল উপস্থিত হয় কেন বলিতে পার?

বিবেক। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিকই বলিয়াছি। কিরূপে তোমার ও আমার প্রাদুর্ভাব হয় বলিলেই বুঝিবে তোমার সঙ্গে আমার কেমন জ্ঞাতিত্ব-সম্বন্ধ। সংশয় ও বিতর্ক মানুষের মনে যখন বিচার উপস্থিত করে, উভয় দিকে সমান যুক্তি আসিয়া দাঁড়ায়, তখন মন দোলায়মানাবস্থায় তটস্থভাবে স্থিতি করে। তুমি আসিয়া তাহার তটস্থতা দূর কর। এই তটস্থতা দূর করিবার সময়ে অবস্থাভেদে তোমাতে দুই ভাব প্রকাশ পায়—এক শুদ্ধা বা ধর্ম্মবুদ্ধির (pure reason) ভাব, আর এক মলিনা বা সাংসারিকী বুদ্ধির (prudence) ভাব। তুমি যখন নির্ম্মল থাক, প্রবৃত্তি বাসনা সকল তোমায় আচ্ছন্ন করে না, তখন তুমি মানুষের সংশয়িতাবস্থায় সহজ ভাবায় এমন কথা বল যে, অমনি সংশয় চলিয়া যায়, কোন্ পক্ষ তাহার অবলম্বনীয় অমনি সে বুঝিয়া ফেলে; কিন্তু যখন

প্রবৃত্তিবাসনার প্ররোচনায় তুমি আচ্ছন্ন হইয়া পড়, তখন আপনার নয় কিন্তু তাঁহাদের অভিরুচির সিদ্ধান্ত মানুষের মনে তুমি মুদ্রিত করিয়া দাও, আর তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। যখন তোমার শুদ্ধাবস্থা তখন তোমার সহিত আমি এক ও অভিন্ন, কিন্তু যখন তোমার মলিনাবস্থা উপস্থিত হয়, তখন আমি তোমা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ভিন্নাকারে প্রাদুর্ভূত হই; 'ইহা নয় ইহা নয়' বলিয়া ক্রমান্বয়ে তোমায় নিষেধ করিতে থাকি; নিষেধে কর্ণপাত করিলেই অমনি ... করিতে হইবে তোমায় বলিয়া দি। আমার জন্ম নাই, অথচ তোমা হইতে আমার প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া তুমি আমার জন্মভূমি। সে যাহা হউক. এখন তোমার সঙ্গে বিরোধ হয় কেন বলি। মনে কর একজন বিবেকী ব্যক্তি তোমায় এমন একটী অবস্থায় স্থাপিত করিবার জন্য ক্রমান্বয়ে যত্ন করিতেছেন, যে অবস্থায় স্থাপিত হইলে তোমার শুদ্ধতার কোন ক্ষতি হইবে না। সাংসারিকী প্রবৃত্তি আসিয়া তোমায় বলিল, দেখিতেছ না, এ ব্যক্তিতো বন্ধু নয়, এ তোমায় কেবল ভুলাইতেছে। তুমি সেই প্রবৃত্তির কথায় কর্ণপাত করিয়া সে ব্যক্তির প্রতি রোষান্বিত হইলে এবং তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষার প্রতি সন্দিহান হইয়া, তিনি যেন তোমাকে ভুলাইবার জন্য ক্রমান্বয়ে যত্ন করিতেছেন এই ভাবে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলে। বিবেকী ব্যক্তি কি করেন, মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি জানেন, তাঁহাকে তোমার ভাবনায় তুষানলে দগ্ধ হইতে হইবে, বাহ্যভাবে তোমায় আর তিনি সাহায্য দিতে পারিবেন না, কেবল অন্তরে শুভকামনা রাখিয়া চিরদিন দগ্ধ হওয়া ভিন্ন আর তাঁহার পক্ষে গত্যন্তর নাই। মনে কর, সংসার ও ধর্ম্ম এ দুইয়ের ভিতরে পড়িয়া একজনের জীবনে সংগ্রাম উপস্থিত, যাই সে ধর্ম্মের দিকে এক পদ অগ্রসর হইল, অমনি প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তুমি আসিয়া তাহাকে বলিলে, তোমার বিষয়তৃষ্ণা ছাড়িয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কি প্রয়োজন? বিষয়স্পৃহা রাখিয়া কি আর ধর্ম্ম হয় না? সে ব্যক্তি তোমার কথা শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইল, তুমি আপনাকে নিরাপদ মনে করিলে, কিন্তু জান না যে, সে ব্যক্তির মনকে আচ্ছন্ন রাখিবার জন্য পরপর তোমায় কত কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রলোভনের বিষয় দিয়া অপরকে কর্ত্তব্যকার্য্যে শিথিল করা একজন অন্যায় বলিয়া বুঝিল, সাংসারিক প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তুমি তাহাকে অন্যরূপ বুঝাইয়া দিলে, সে ব্যক্তি তোমার কথায় ভুলিয়া গেল, প্রলোভন দ্বারা পরের অধর্ম্ম-

ধর্ষনাপরাধে সে চিরদিন কলুষিতচিত্ত রহিল। এইরূপ কত যে তোমার সঙ্গে আমার বিরোধের কারণ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বড়ই দুঃখকর ও অপ্রিয়। তুমি যখন স্বস্থ থাক প্রকৃতিস্থ থাক, সাংসারিকপ্রবৃত্তির কুহকে পড় না, তখন তুমি ও আমি এক। সাংসারিকপ্রবৃত্তির কুহকে পড়িলেই আমার সঙ্গে তোমার যে জ্ঞাতিত্ব ছিল, তাহার চিহ্নপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। বল, এতদপেক্ষা আর ঘোরতর ক্লেশের কারণ কি আছে? এরূপ ক্লেশের অবস্থায় যদিও তুমি আমায় বিস্মৃত হও, আমি তোমায় কদাপি বিস্মৃত হইব না। আজ দুঃখের কাহিনী কহিয়া তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি; জানিও দুঃখিতান্তঃকরণতা কল্যাণেরই হেতু।

ভালবাসার পার্শ্বে নিষ্ঠুরতা।

বুদ্ধি। বিবেক, তোমার ক্ষুরধারসদৃশ তীক্ষ্ণ বাক্যে আমার মর্ম্মচ্ছেদ হইয়াছে, অথচ ভিতরে স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তোমার প্রতি আমার টান কিছুতেই তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় না। কি করিব, আবার তোমায় মনের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। বল দেখি, এত ভালবাসার পার্শ্বে এত নিষ্ঠুরতা থাকে কি প্রকারে? তোমার ভালবাসার প্রতি আমি সংশয় করিতে চাই না, কিন্তু তোমার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া আমি অবাক্। এ দুই বিপরীত ভাব আমি কিছুতেই মিলাইতে পারিতেছি না।

বিবেক। ভালবাসার পার্শ্বে নিষ্ঠুরতা কিরূপে এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে, ইহা মিলাইতে না পারিয়া এক ঈশ্বর, আর এক প্রায়তৎসমপরাক্রান্ত দৈত্য বা সয়তান প্রাচীন কালের লোকেরা স্থির করিয়াছেন। যে মাতৃস্তনের দুগ্ধ সন্তানের প্রাণরক্ষা করে, সেই মাতৃস্তনের দুগ্ধে বিষসঞ্চার হইয়া সন্তানের প্রাণবিনাশ করে, ইহা দেখিয়া প্রথমটি ঈশ্বরের কার্য্য দ্বিতীয়টি তাঁহার কার্য্যের বিরোধী কোন দৈত্যবিশেষের দুরাত্মতা, ইহা সহজেই অজ্ঞ লোকে নির্দ্ধারণ করিবে, এ আর অসম্ভব কি? আজও অনেক জ্ঞানালোকসম্পন্ন ব্যক্তি ঈশ্বর ও সয়তানে বিশ্বাস করিতেছেন। সুখ আনন্দ শান্তি ঈশ্বর মনুষ্যগণকে বিতরণ করিতেছেন, তাঁহার বিরোধী সয়তান তাহাদিগকে ব্যাধি জরা মৃত্যু যন্ত্রণার অধীন করিতেছে। ভালবাসার পার্শ্বে নিষ্ঠুরতা থাকে কি প্রকারে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়াই যে, এরূপ বিকৃত মতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা তুমি সহজেই

বুঝিতে পারিতেছ। তুমি কি দেখ নাই গভীর ভালবাসাই কেমন সময়ে নিষ্ঠুরতার বেশ ধারণ করে। মনে কর, তোমার চিকিৎসক তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসেন, পিতা অপেক্ষাও তাঁহার স্নেহ সুকোমল। তোমার গায়ে একটি আঁচড় লাগিলে তাঁহার গায়ে বাধে। যখন তোমার পৃষ্ঠে দুঃসাধ্য ব্রণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্রণে তোমার প্রাণসংশয় উপস্থিত, তখন সেই চিকিৎসক তোমার শরীর ক্ষতবিক্ষত করিবার জন্য যে সকল আয়োজন করিতেছেন তাহা দেখিয়া তোমার প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে, তুমি কত অনুনয় বিনয় করিতেছ, কিছুতেই তিনি কর্ণপাত করিতেছেন না। হয়তো ঔষধ দ্বারা মূর্চ্ছিত করার অবস্থা তোমাতে নাই, সুতরাং তোমার চেতনাবস্থায় তিনি তীক্ষ্ণাস্ত্রে তোমার সমুদায় পৃষ্ঠ ছেদন করিতেছেন, তোমার আর্ত্তনাদে তিনি কর্ণপাত করিতেছেন না, কেন না সে আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিলে দূষিত স্থানগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন অসম্ভব। এস্থলে কি তুমি বলিবে না, গভীর ভালবাসাই নিষ্ঠুরতার আকার ধারণ করিয়াছে? সেই চিকিৎসকই এক সময়ে তাঁহার নিজ পুত্রের দুরারোগ্য রোগের শেষ প্রতীকারের উপায় কণ্ঠনালী ছেদন করিয়াছেন। বল, এখানে গভীর পিতৃস্নেহই কি নিষ্ঠুরতা নহে? তুমি বলিবে, এ গেল মানুষের কথা। মানুষ দুর্ব্বল সেতো আপনি কিছু প্রতিবিধান করিতে পারে না, ঈশ্বর সকলই পারেন, তবে তাঁহার ভালবাসার পার্শ্বে কেন নিষ্ঠুরতা দেখা যায়? দেখিতেছি, তিনি তো সর্ব্বদাই প্রতীকারের যত্ন করিতেছেন, কেন না কোন বিষ দেহে প্রবেশ করিলে তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য তদ্বিনাশকারী বিষ দেহ হইতে তিনি বিনিঃসৃত করেন। যদি সেই বিষ প্রবিষ্ট বিষকে বিনাশ করিতে না পারে উহাকে বাহিরে রোগাকারে প্রকাশ করিয়া পূয়াদি উৎপাদন করেন এবং বাহিরে তদ্বিনাশী বিবিধ ঔষধ সৃজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উহার প্রতীকার করিয়া লন। এ সকল কি এই দেখায় না যে, নিজে যাহা একেবারে ভাল করিতে পারেন নাই, এগুলি তাহারই সংশোধন চেষ্টা। ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা কোথায় থাকে? বুদ্ধি, জানিও এরূপ ভাবা অসমগ্রদর্শন হইতে উৎপন্ন হয়। সমগ্র জগতের পদার্থ-সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ একেবারে কেহ বুঝিতে পারে না, এজন্য খণ্ডশঃ দেখিতে গিয়া দোষ প্রতীত হয়, সমগ্র একেবারে দেখিলে আর সে দোষ চক্ষে পড়ে না। তুমি বলিবে, যাহা আমরা কোন দিন জানিতে পারিব না, তাহা যুক্তিস্থলে

উপস্থিত করা বৃথা, এরূপ যুক্তি আমাদের পক্ষে কুযুক্তি ? হউক, তথাপি আমাদের অসমগ্রজ্ঞানের বিষয় অবগত হইয়া গর্ব্বপরিহার করিতে শিক্ষা করা উচিত। দেখ বুদ্ধি, নিদ্রিত থাকা তোমার স্বভাব ; জাগাইয়া না দিলে তুমি জাগ না। তোমাকে জাগাইবার জন্য ব্যাধি জরা মৃত্যু প্রভৃতি, ইহা কি তুমি মানিবে না ? তত্ত্বগ্রহণ, তত্ত্বানুসন্ধান, তত্ত্বনির্ণয় তোমার কার্য্য। যদি ব্যাধি উৎপন্ন না হইত, তুমি কখন শারীরতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব প্রভৃতি অনুসন্ধান করিতে না, নির্ণয় করিতে না, গ্রহণ করিতে না। তুমি ব্রহ্মকন্যা, ব্রহ্মাংশ, তোমায় শিক্ষা দেওয়া তোমার পিতা ঈশ্বরের প্রধান উদ্দেশ্য।

বুদ্ধি। স্নেহশীল মানব এবং প্রেমময় ঈশ্বরেতে যাহা নিষ্ঠুরতা মনে হয়, তাহা নিষ্ঠুরতা নহে ভালবাসা, ইহা বুঝিলাম ; তোমার কিন্তু ক্ষুরধারসদৃশ কথা নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা নয়।

বিবেক। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমার প্রতি যে তোমার সংশয় জন্মিয়াছে, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ঈশ্বর ও মানবে যাহা সত্য আমাতে তাহা সত্য নহে, এ তোমার কি প্রকারের কথা। আমি কি ঈশ্বর ও মানব হইতে স্বতন্ত্র ? তোমার এই সংশয়ই দেখাইয়া দিতেছে তোমার যে আবরককে বেদান্তিগণ মায়া ও অবিদ্যা, যোগিগণ মিথ্যাদৃষ্টি, এবং পৌরাণিকগণ সংসার বলেন, সেই আবরক তোমায় আবৃত করিয়াছে। দেখ তুমি স্বর্গের দেবী, ব্রহ্মের কন্যা, তোমাতে দেবাংশ বিরাজমান, তুমি আমার প্রভবস্থান। তোমার মুখে যখন দেবাংশের প্রকাশ দেখি, কত আরাম অনুভব করি, ও মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইতে আর আমার অভিলাষ থাকে না। আমার লোকেরা ঐ দেবাংশ দেখিয়াই মুগ্ধ, এবং স্বগৃহে উহা নিয়ত দর্শন করিবেন এই উদ্দেশে তোমায় তথায় রক্ষণে নিয়ত যত্নশীল ও অভিলাষী। যখন অসত্যের অন্ধকারে সংসার তোমার চক্ষু আবৃত করে, তখন তোমার তত্ত্বগ্রহণ, তত্ত্বানুসন্ধান ও তত্ত্বনির্ণয়-শক্তি আবৃত হইয়া পড়ে, সকলই তুমি বিপরীত দেখ। এ সময়ে তোমার দেবাংশদর্শনে মুগ্ধ বিবেকিগণ তোমার নিকটে স্বার্থান্বেষী, যাহারা তোমার দেবাংশ দর্শন করে না বাহ্যগুণে আকৃষ্ট তাহারা তোমার আত্মীয়, যাহারা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, যাহাদের উপযুক্ত হইবার সম্ভাবনামাত্র আছে তাহারা সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত, যাহারা অধর্ম্মসংস্রবী তাহাদিগকে অধর্ম্মসংস্রব করিও না এই

বলিয়া দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত, তাহাদের বর্ত্তমানাবস্থায় অধর্ম্মসংস্রবত্যাগ সম্ভব কি না তৎসম্বন্ধে তুমি অনুসন্ধানবিরহিত। সংসার অসত্য দ্বারা তোমাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে ইহা জানিতে পাইয়াও, অসত্য যাহাতে নিরসন হয় তুমি যদি তাহা না কর, বল তাহা হইলে মেঘনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় তোমার দেবাংশ জগতের নিকটে প্রকাশ পাইবে কি প্রকারে? তোমার দেবাংশ নিয়ত অনাচ্ছাদিত থাকিবে, এজন্য আমার এত যত্ন। ভবিষ্যতে লোকে যখন আমার ভূতকালের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিবে, তখন নিশ্চয় তাহারা আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে দেখিবে। সে সময়ে যদি তাহারা দেখিতে পায়, অসত্যের ছায়া তোমার মুখে পড়িয়া তোমায় মলিন করিয়াছিল, ধর্ম্ম কোথায় তোমাতে জয়যুক্ত হইবে, তাহা না হইয়া তিনি তোমাতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, দেবাংশের প্রকাশে কোথায় তুমি আরাম ও শান্তির নিলয় হইবে, তাহা না হইয়া দুঃখ ও শোকের কারণ হইয়াছিলে, তাহা হইলে বল উহা কি সমূহ পরিতাপের বিষয় হইবে না? ভবিষ্যতে এরূপ তোমার সম্বন্ধে কেহ না ভাবে এজন্য আমি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করি, ইহা যদি তুমি না বোঝ আমি কি করিব? তোমার প্রতি একান্ত ভালবাসা যদি নিষ্ঠুরতার আকারে তোমার নিকটে প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন হয়, তাহাতে কি আমি সুখী? তুমি জান আমার বাণী কোন কালে নিদ্রিত নয়, মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য সর্ব্বদা বজ্রনিনাদশীল। সে বাণী সকল অবস্থায় তোমার সঙ্গে থাকিবে, তোমার হিতের জন্য কখন মৃদুমধুর, কখন ভীষণ হইবে। ইহাতে আমাতে কোন প্রকার বৈষম্য উপস্থিত এরূপ মনে করিও না, এই মাত্র আমার অনুরোধ।

সাংসারিকতার লক্ষণ।

বুদ্ধি। কি লক্ষণে বুঝিতে পারা যায় সাংসারিকতা উপস্থিত?

বিবেক। সাংসারিকতা বুঝিবার পক্ষে একটি লক্ষণ নয় অনেকগুলি লক্ষণ আছে; তবে প্রধান লক্ষণ অকৃতজ্ঞতা। যেখানে অকৃতজ্ঞতা উপস্থিত, জানিবে সেখানে সাংসারিকতা আধিপত্য লাভ করিয়াছে।

বুদ্ধি। অকৃতজ্ঞতা কি প্রকারে সাংসারিকতার প্রধান লক্ষণ বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

বিবেক। সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বর তৎপর মানবমানবীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার

সহস্র কারণ আছে। মানুষ যখন সংসারী হয়, সংসারের অধীন হইয়া পড়ে, তখন সে আর ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারে না। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল দান প্রতিনিমেষে লাভ করিতেছে, সে সকলের জন্য ঈশ্বরের নিকটে আপনাকে চিরঋণে বদ্ধ অনুভব করে। এই অনুভূতি তাহাতে সতত জাগ্রৎ থাকাতে কখন সে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধে কোন চিন্তা বা কোন অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সংসারী ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের প্রতি উপেক্ষাশীল; সেগুলি যেন আপনা হইতে আসিতেছে, তাহাতে আর ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইবার কি প্রয়োজন, এইরূপ মনে করে। দৈনিক দানগুলির জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, সে আপনার মানসিক কল্পনার প্ররোচনায় যে সকল বিষয় চায়, সে সকল পায় না বলিয়া সে ঈশ্বরের প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত। ঈশ্বর তাহার নিকটে দয়াময় নহেন অতি নিষ্ঠুর। যেখানে দেখিবে দৈনিক দানের প্রতি অবহেলা, তজ্জন্য আনুগত্য স্বীকারে অনিচ্ছা, জানিবে সেখানে সংসার আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। তুমি মনে করিও না, ঈশ্বরকে মুখে প্রশংসা করিলে বা স্তুতিবাদ করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়, যথার্থ কৃতজ্ঞতা তাঁহার ইচ্ছাপ্রতিপালনে। ইচ্ছাপ্রতিপালনের অন্য নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের প্রতি যদি তোমার অবহেলা ঘটিয়া থাকে, তুমি ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়াছ, সংসার তোমায় অধিকার করিয়াছে। মানব মানবীর প্রতি অকৃতজ্ঞতাও সাংসারিকতা উপস্থিত না হইলে ঘটে না। যিনি একবার তোমার কোন উপকার করিয়াছেন, তৎপ্রতি তুমি আর কোন কালে কোন হেতুতে উপেক্ষা দেখাইতে পার না। তাঁহার নিকটে আনুগত্যস্বীকার কৃতজ্ঞতা। উপকার পাইয়া যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানে সাংসারিকতা উপস্থিত।

বুদ্ধি। ঈশ্বরের নিকটে আনুগত্য স্বীকারে কোন দোষ উপস্থিত হয় না। মানুষের নিকটে আনুগত্য স্বীকার করিতে গিয়া পাপে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। আনুগত্যস্বীকার দেখিলেই মানুষ তাহা হইতে আপনার সন্তুষ্টিসাধন করিয়া লইতে চায়। মানুষের সন্তুষ্টিসাধন করিতে গেলেই পাপ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

বিবেক। কাহারও অনুরোধে তুমি পাপ করিতে পার না, কেন না পাপ করিলেই ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞতা উপস্থিত হয়। তুমি কি মনে কর যে, তুমি

ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে? ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিয়া তুমি মানুষের নিকটে প্রাণোপকারের জন্য অনুগত থাকিতে পার। এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল, যে ব্যক্তি কোন ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আত্মসন্তুষ্টিসাধনের জন্য পাপ করিতে বলিতে সাহস করিতে পারে। তবে তোমার ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখা সমুচিত যে, উপকারী ব্যক্তির সন্তোষসাধন তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়। যদি তাঁহার সন্তোষসাধন করিবার তোমার বাসনা থাকে, তাহা হইলে তুমি এমন সকল উপায় অবলম্বন করিতে পার, যদ্দারা ঈশ্বর ও মানব উভয়েরই সন্তোষসাধন হয়। যদি কোথাও এমন হয় যে, ঈদৃশ উপায় থাকিতে তুমি তাঁহার সন্তোষসাধন না করিয়া তাঁহার ক্লেশের কারণ হইলে, তাহা হইলে জানিও তোমাতে সাংসারিকতা উপস্থিত। সেই সাংসারিকতা তোমায় উপকারীর প্রতি উপেক্ষাশীল করিয়া তুলিয়াছে এবং কতকগুলি কুযুক্তি তোমার নিকটে উপস্থিত করিয়া তোমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। জানিও, তুমি এ সময়ে কেবল মানবের প্রতি অকৃতজ্ঞ নও, ঈশ্বরের প্রতিও অকৃতজ্ঞ; কেন না ধর্ম্ম তোমাতে বিপদ্‌গ্রস্ত।

পরীক্ষা।

বুদ্ধি। বিবেক, তোমার যে সকল কথা আমার নিকটে তিক্ত ও মর্ম্মচ্ছেদকর হইয়াছিল, সেগুলি এই কয়দিনের মধ্যে একটী একটী করিয়া সত্য প্রমাণিত হইল, ইহা দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। কথাগুলি সত্য প্রমাণিত হইবার কালে আমায় যে বিষম অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতে হইয়াছে, মনে হয়, তুমি তাহাতে আনন্দ অনুভব করিয়াছ। নিজের কথা সত্য প্রমাণিত হইলে কে আর না তাহাতে আনন্দ করে? যদি তোমার আনন্দ হইয়া থাকে, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হইয়া কি করিব?

বিবেক। বুদ্ধি, তুমি আমার প্রতি আর কেন সংশয় পোষণ করিতেছ? আমি সে কথাগুলি কি তোমায় এইজন্য পূর্ব্ব হইতে বলি নাই যে, তুমি তৎপ্রতি কর্ণপাত করিয়া অগ্নিপরীক্ষায় পড়িবে না? তোমার কষ্টে আমার সুখ, এ কথা মনে করাই আমার প্রতি অত্যাচার। দেখ, সহসা আমি যে সকল স্থলে নিষেধ করি সে সকল স্থলে যদি সেই সকল অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে কি আমার মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয় না? জানিও ঐ সকল আমারই প্রতি অত্যাচার। আমি

[illegible] করিয়া সুখী, এতো প্রকৃতিবিরু[illegible]
[illegible] আমার মুখের ঔজ্জ্বল্য, তোমার [illegible]
[illegible] যেখানে ভগবান্ ঈদৃশ ঘনিষ্ঠযোগ তোমার [illegible]
মধ্যে [illegible] তুমি অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইলে, আর [illegible]
তাহাতে আনন্দ করিতে লাগিলা[illegible] উঠিতে পারে না।

বুদ্ধি। তুমি আমায় পূর্ব্বে বলিয়াছিলে 'তুমি কি বলিতে পার, কোন একটী দান তোমার বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হয় নাই?' দান যে বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়, ইহার আমি বিলক্ষণ প্রমাণ পাইয়াছি, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না, দাতা জীবের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেন কেন? পৃথিবীর দাতৃগণ সুখী করিবার জন্যই তো দান করেন, তাঁহারা তো আর পরীক্ষা করেন না।

বিবেক। দেখ, বুদ্ধি, পৃথিবীর দাতৃগণের সঙ্গে পরমদাতার তুলনা হয় না। পৃথিবীর দাতৃবর্গের ভাণ্ডার প্রমুক্ত নহে, বিশ্বপতির ভাণ্ডার সর্ব্বত্র প্রমুক্ত। স্বর্গ ও মর্ত্তস্থ অসংখ্য অগণ্য দানসামগ্রীর মধ্যে আমরা বাস করিতেছি। সে সকল দানের কখন কোন্‌টি গ্রহণ করিলে আমাদের আত্মার সুখ ও কল্যাণ বর্দ্ধিত হইবে, ইহা কেবল অন্তরাত্মাই—অন্য কথায় স্বয়ং বিশ্বপতিই বলিয়া দিতে পারেন। কতকগুলি দান আমাদের নিকটস্থ, কতকগুলি দূরস্থ, কতকগুলি আবার দূর হইতে নিকটে সমাগত। এ সকলগুলি দানসম্বন্ধেই নিয়ম এই যে, অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ অনুসারে উহাদিগকে ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইবে। এসম্বন্ধে তাঁহার নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিলে পরীক্ষায় পড়িতে হয়। সাধারণ ভাবায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, লক্ষ্মী অজস্র দেন, সরস্বতী ঐ সকলের কোন্‌টি গ্রহণীয় কোন্‌টি অগ্রহণীয় তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্যবর্গের নিকটে প্রকাশ করেন। অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ বুঝিবার সাহায্যার্থ আমি তোমায় সেবার বলিয়াছিলাম 'যে দান আইসে তাহা জীবনের উপযোগী ও ধর্ম্মসঙ্গত দেখিলে বা উহা জীবনের উপযোগী ও ধর্ম্মসঙ্গত করিয়া লইতে পারিলে আর কোন গোল থাকে না।' ইহাতেও যদি বা তোমার ভ্রম না মিটে, এজন্য তোমার প্রশ্ন অবলম্বন করিয়া 'সামান্য বিষয়ে যে ব্যক্তি অন্যায়াচারী, মহৎ বিষয়েও সে ব্যক্তি অন্যায়াচারী' এই বাক্যটি আখ্যায়িকাযোগে তোমায় বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। বুদ্ধি, আমি আশা

করি, পরীক্ষায় তোমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে; এখন আর তুমি অন্তরের আলোকের প্রতি কোন কারণে উপেক্ষা করিবে না। অন্তরাত্মা তোমায় যে যে বিষয়ে 'উচিত নয়' বলিয়াছিলেন, তুমি সেই সেই বিষয়ে অন্যাধীনতাবশতঃ অবহেলা করিয়াই তো অগ্নিপরীক্ষায় পড়িয়াছিলে এবং তাহাতেই মনে তোমার অপ্রসন্নতা আসিয়াছে। যাহা হইয়াছে তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে আর অন্তরাত্মার কথায় অবহেলা করিব না প্রতিজ্ঞা করিলে, নিশ্চয় তোমার অপরাধের ক্ষমা হইবে; অন্তরে শান্তি ও সন্তোষ প্রত্যাগত হইবে; আমার সঙ্গে তোমার মিলন চির অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

বুদ্ধি। বিবেক, আমি যখন অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ না মানিয়া পরীক্ষায় পড়িলাম, তখন আমার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল। বল, এরূপ অবস্থায় আমার প্রতি তোমার সম্ভ্রম পূর্ব্ববৎ কি প্রকারে থাকিবে?

বিবেক। পরীক্ষা শিক্ষার জন্য। লোকে শত উপদেশ পাইয়াও তদনুসারে কার্য্য করে না কেন? কোন একটি বিষয় যতক্ষণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় না হয়, ততক্ষণ সে বিষয়ের তথ্য ঠিক তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। মনে কর, তুমি কোন একটি শিশুকে আগুন লইয়া খেলা করিতে নিষেধ করিলে, আগুন গায়ে বা কাপড়ে লাগিলে তাহার ঘোর যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যুর সম্ভাবনা ইহাও বুঝাইয়া দিলে, কিন্তু যাই তুমি আড়ালে গেলে অমনি সে আগুন লইয়া খেলা করিতে গিয়া হাত পোড়াইয়া ফেলিল। একবার যখন হাত পুড়িল, তখন সে তোমার উপদেশের সারবত্তা বুঝিতে সমর্থ হইল। যদি সে বুদ্ধিমান্ শিশু হয়, তাহা হইলে আর কখন তোমার উপদেশে সে অবহেলা করিবে না। শিশুর সম্বন্ধে যে নিয়ম, বয়স্কের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। কোন একটি বিষয়ের প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ, ভ্রান্তিবশতঃ, অথবা অপরের প্রতি অযুক্ত নির্ভরবশতঃ অন্তরাত্মা বা তদালোকে আলোকবান্ লোকের কথায় বয়স্থ ব্যক্তি কর্ণপাত করে না, সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া বিপরীত পথে সে পদার্পণ করে। কিন্তু যখন এইরূপ অনবধানতায় ঘোর পরীক্ষানলে সে নিপতিত হয় তখন তাহার চৈতন্যোদয় হয়, আর এরূপ অন্তরাত্মার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পরীক্ষানল প্রজ্বলিত করিবে না বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করে। যদি সে প্রতিজ্ঞা সে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তাহা হইলে জীবন নিরাপদ হয়। যখন আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কীয় বিষয়সমূহেতেও

পরীক্ষায় পড়িয়া শিক্ষালাভের নিয়ম আছে, তখন একবার তুমি পরীক্ষায় পড়িলে বলিয়া তোমার প্রতি সম্ভ্রম চলিয়া যাইবে কেন? বরং তুমি যদি একবার পরীক্ষায় পড়িয়া পুনরায় তাদৃশ পরীক্ষায় পড়িবার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিতেছ দেখিতে পাই, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার প্রতি সম্ভ্রম বাড়িবারই কথা।

বুদ্ধি। সম্ভ্রম বাড়িবে কেন? যে ব্যক্তি পরীক্ষায় পড়ে না, তৎপ্রতি সম্ভ্রম বাড়া উচিত। যে পরীক্ষায় পড়ে তাহার প্রতি সম্ভ্রম হ্রাস পাওয়াই সমুচিত।

বিবেক। বুদ্ধি, একটি বিষয় এখনও তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় হয় নাই, তাহারই জন্য তুমি এরূপ বলিতেছ। তুমি কি মনে কর, যে কারণে একবার পরীক্ষায় পতন হইয়াছিল, সে কারণ নিবৃত্ত হইয়াছে? সংসার যখন দেখিবে, তুমি একবার তাহার কুহকে পড়িয়া সাবধান হইয়া গেলে, আর তাহার নিকটে ধরা দিতেছ না, তখন সে আবার নূতন প্রলোভন উপস্থিত করিয়া ভয়-মৈত্র দ্বারা তোমাকে আপনার করিয়া লইতে যত্ন করিবে। তাহাতে তুমি যদি তাহার কুহকে না ভোল, বিবিধ মতে তোমাকে লাঞ্ছনা করিবে। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মার্থে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক ছিল, একালে অবস্থার পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মার্থে আর নিহত হইতে হয় না, কিন্তু তদপেক্ষা সমধিক যাতনা ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্মার্থে নিহত ব্যক্তি একবার যন্ত্রণা পাইয়া মরিলেন, কিন্তু এখনকার লোকদিগকে ক্রমান্বয়ে যাতনা ভোগ করিতে হয়। এরূপ তুষানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা অগ্নিতে দাহ, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভূমিপাতন প্রভৃতি কি অল্পদুঃখকর নয়? দেখ, তুমি একবার পরীক্ষায় পড়িয়া তৎপর যদি সংসারের প্রতিকূলে অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ মান্য করিয়া চলিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রম বাড়িবার পক্ষে কারণ আছে কি না? আর একটী বিশেষ কথা এই, ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহার জীবনে বিশেষত্ব আছে, বিশেষ অভিপ্রায়সাধনের জন্য তাহার জীবন, এইটি সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। কেন না কত লোকের জীবনে পরীক্ষা আসে, পরীক্ষায় তাহারা কোথায় ভাসিয়া যায়, ধর্ম্মরাজ্যে আর তাহাদিগকে দেখিতেও পাওয়া যায় না। এ সকল জীবন সাধারণ, সুতরাং তাহারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার অধীন হয়।

রোগের প্রতীকার।

বুদ্ধি। বিবেক, আমি দেখিতেছি অন্তরাত্মার কথায় অবহেলা করিয়া আমি বিষম বিপাকে পড়িয়াছি। এখন আমি যাহা করিব না মনে করি, অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাই আবার করিয়া ফেলি। আমি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি, আমার আর পূর্ব্ব তেজ নাই। বল, ইহার তুল্য আর কি বিষম বিপাক হইতে পারে? আমি যে আবার পূর্ব্ববৎ তেজস্বিনী হইব, সে আশা আমার দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। 'পুত্রের বিরোধে পাপ করিলে ক্ষমা আছে, পবিত্রাত্মার বিরোধে পাপ করিলে ক্ষমা নাই' একথার অর্থ কি, এখন একটু একটু আমি বুঝিতে পারিতেছি।

বিবেক। বুদ্ধি, তুমি নিরাশ হইও না। দেহে যদি কোন বিষম মারাত্মক রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগী কষ্টে আরোগ্য লাভ করিলেও দেহ অনেক দিন পর্য্যন্ত এমনই ভগ্নাবস্থ হইয়া থাকে যে, অল্প একটু বাহিরের জল বা বায়ুর অবস্থাপরিবর্ত্তন হইলেই অমনি নূতন একটি রোগ আসিয়া দেখা দেয়। বায়ু বা জলস্থ অতি সামান্য ব্যাধিবীজ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে, মনে হয় এবার বুঝি আর তাহার প্রতীকার হইল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয় হয়, এ ব্যক্তি চিররুগ্নাবস্থায় অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। পরিমিত ব্যায়াম, উপযুক্ত পথ্য ও বলকর ঔষধ ক্রমান্বয়ে সেবন করিতে করিতে তাহার রোগপ্রবণ দেহ সবল হইয়া উঠে, কালে সেই দেহে আবার রোগের বীজ বিনষ্ট করিবার উপযোগী বিষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। দেহসম্বন্ধে যাহা সত্য আত্মার সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। অনুতাপ, প্রার্থনা, উপাসনা, নির্জ্জনচিন্তা, সাধুসঙ্গ, তদভাবে সদ্গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি উপায়গুলি অতি যত্নের সহিত আশার সহিত প্রতিপালন করিতে করিতে আত্মা অল্পে অল্পে পুনরায় সবল হইয়া উঠে, কালে অন্তরাত্মার কথায় অবহেলা করিয়া যে নিস্তেজস্কতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তিরোহিত হইয়া আত্মাতে বলসঞ্চার হয় এবং সমাগত পরীক্ষাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবার সামর্থ্য জন্মে। 'পুত্রের বিরোধে পাপ করিলে ক্ষমা আছে, পবিত্রাত্মার বিরোধে পাপ করিলে ক্ষমা নাই' এ কথার অর্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম না করাতে তোমাতে নিরাশা উপস্থিত, উহার অর্থ বুঝিলে আর তোমার কোন নিরাশার কারণ থাকিবে না।

বুদ্ধি। ও কথার অর্থ তবে কি?

বিবেক। পুত্র মানব, সুতরাং তাঁহাতে মানবোচিত মনঃক্ষোভাদি সকলই আছে। পুত্রের বিরুদ্ধে পাপ করিলে তাঁহার যে ক্ষোভ হয়, অনুনয় বিনয় করিলে তাহা চলিয়া যায়, তিনি অতীত ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমা করেন বলিয়াই পুত্রের প্রতি অপরাধের ক্ষমা আছে বাইবেলে এরূপ লিখিত আছে। পবিত্রাত্মার বিরোধে পাপাচরণের ক্ষমা নাই এইজন্য যে, কোন লোকের কোন আচরণে পবিত্রাত্মা ক্ষুব্ধ হন না, কোন প্রকার বিকারগ্রস্ত হন না। যদি তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন বিকারগ্রস্ত হইতেন, তাহা হইলে অনুনয় বিনয়ে ক্ষোভ ও বিকার চলিয়া যাইত, অপরাধকারী ক্ষমা পাইত। পবিত্রাত্মার বিরোধে যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়াছে, তাহা যখন ক্ষমার বিষয় হইল না, তখন সে পাপাচরণের জন্য উপযুক্ত দণ্ড পাইতেই হইবে, সে দণ্ড অতিক্রম করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। দণ্ডে পাপাচারী শুদ্ধ হইয়া গেলে, সে আবার পূর্ব্ব নির্দ্দোষাবস্থা লাভ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি পবিত্রাত্মার বিরোধে পাপ করিয়াছ বলিয়া এখনও দণ্ডাধীন রহিয়াছ, কিছুতেই পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে পারিতেছ না। কিন্তু জানিও তোমার এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার অবস্থা তীব্র ঔষধ, এই ঔষধসেবনে তুমি পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার উপায়।

বুদ্ধি। আমার মনে হইয়াছিল, আর দুঃখের কাহিনী তুলিব না। তুমি বলিয়াছিলে উপাসনা বন্দনাদিতে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকিয়া পূর্ব্বাপরাধের নিষ্কৃতি করিব, তাই মনে করিয়াছিলাম, আজ উপাসনার তত্ত্ব তোমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিব। একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় উপস্থিত, সেই জিজ্ঞাস্য বিষয়টির উত্তর শুনিয়া পরের বার হইতে উপাসনাদির তত্ত্ব তোমার নিকটে শুনিব। জিজ্ঞাসা করি, এখন আমার ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার উপায় কি? সহজে যাহা বুঝিতাম, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া এখন আমার এমনই অবস্থা হইয়াছে যে, এখন আর সহজে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে পারিতেছি না; বল এখন আমার সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিবার উপায় কি?

বিবেক। সহজে ইচ্ছা বুঝিবার অধিকার তুমি হারাইয়াছ, ইহাতে তোমার যতদূর ক্লেশ হইয়াছে, তদপেক্ষা আমার অধিকতর ক্লেশ হইয়াছে। এখন ইচ্ছা

বুঝিবার উপায় কেবল ঘটনা। অন্তরের অবস্থা যখন ঠিক নাই, তখন ঘটনা-সকলের প্রকৃত অর্থ বুঝা তাহাও তোমার পক্ষে এখন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার একথা শুনিয়া তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার প্রতি অতিশয় অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতেছি, যতদূর তোমার অন্তরের অবস্থা মন্দ হয় নাই, আমি ততদূর মন্দ অবস্থা বর্ণন করিতেছি। দেখ, বুদ্ধি, তোমার মাথার উপর দিয়া একটী দুটী ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহা নহে, কত ঘটনা ঘটিল, কিন্তু সে ঘটনাগুলির আরম্ভ ও শেষে তুমি কি উহাদের যথার্থ তত্ত্ব অবধারণ করিয়াছ? যাদৃশ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, আজ পর্য্যন্তও তাদৃশ ঘটনা ঘটা নিবৃত্ত হয় নাই। বল সে সকল ঘটনা কি তোমার নিকটে এমন কোন নবীন আলোক আনিয়াছে, যদ্দ্বারা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নিয়মিত হইতে পারে? যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে শেষ ঘটনা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাক। সেই শেষ ঘটনায় তোমার জীবনের এক পরিচ্ছেদ শেষ হইবে, সেই পরিচ্ছেদে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব ঘটনাগুলির মর্ম্ম কিছু না কিছু তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে, তোমার জীবন কেন, প্রত্যেকের জীবন ঘটনারাশিতে পূর্ণ। এক পরিচ্ছেদ শেষ হইয়া অন্য পরিচ্ছেদের আরম্ভ হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ তোমার জীবনে স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক লিখিত হইবে। যদি এ পৃথিবীর শেষ পরিচ্ছেদে দুঃখ অনুতাপ করিবার কিছু না থাকে, হাসিতে হাসিতে জীবন-দাতার ক্রোড় আশ্রয় করিতে পার, তাহা হইলে আপনাকে ধন্য মনে করিও। জানিও আমার আশা ও অভিলাষ এই যে, তুমি প্রসন্নমুখে প্রসন্নতা ছড়াইতে ছড়াইতে পৃথিবীর প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া নূতন জগতে জীবনের নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিতে পারিবে।

প্রার্থনা।

বুদ্ধি। সকল দুঃখের কাহিনী বিদায় করিয়া দিয়া আজ সমাহিতভাবে উপাসনার তত্ত্ব তোমার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। আশা করি অধ্যাত্মজীবনের আরম্ভ হইতে উন্নতাবস্থা পর্য্যন্ত পরপর উপাসনার যে প্রকার উপযোগিতা আছে তাহা ক্রমে বলিয়া আমায় সুখী করিবে।

বিবেক। তুমি দুঃখের কাহিনী বিদায় করিয়া দিলে, ইহাতে আমি সুখী হইলাম। যত দুঃখের দিক্ ভাবিবে, তত মন অবসাদগ্রস্ত হইবে, মনের বল

হ্রাস হইবে, অবসন্নতা অতিক্রম করা কঠিন হইয়া পড়িবে। অতএব কর্ত্তব্য এই যে. ঈশ্বর ও তাঁহার রাজ্য, ইহাই নিয়ত তোমার ভাবনার বিষয় করিবে। কিসে ঈশ্বরকে আরও ভাল করিয়া জানিতে পার, কিসে সর্ব্বত্র তাঁহারই শাসন দর্শন করিয়া তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি অবলোকন করিতে সমর্থ হও, এই দিকে তোমার যত্ন নিয়োগ করা কল্যাণবহ। দেখ এইরূপে মনকে নিযুক্ত রাখা সাধন বিনা কখন হয় না। যে মন সাংসারিক সুখের জন্য নিয়ত ব্যস্ত, সে কি প্রকারে ঈশ্বর ও তাঁহার রাজ্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবিবে? ঈশ্বর ও তাঁহার রাজ্যের চিন্তায় যে সাধনের প্রয়োজন, তাহা কৃচ্ছ্র সাধন নহে, উপাসনাসাধন। যে ব্যক্তি নূতন অধ্যাত্মজীবন আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে সমগ্র অঙ্গের উপাসনা সম্ভব নহে। এমন কোন একটি অঙ্গ তাহার জীবনের তখন উপযোগী. যেটিতে সিদ্ধ হইলে অন্যান্য অঙ্গের সাধন তাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে। এ অঙ্গটি প্রার্থনা। প্রার্থনা বালক হইতে বৃদ্ধ সকলেরই উপযোগী; এজন্য জনসমাজের বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে প্রার্থনা প্রচলিত রহিয়াছে। এ দেশে বেদান্তের প্রাদুর্ভাবকালে চিন্তা ও ধ্যান এ দুই অঙ্গ নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি চিন্তা ও অনুধ্যান দ্বারা বেদান্তিগণ যাহা লাভ করিতে যত্ন করিতেন, সেটির জন্য তাঁহাদিগকেও প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। 'অসৎ হইতে আমাকে সতে, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও' বেদান্তিগণ এ প্রার্থনা পরিহার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, কোন দেশে কোন সময়ে কোন জাতি প্রার্থনাবিরহিত হয় নাই, হইতে পারে না। অধ্যাত্মজীবনারম্ভে প্রার্থনার বিশেষ উপযোগিতা এইজন্য যে, সে সময়ে শারীরিক জীবনের প্রাবল্য রহিয়াছে। শরীরের স্পৃহণীয় বিষয়সমূহ হইতে বিরত হইয়া আত্মার বিষয়ে চিত্ত স্থাপন করা এ সময়ে সাধনার্থীর পক্ষে বড়ই কঠিন। দুই মিনিট মন স্থির রাখা যে অবস্থায় অসম্ভব, সে অবস্থায় উপাসনার উচ্চ অঙ্গে প্রবেশ কি প্রকারে ঘটিবে? মন স্থির করিবার জন্য শারীরিক বিষয়ের স্পৃহা হইতে মনকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। বিষয়স্পৃহা নিবারণ করিতে হইলে মনের বলের আবশ্যক। সে বল সাধনার্থী ঈশ্বরভিন্ন আর কাহারও নিকট হইতে পাইতে পারে না। শাস্ত্র, উপদেশ, সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ ইত্যাদিতে সে উপায় জানিতে পারে, কিন্তু উপায় নিয়োগ করিবার জন্য

বলের প্রয়োজন ; সেই বলেরই তাহার অভাব। সাধুগণ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধনে প্রোৎসাহিত করিতে পারেন, কিন্তু অন্তরে বল না থাকিলে সে উৎসাহ স্থির হইতে আসিয়া জীবনের উপর স্থায়ী কার্য্য করিতে পারে না, কারণ উৎসাহ-পূর্ব্বক যত্ন করিতে গিয়া যদি দেখা যায় উপযুক্ত বল নাই, অমনি নিরাশা উপস্থিত হয়। সুতরাং এস্থলে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ভিন্ন আর সাধনার্থীর গত্যন্তর নাই।

বুদ্ধি। প্রার্থনাতো একটি উপায়মাত্র। এ উপায়ের নিয়োগ যদি সকলের পক্ষে সহজ হয়, নিয়োগে আন্তরিক বলের প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে 'উপায় নিয়োগ করিবার জন্য বলের প্রয়োজন, সেই বলেরই তাহার অভাব' একথা বলিয়া উপায়কে খর্ব্ব করা কি ভাল হইল ?

বিবেক। প্রার্থনা ও অন্য উপায়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রার্থনা আত্মার স্বাভাবিক ক্রন্দন. অন্য সকল উপায় তাহা নহে। আধ্যাত্মিক অন্নের জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলেই তল্লাভের জন্য ক্রন্দন করিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিয়া ক্রন্দন করিলে সে ক্রন্দন কখন বিফল হইতে পারে না, কেন না ক্ষুধা তৃষ্ণার অন্ন পান যোগাইতে ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রস্তুত। আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণার অন্ন পান তিনি স্বয়ং, সুতরাং তিনি বল হইয়া আত্মাতে প্রবিষ্ট হন। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে ক্রমে যে বলসঞ্চার হইতে থাকে, সেই বলে শারীরিক স্পৃহা সকল নির্জ্জিত হইয়া অধ্যাত্মবিষয়ে চিত্তস্থাপনে মনের সামর্থ্য জন্মে। যখন প্রার্থনা দ্বারা এইরূপে স্পৃহা নির্জ্জিত রাখিবার সামর্থ্য জন্মায়, তখন উপাসনার অন্যান্য অঙ্গ সাধন করিবার সময় উপস্থিত হয়।

উদ্বোধন।

বুদ্ধি। প্রার্থনা দ্বারা মনকে কথঞ্চিৎ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে, এখন আর মন পূর্ব্ববৎ চঞ্চল নাই, তবে পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইয়া বাহিরে যায়, এরূপ অবস্থায় কোন্ সাধন আবশ্যক ?

বিবেক। মন পূর্ব্ববৎ চঞ্চল নাই, অথচ পূর্ব্বাভ্যাস সর্ব্বথা পরিহার করিতে অসমর্থ, এ অবস্থায় উপাসনার প্রথমাঙ্গ উদ্বোধন সাধকের অনুসর্তব্য। উপাসনা আরম্ভ করিতে গিয়া যখন সাধক দেখিতে পান, মন স্বস্থানে নাই বাহিরে গিয়াছে, তখন তাহাকে স্বস্থানে আনয়নের জন্য এমন সকল বিষয় নয়নের সম্মুখে

আনয়ন করিতে হয়, যাহাতে মন আর বাহিরে থাকিতে পারে না; সেই সকল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের স্বভাব এই যে, যে বস্তুর আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে তৎপ্রতি উহা আকৃষ্ট হইয়া তাহারই দিকে ধাবিত হয়। মন যে সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া আছে, সে সকল বিষয় অতিতুচ্ছ, তদপেক্ষা তাহার আকৃষ্ট হইয়া থাকিবার উৎকৃষ্টতম পদার্থ আছে, ইহা মনকে বুঝাইবার জন্য উদ্বোধন। সুতরাং উদ্বোধনে ঈশ্বরের সেই সকল গুণের উল্লেখ হয়, যাহাতে তৎপ্রতি মন স্বতঃ আকৃষ্ট হইতে পারে। ঈশ্বরের গুণের উল্লেখের সঙ্গে সংসারের অসারত্ব দুঃখপ্রদত্ব প্রভৃতি যে উল্লিখিত হয়, উহা ঈশ্বরের সুখশান্তিপ্রদ গুণসকলের প্রতীতি পুষ্ট করিবার জন্য।

বুদ্ধি। কথায় উদ্বোধন না করিয়া জগতের সৌন্দর্য্যাবলোকনেও তো মন ঈশ্বরের দিকে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। বিচিত্র নক্ষত্রখচিত আকাশ, সরিৎ, সমুদ্র, গিরি, গুহা, কাননাদিও তো মনকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। শব্দাপেক্ষা এ সকলকে কি আরও ভাল উদ্বোধনের বিষয় করিয়া লওয়া যাইতে পারে না?

বিবেক। বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃতির শোভাদর্শনের সামর্থ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। আকাশাদি দেখিয়া তাহাদের মনে কোন ভাবোদয় হয় না। পুষ্পাদি সুন্দর পদার্থ তাহারা বিষয়ভোগের উপাদানরূপে গ্রহণ করে, সুতরাং সে সকল দেখিয়া ঈশ্বরকে মনে পড়া দূরে থাকুক ভোগের বিষয়ই তাহাদের মনে পড়ে। এ অবস্থায় তাহাদের মন হইতে বিষয়ানুরাগ অন্তরিত করিয়া দিতে না পারিলে, তাহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের মহিমা, গৌরব, তাঁহাতেই জীবের সুখ শান্তি, তাঁহাকে ছাড়িয়া বিষয়ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দুঃখ অশান্তি যাতনা অবশ্যম্ভাবী, ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শব্দে সেই সকলের সমালোচনা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং ভোগানুরক্ত বিষয়িগণের মনকে ঈশ্বরের দিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে শব্দেই উদ্বোধনের প্রয়োজন।

বুদ্ধি। যে সকল ব্যক্তি স্বভাবে অবস্থান করিতেছে, বিষয়ানুরাগে চিত্ত কলুষিত হয় নাই, যেমন বালক ও আদিমাবস্থার লোক সকল, ইহাদিগের মনতো বিচিত্র নক্ষত্রখচিত আকাশাদিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে?

বিবেক। এখানেও তোমার ভুল হইতেছে। বালকগণ নব নব বস্তু

দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হয়, এবং তাহাদিগের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে; এ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ঈশ্বরসম্পর্কে নহে, সেই বস্তুসম্পর্কে। তাহাদিগেতে এখনও সে জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় নাই, যে জ্ঞানে তাহারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে। সে জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে তত্ত্বালোচনা প্রয়োজন। তত্ত্বালোচনা শব্দাশ্রয় না করিয়া হয় না, সুতরাং বালকগণের ঈশ্বরসম্পর্কীয় জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শব্দঘটিত উদ্বোধন আবশ্যক। আদিমাবস্থাপন্ন লোক সকল বালকগণসদৃশ। জ্ঞানাঢ্য সমাজের বালকগণ তাহাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আদিমাবস্থার লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বহু পরিশ্রম প্রয়োজন।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে ঈশ্বরসম্বন্ধে 'সহজজ্ঞান' যে সকল মানুষের মনে আছে, এ মত খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে।

বিবেক। সে মত খণ্ডিত হইল না, সেই মতসম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে ভ্রান্তি আছে, এতদ্দ্বারা তাহারই নিরসন হইল। দেহ ও মনের অনেকগুলি সামর্থ্য দেহে ও মনে নিগূঢ়াবস্থায় অবস্থান করে, সেগুলিকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থা, বিশেষ বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। কারণান্বেষণমধ্যে মূল কারণ ঈশ্বরের দিকে চিত্তের নিগূঢ় গতি রহিয়াছে। কারণান্বেষণ করিতে করিতে জ্ঞান উজ্জ্বল হয়, যত জ্ঞান উজ্জ্বল হয় তত মূল কারণের দিকে দৃষ্টি পড়ে। পরিশেষে এই মূল কারণই যে ঈশ্বর, এ জ্ঞান পরিস্ফুট হয়।

সগুণ ও নির্গুণবাদ।

বুদ্ধি। উদ্বোধনের পর আরাধনা। আশা করি এবার আরাধনার তত্ত্ব বলিবে।

বিবেক। আরাধনার তত্ত্ব বলিবার পূর্ব্বে একটী কথা বুঝাইবার আছে, তাহাই অদ্য তোমায় বুঝাইব। উদ্বোধনে তোমার মন ঈশ্বরের দিকে উদ্বুদ্ধ হইল, এক অখণ্ড বস্তু চিত্তে প্রতিভাত হইল। সেই অখণ্ড বস্তু কি অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বিবিধগুণবিশিষ্ট, না তিনি তাদৃশ গুণবিহীন? সগুন ও নির্গুণবাদ লইয়া বিরোধের কথা শুনিয়াছ, সে বিরোধ যে একেবারে মূলশূন্য এরূপ কখন মনে করিও না। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা কেবল পণ্ডিত নহেন, তাঁহারা সাধকও। সুতরাং তাঁহারা সত্যের অনুরোধ বিনা অন্য কোন অনুরোধে বিরোধ করিয়াছেন, ইহা কাহারও মনে করা উচিত নয়। দেখ যত সকল বস্তু আছে

তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে বলিয়া তাহারা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। শুক্ল কৃষ্ণত্বাদি, শীতোষ্ণাদি, আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি বস্তুগুণ সেই সেই বস্তুনিষ্ঠ নহে, যদি বস্তুনিষ্ঠ হইত তাহা হইলে একই বস্তুতে ইহাদের ভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপে পরিবর্ত্তন কখন ঘটিত না। যদি বল এ সকল জড়ীয় গুণ, ইহাদের পরিবর্ত্তন হইলে অজড়বস্তুর উপরে কি দোষ পড়িতে পারে? জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি অজড় বস্তুর গুণ, ইহারা নিত্যকাল স্থায়ী, এ সকল গুণ ঈশ্বরেতে দর্শন করিলে, দেখিতেছি তাহাতে তো কোন দোষ ঘটিতে পারে না। দোষ আছে কি না তৎসম্বন্ধের বিস্তৃত বিচারে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু প্রেমপুণ্যের বিরোধের উপরে সম্প্রদায় বশেষে যে ঘোরতর মতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কি তুমি জান না? পুণ্য ন্যায়ের আকারে প্রকাশ পাইয়া পাপীর পাপকে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করে, পাপকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না; এ দিকে প্রেম পাপীর প্রতি সুকোমল ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না। এই যে প্রেমপুণ্যের বিরোধ, এ বিরোধ ঘুচিবে কি প্রকারে? শুক্ল ও কৃষ্ণ, শীত ও উষ্ণ ইত্যাদি গুণ যে প্রকার পরস্পরবিরোধী, ঈশ্বরেতে এ প্রকার বিরোধ থাকিলে তাঁহার অখণ্ডত্ব খণ্ডিত হইয়া যায়, তিনি অন্যান্য বিকারী বস্তুর ন্যায় বিকারী হয়েন, ইহা দেখিয়া নির্গুণবাদিগণ তাঁহাতে কোন গুণ স্বীকার করেন না। অধিকন্তু আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি সে জ্ঞান ঈশ্বরেতে কি প্রকারে সম্ভবে? জ্ঞেয়বস্তুর সঙ্ঘর্ষণে না আসিলে প্রচ্ছন্ন জ্ঞান কি কখন প্রকাশ পায়? এই সঙ্ঘর্ষণ হইতে গেলে জ্ঞানের অতিরিক্ত জ্ঞেয় বস্তু থাকা প্রয়োজন। ঈশ্বরের অতিরিক্ত কোন বস্তু স্বীকার করিলে, তিনি সেই বস্তু দ্বারা পরিমিত হইয়া পড়েন। জ্ঞানসম্বন্ধে যেমন অসম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া গেল, প্রেমাদি সকল স্বরূপেতেই তেমনি অসম্ভাবনা আছে। এ কালের পাশ্চাত্য নির্গুণবাদীরা অতি নিপুণতা সহকারে এই সকল বিষয় ভাল করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তুমি যদি নির্গুণ ও সগুণবাদের মিল না করিয়া লইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতে যাও, ঈশ্বরের বিবিধ গুণ সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বিকারিবস্তুবৎ করিয়া ফেলিবে; কালে তর্কের তরঙ্গে পড়িলে তোমার সমুদায় আরাধনা অযুক্ত বলিয়া মনে হইবে, পরিশেষে ধ্যানধারণা প্রভৃতি সকলই সেই অযুক্তিভূমি আশ্রয় করিয়া উপস্থিত বলিয়া কিছুতেই আর তোমার আস্থা থাকিবে না।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহা বুঝিলাম, কিন্তু সগুণ ও নির্গুণবাদের সামঞ্জস্য করিয়া ঈশ্বরের অখণ্ড বস্তুত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ করিতে হইবে, বল শুনি।

বিবেক। ঈশ্বরকে শক্তি বলিতে কাহারও আপত্তি নাই, কেন না শক্তি বিনা জগৎই হইতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ তাঁহাকে শক্তি বলিয়া মানেন, এদেশীয়গণ তাঁহাকে চিৎ বলেন। জ্ঞান বলিলে তদতিরিক্ত জ্ঞেয় চাই, এ আপত্তি মিথ্যা; কেন না জ্ঞেয় কখন জ্ঞানের বহির্ভূত নহে যে, জ্ঞেয় উহার অতিরিক্ত হইবে। মানবের জ্ঞেয় তাহার জ্ঞানের বাহিরে আছে সত্য, কিন্তু সেই সকল জ্ঞেয় মানবগণের জ্ঞানের বিষয় হইয়া জ্ঞানের সহিত একাকার হইয়া যায়, এবং জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে; এজন্য যখন প্রয়োজন তখন উহারা মনের নিকটে প্রতিভাত হয়। মানবের বাহির অন্য বস্তু আছে বলিয়া অগ্রে তাহার সহিত সংস্পর্শ হইয়া পরিশেষে উহা জ্ঞেয়ের আকারে জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইয়া যায়, ঈশ্বরেতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞেয় তাঁহার জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বাহির হইতে জ্ঞেয়কে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় করিতে হয় না। মানবের জ্ঞানের অন্তর্ভূত জ্ঞেয়কে চিন্তার বিষয় করা, জ্ঞানের সম্মুখস্থ করা যখন আমরা নিয়ত দেখিতেছি তখন নিখিল জ্ঞেয় যে ঈশ্বরের জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইয়া আছে, উহারা তদতিরিক্ত নহে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ব্যাপার নহে। অতএব পূর্ব্ব ও পশ্চিমবাসী পণ্ডিতগণের সঙ্গে এক চিচ্ছক্তিতে সগুণ ও নির্গুণবাদের বিরোধ ঘুচিয়া যাইতেছে।

বুদ্ধি। এক চিচ্ছক্তিতে সগুণ ও নির্গুণবাদের বিরোধ কি প্রকারে ঘোচে, আশা করি, সেই কথা বলিবে।

বিবেক। বিষয়টি সহজ কথায় বলা একটু কঠিন; তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, সহজ হয় কি না? শিশুর পিতা মাতা শিশুর অভাব জানেন, এবং সে অভাব পূরণ করিবার জন্য তাঁহাদের সামর্থ্য আছে। যদি তাঁহারা অভাব জানিতেন অথচ তাহার পূরণ করিবার তাঁহাদের সামর্থ্য না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা যে শিশুকে ভালবাসেন তাহা কিছুতেই প্রকাশ পাইত না। অবশ্য পিতা মাতার সকল অভাব পূরণ করিবার সামর্থ্য নাই। যেখানে সামর্থ্য নাই, সেখানে তাঁহারা পূরণ করিবার জন্য প্রয়াস পান, যথোচিত যত্ন চেষ্টা করেন, তাই সে স্থলেও তাঁহাদিগের ভালবাসা হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি অভাবপূরণ

না করিতেন বা পূরণ করিবার জন্য প্রয়াস প্রযত্ন না দেখাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যে ভালবাসা আছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার কোন উপায় থাকিত না। জ্ঞান ও শক্তি উভয়ের মিলনে যে প্রেম প্রকাশ পায়, যাহা বলা হইল তাহাতেই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। জ্ঞান ও শক্তিও যাহা প্রেমও তাহা, প্রেম কিছু ভিন্ন পদার্থ নহে। যিনি তোমার বিষয় জানেন এবং জানিয়া যাহা করিতে হয় নিরলসভাবে তাহা করেন, তাঁহাকে তুমি তোমার প্রতি প্রেমবান্ বলিয়া বিশ্বাস কর। এক ব্যক্তি যদি তোমার বিষয় সর্ব্বদা ভাবে, এবং কেবল ভাবে তাহা নহে সেই সেই বিষয় নিয়ত তোমায় যোগায়, তাহাকে তুমি তোমার প্রতি প্রেমযুক্ত না বলিয়া থাকিতে পার না। অতএব জ্ঞান ও শক্তিই সম্বন্ধভেদে প্রেমরূপে প্রকাশ পায়, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তিই যে প্রেম, এইরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

বুদ্ধি। আচ্ছা, চিচ্ছক্তি যেন প্রেম হইল, পুণ্য হইবে কি প্রকারে?

বিবেক। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি কখন অজ্ঞান ও অশক্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। যেখানে জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান, শক্তির সহিত অশক্তি মিশিয়া আছে, সেখানে পদে পদে স্খলনের সম্ভাবনা আছে। পদে পদে স্খলনে সেই জ্ঞান ও শক্তিতে বিমিশ্র ভাব উপস্থিত হয়, তাহাতে শুদ্ধতা থাকে না। ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি যখন অজ্ঞান ও অশক্তিবিমিশ্র নহে, তখন শুদ্ধতা বা পুণ্য তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে অভিন্ন, ইহা আর মানিবে না কেন?

বুদ্ধি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শক্তি মানেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ঈশ্বরে জ্ঞান স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?* শক্তিতে জীব ও জগৎ উভয়েরই উৎপত্তি সম্ভবপর। সুতরাং কেবল শক্তি মানিলেইতো হয়, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান মানিবার কারণ কি?

বিবেক। একটি মানিলেই আর একটি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আসিয়া পড়ে। শক্তি বলিলেই কিছু করিবার শক্তি বুঝায়। করিতে গেলেই জ্ঞানপূর্ব্বক করা চাই, অন্যথা উহার পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ থাকিবে না। পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ না থাকিলে জগতের প্রত্যেক পদার্থের সহিত প্রত্যেক পদার্থের মিলন, এবং তাহা হইতে বিচিত্রতার উৎপত্তি সম্ভব নহে। পদার্থনিচয়ের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধমধ্যে অভিপ্রায় প্রকাশ পায়; কারণ ইটির সঙ্গে ইটির সংযোগ হওয়াতে এইটি হইয়াছে, অন্যথা

বৃদ্ধি হইতে পারিত না, কেবল হইতে পারিত না তাহা নহে সেরূপ সম্বন্ধ না হইলে সে বস্তু সেরূপ থাকিতেই পারিত না; বস্তুমধ্যে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সমঞ্জস ভাবে কার্য্য করিতে পারিত না, এবং সেই সমঞ্জসভাবে কার্য্য করা হইতে সুতরাং ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহার সহিত উহার সম্বন্ধ প্রকাশ পাইত না। এ সকলেতেই সেই শক্তি যে অন্ধশক্তি নহে জ্ঞানশক্তি, ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

বুদ্ধি। তবে কি জ্ঞান ও শক্তি স্বতন্ত্র? তাহা হইলে তো ঈশ্বরে দুটি ভিন্ন গুণ প্রকাশ পাইয়া তাঁহাকে অন্যান্য পদার্থের মত সগুণ করিয়া তুলিল, এবং এই দুই গুণ বস্তুর স্বরূপ নয় বলিয়া গুরুত্বাদির ন্যায় একদিন তিরোহিত হইয়া যাইতেও পারে।

বিবেক। জ্ঞান ও শক্তি দুটি গুণ নহে, বস্তুর স্বরূপ। ভিন্ন দিক্ দিয়া দেখাতে উহা ভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। ব্রহ্ম কি বস্তু? জ্ঞানবস্তু। জ্ঞানবস্তুর স্বভাব কি? আপনাকে ও পরকে প্রকাশ করা উহার স্বভাব। আপনাকে ও পরকে যে প্রকাশ করা, এই প্রকাশ করাই শক্তি। আবার আত্মপর প্রকাশ করাও যাহা জ্ঞানও তাহা। আত্মপরপ্রকাশক লক্ষণ বিনা অন্য লক্ষণে তুমি জ্ঞানকে কখন চিন্তার বিষয়ই করিতে পার না। প্রকাশ করা যদি শক্তি হয়, তবে সে শক্তি ও জ্ঞান একই বস্তু হইল, ভিন্ন বস্তু হইল না। সুতরাং চিচ্ছক্তি বলাতে আর কোন বিরোধ রহিল না; পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় প্রদেশের পণ্ডিত-গণের সহিত মিলন হইল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেবল শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শক্তির ক্রিয়া দেখাইতে গিয়া পদে পদে শক্তি যে জ্ঞান তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং কেবল শক্তি বলা তাঁহাদের পক্ষে কেবল একটা কথার কথা দাঁড়াইয়াছে। যাহা বলিলাম আশা করি তাহা বুঝিতে পারিলে।

আরাধনা।

বুদ্ধি। তুমি কি এবার আরাধনার তত্ত্ব বলিবে?

বিবেক। আরাধনার তত্ত্ব বলিবার পূর্ব্বে যথার্থ আরাধনা হইবার পক্ষে কি প্রয়োজন তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য আপামরসাধারণ সকলকে হরিনাম বিতরণ করিলেন, কিন্তু দেখ তিনিও নিয়ম করিলেন, 'তৃণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া হরিনাম নিরত কীর্ত্তন করিতে হইবে।' তাঁহার এ নিয়মকে অতীব দুঃসাধ্য মনে করিয়া একজন বৈষ্ণব

আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "বৈষ্ণব হইব বলি বড় ছিল আশ; তৃণাদপি শ্লোকে পাড়ল পরমাদ।" সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে 'তৃণ হইতে নীচ' ইত্যাদি কথার মধ্যে আমিত্বের গন্ধ আছে। আমি তৃণ হইতে নীচ, আমি তরু হইতে সহিষ্ণু, আমি স্বয়ং অমানী, অপরকে মান দিয়া থাকি, এ জ্ঞান যে ব্যক্তির জন্মিল, তাহার আমিত্বতো একেবারে নির্ম্মূল হয় না। সত্যই যে ব্যক্তি উক্ত নিয়মানুরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহার সে বোধ কিছু দূষণীয় নয়. কিন্তু আরাধনার অধিকারিত্ব ইহা হইলেও হয় না। আমিত্বকে সম্পূর্ণ ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া আমিত্বশূন্য হইয়া আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তবে আরাধনায় কৃতকৃত্য হওয়া যায়।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আরাধনা হইতেই পারে না। তবে ব্রাহ্মসমাজে আরাধনার এত আড়ম্বর কেন?

বিবেক। ব্রাহ্মসমাজে যে আরাধনা হয় তাহা খাঁটি হয় কি না, বক্তৃতামাত্রে পর্য্যবসন্ন হয় কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। 'আমিত্বশূন্য' বিশেষণটি শুনিবামাত্র যে, আরাধনা হওয়া অসম্ভব বলিয়া তুমি স্থির করিলে ইহা ঠিক হইল না। শ্রীচৈতন্য হরিনামগ্রহণে যে নিয়ম করিয়াছেন, তদপেক্ষা এটি সহজ, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে। সাধক আরাধনা করিবেন, কাহার? অনন্ত ব্রহ্মের। অনন্তের সমীপবর্ত্তী হইতে গেলেই যে সান্ত জীব কিছুই নয় হইয়া যায়, তাহার আমিত্বের অভিমান বিলুপ্ত হয়। সে কি আর তখন আপনার শক্তি-জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যের অভিমান রাখিতে পারে? ঈশাকে ভাল বলাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমায় ভাল বলিও না. ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ ভাল নয়, এ কথার মর্ম্ম কি কিছু বুঝিয়াছ? অনন্তকে কদাপি চক্ষুর আড়াল করিও না, দেখিবে আমি কিছুই নই, আমার কিছুই নাই, এই ভাব সিদ্ধ হওয়া কত সহজ। আরাধনার প্রথম বাক্যেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' রহিয়াছে। তোমায় মহতোমহীয়ান্ অনন্ত ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইতে হইবে, সেস্থলে তোমার আমিত্বের অভিমান দাঁড়াইবে কি প্রকারে?

বুদ্ধি। তুমিতো বলিলে অনন্তের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র আমিত্বের অভিমান বিলুপ্ত হয়। লোকে আরাধনাও করে, অথচ আমিত্বের অভিমানও ঘোচে না, ইহার অর্থ কি? তুমি বলিবে, তাহারা অনন্তের সমীপবর্ত্তী হয় না। হয় না কেন, তাহারওতো কোন একটা কারণ আছে?

বিবেক। কারণতো আছেই। 'আমিত্বকে ভগবচ্চরণে অর্পণ' এই কয়েকটি শব্দ যে আমি উচ্চারণ করিয়াছি, তৎপ্রতি তুমি বুঝি মনোযোগ কর নাই? ঘর বাড়ী দেহ মন ইত্যাদি যাহা কিছু 'আমার' বলা যায়, সে সকলই আমিত্বের অন্তর্গত। যে সকলকে আমার আমার বলি সেই সকল জীবকে, সে আপনি কি তাহা ভুলাইয়া দেয়। যে সকলকে 'আমার' বলি, সে সকল আমার নয়, আমি পর্য্যন্ত আমার নই, এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া জীবের আমিত্ব স্ফীত হইয়া উঠে। সেই দিন জীবে যথার্থ তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পায়, যে দিন সে হৃদয়ঙ্গম করে, এ সকলই ঈশ্বরের, আমিও ঈশ্বরের। এই তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইবামাত্র সকলই ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হইল, আমির স্থল ঈশ্বর আসিয়া অধিকার করিলেন। 'আমিত্বকে ভগবচ্চরণে অর্পণ' এ বাক্যের অর্থ এই। এই অর্পণকে 'সন্ন্যাস' বলে। সন্ন্যাস দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের আরাধনা করিবার অধিকার লাভ হয়, শঙ্করাদি এজন্যই এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়া ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহাই আমার অভিলাষ।

বুদ্ধি। আমি নারী হইয়া সন্ন্যাসিনী হইব, ইহা কি সম্ভব? সংসারের সকল বিষয় যে জাতিকে দেখিতে হয়, সে জাতি কিরূপে সন্ন্যাসী হইবে।

বিবেক। নারীইতো সন্ন্যাসী হইবার যোগ্য। যাহার আপনার জন্য কিছু নাই পরের জন্য সব, সেইতো সন্ন্যাসী। তবে পুত্র কন্যাদির জন্য সন্ন্যাস না করিয়া ঈশ্বরের জন্য সন্ন্যাস করিলেই নারী আরাধনার অধিকারিণী হইবেন এই মাত্র বিশেষ। পুত্র কন্যাদি সকলেই ঈশ্বরের আমার নহে, অতএব এদের জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্য ইহাদের সেবা করিতেছি, এ জ্ঞান উপার্জ্জন করা কি আর একটা কঠিন কথা? তুমি যে আমোদস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যে মন দিয়াছ, উপাসনা প্রার্থনাকে জীবনের সার করিয়াছ, জানিও এই পথই প্রকৃষ্ট পথ। তোমার সন্ন্যাস সিদ্ধ হউক, তোমার আরাধনা বন্দনা দিন দিন গভীর হউক, এই আমার তোমার প্রতি শুভ ইচ্ছা। একটী কথা বলিয়া রাখি, যেন কখন সন্ন্যাসের অভিমান মনে উপস্থিত না হয়। যদি জিজ্ঞাসা কর, যদি সে অভিমান উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অভিমান উপস্থিত হইয়াছে তাহাই বা বুঝিব কি প্রকারে, অভিমান তাড়াইবই বা কি প্রকারে? জানিও সন্ন্যাসের অর্থ, সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত হওয়া। তোমার সন্ন্যাস দেখিয়া লোকে বিস্মিত

হইল, কত প্রশংসা করিতে লাগিল, হয়তো সেই সময়ে ঈশ্বর তোমায় এমন কাজ করিতে বলিলেন, যাহা করিলে লোকে আর তোমায় স ্যাসী বলিবে না, সংসারী হইয়া গেলে বলিবে। ইহাতে একদিকে তোমার মর্য্যাদা হানি হইবে, অন্যদিকে তুমি যদি ঈশ্বরের সে ইচ্ছা পালন না কর, তুমি মানাকাঙ্ক্ষী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলে। অভিমান সর্ব্বনাশের মূল, ঈশ্বর সে অভিমান কিছুতেই তোমাতে থাকিতে দিবেন না; এজন্য কোন একটি বিষয়ে অভিমান দেখা দিবামাত্র সেটিকে তিনি চূর্ণ করেন, অথবা তোমায় এমন কিছু করিতে বলেন যাহা করিতে গিয়া লোকের কাছে মান থাকে না; অভিমান তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লয়। এ ছাড়া আর একটি কথা বলিতেছি মন দিয়া শোন। কোন বিষয়ে তোমার জয় বা আমার জয় বা অপরের জয় মনে করিও না, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার জয়। একথা বলিতেছি কেন জান? প্রকৃত জয় কাহার জানিলে তুমি নির্ব্বিকার ও প্রসন্নভাবে যিনি নিত্য জয় তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালনে যত্নবতী হইতে পারিবে।

বুদ্ধি। আরাধনা বিবৃত করিবার পুর্ব্বে আমার একটী কথার তোমায় উত্তর দিতে হইতেছে। আপনাকে শূন্য করিয়া না ফেলিলে আরাধনা হয় না, কেন না অনন্তের নিকটবর্ত্তী হইয়া আপনাকে কিছুই নয় না বোঝা অসম্ভব ইহা মানিলাম, কিন্তু যে শূন্য হইয়া গিয়াছে, সে আরাধনা করিবে কি প্রকারে? শূন্য কি কখন আরাধনা করিতে পারে? অবশ্য তখনও তাহার জ্ঞানবুদ্ধ্যাদি আছে, অন্যথা আরাধনায় বাক্য আসিবে কোথা হইতে? শূন্য হওয়াটা তাহা হইলে কথার কথা।

বিবেক। তুমি যে এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহাতে সুখী হইলাম। তোমার এ প্রশ্নে আমি এই বুঝিলাম যে, তুমি কেবল কাণ পাতিয়া আমার কথা শোন তাহা নহে, বিষয়টি তলাইয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টা কর। তোমার এ চেষ্টা অবশ্য সুফল বহন করিবে।

বুদ্ধি। প্রশংসাবাক্য ছাড়িয়া দিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর কি, বল।

বিবেক। প্রশ্নের উত্তর দিব না বলিয়া কি প্রশংসাবাক্যে উহাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছি? দেখ, উপাসনা আর কিছুই নহে উহা আহারের ব্যাপারমাত্র। তুমি আহার কর কখন? যখন ক্ষুধা পায়। ক্ষুধা পাওয়ার অর্থ কি, না জঠর খালি

সুতরাং, জঠর খালি হওয়ার অর্থ কি, না সমুদায় শরীরের যে উপাদানের ক্ষয় হইয়াছে, সেই ক্ষয়ের স্থান পূর্ণ করিবার জন্য শরীর জঠরের নিকটে দাওয়া উপস্থিত করিয়াছে। ক্ষয়ের অর্থ খালি হওয়া শূন্য হওয়া, সেই শূন্য পূর্ণ করিবার জন্য আহারের নিমিত্ত ব্যস্ততা। এখন তুমি এই শূন্য যাহা তাহা দিয়া পূর্ণ করিতে পার না। শরীর যে সকল দ্রব্য পরিশ্রম করিয়া হারাইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য তোমায় তাহার নিকটে আনিতে হইবে, এবং তদ্দ্বারা শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে হইবে। আরাধনাও ঠিক এই প্রকার ব্যাপার।

বুদ্ধি। কেমন করিয়া?

বিবেক। আত্মা সংসারক্ষেত্রে নিরন্তর বিষয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত। এই সংগ্রামে দেহের ক্ষয়িত সামগ্রীর ন্যায় অজ্ঞান, অপ্রেম, অপুণ্য তাহাকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে, আর জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রভৃতির জন্য তাহার ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইতেছে। যে আত্মার ক্ষুধা উদ্রিক্ত হয় না, অজ্ঞানাদিতে অরুচি জন্মায়, তাহার রোগ ভারি। এই রোগ অপনীত করিবার জন্য প্রার্থনারূপ লঘুপথ্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন। এই লঘু পথ্য গ্রহণ করিতে করিতে অগ্নির উদ্রেক হইতে থাকে, তখন ক্ষুধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরাধনারূপ আহারে প্রয়োজন হয়। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে কি তোমার প্রশ্নের মীমাংসা হইল?

বুদ্ধি। যাহা বলিলে তাহাতে প্রশ্নের মীমাংসা হইল বটে, কিন্তু আরাধনা যে আহার ভিন্ন আর কিছু নহে, সে কথাটা ইহার দ্বারা স্পষ্ট বিবৃত হয় নাই।

বিবেক। স্পষ্ট করিয়া বিবৃত না করিলে যখন মনস্তুষ্ট হইতেছে না তখন স্পষ্ট করিয়া বিবৃতই করা যাউক। যে উপাদান ক্ষয় পাইয়াছে অথবা যাহার অভাব হইয়াছে, যদ্দ্বারা তাহার পূরণ হয়, তাহাকে আহার বলি। মানুষ পশু পক্ষী লতা প্রভৃতি সকলের সম্বন্ধেই এই একই কথা। মনে কর তোমাতে যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান লইয়া তুমি বিষয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত। বিষয় প্রবল হইয়া তোমার যে জ্ঞানটুকু ছিল তাহা হরণ করিল, অথবা সে জ্ঞান দ্বারা প্রবল বিষয়কে আত্মবশে আনয়ন করা সুকঠিন হইল সুতরাং তোমার তদপেক্ষা আরও অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন উপস্থিত। যখন অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন, অধিক জ্ঞান না হইলে তুমি সংগ্রাম করিতে পারিতেছ না, তখন তোমার জ্ঞান

থাকিয়াও নাই; কেন না উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ স্থলে নূতন জ্ঞান তোমার আত্মস্থ করা প্রয়োজন হইয়াছে। সে জ্ঞান তুমি কোথায় পাইবে? অবশ্য অনন্ত জ্ঞানের যিনি আকর তাঁহা হইতে পাইবে। পৃথিবীর প্রশস্ত বক্ষ হইতে তোমার শরীরের অভাব পূর্ণ হইতেছে. তোমার আত্মার অভাব পূর্ণ করিবার সামর্থ্য পৃথিবীর নাই, সে সামর্থ্য কেবল ঈশ্বরেরই আছে। কেন আছে জান? আত্মা যে সকল উপাদানে আপনাকে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ করিতে চায়, সে উপাদান পূর্ণপরিমাণে ঈশ্বর ভিন্ন অন্যত্র কোথাও নাই। আত্মার জঠর শূন্য হইয়াছে. সে ক্ষুধায় কাতর, দৌড়াইয়া গিয়া সে তাহার মাতার নিকটে উপস্থিত। সে তাঁহার অঞ্চল ধারণ করিয়া তাঁহার মুখের পানে যাই তাকাইয়াছে, অমনি মাতা তাহাকে স্তন্য দানে প্রবৃত্ত। এই স্তন্যপান করিয়া সে বলিষ্ঠ হইয়া আবার সংগ্রামে বাহির হইল। এ স্তন্যের উপাদান কি? জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যাদিস্বরূপ। আরাধনা আহারের ব্যাপার এই জন্য যে, তদ্দ্বারা আত্মা স্তন্যপান করে, আর তাহার মধ্যে জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি প্রবেশ করিয়া উপাদানের যে ক্ষয় হইয়াছিল তাহার পূরণ হয়। এখন বোধ হয় আরাধনা যে আহারব্যাপার ভিন্ন আর কিছু নয় তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল।

বুদ্ধি। হাঁ এখন বুঝিলাম শূন্যের অর্থ ক্ষুধা। ক্ষুধা নাই, অথচ আরাধনার জন্য দৌড়াদৌড়ি, এ যে ঘোর মিথ্যাচার।

বিবেক। যাহাদের তেমন ক্ষুধা নাই, তাহারা আরাধনা করিতে গিয়া প্রার্থনা করিয়া ফেলে, ইহা কি তুমি দেখ নাই? যাহারা আরাধনা করিতে করিতে প্রার্থনা করিয়া ফেলে এবং সেই প্রার্থনায় আরাধনা আচ্ছাদিত হইয়া যায়, জানিও তাহাদের ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য এখনও প্রার্থনার প্রয়োজন আছে। তবে এ সকল লোককে আমি নিরুৎসাহ করিতে চাই না, কেন না ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। প্রার্থনা দ্বারা যখন তাহাদের ক্ষুধামান্দ্য বিনষ্ট হইবে, তখন তাহাদের আরাধনা প্রকৃত আরাধনা হইবে।

সত্যস্বরূপ।

বুদ্ধি। আজ বোধ করি আরাধনার কথা বলিবার আর কোন বাধা নাই।

বিবেক। বস্তুসাক্ষাৎকার অগ্রে হওয়া চাই, তৎপর আরাধনা। তোমার

যখন বস্তুসাক্ষাৎকার হইয়াছে তখন আর আরাধনার কথা আরম্ভ করিতে আপত্তি কি?

বুদ্ধি। আমার বস্তুসাক্ষাৎকার হইয়াছে, এ আবার কি বলিলে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি মধ্যে মধ্যে এমন এক একটা বল, যাহার অর্থ খুঁজিয়া পাই না।

বিবেক। তুমি আজ এরূপ বলিলে তাহা নয়, আগেও অনেক বার এরূপ বলিয়াছ, কিন্তু পরে তোমায় স্বীকার করিতে হইয়াছে, যাহা আমি বলিয়াছি তাহার বিলক্ষণ অর্থ আছে। দেখ কোন একটি বস্তু আগে মোটামুটি দেখা চাই। উহা যদি মোটামুটি দেখা না হয়, তাহা হইলে সে বস্তু যে আছে, এ জ্ঞানই যখন নাই তখন উহার ভিতরে কি আছে না আছে তাহার বিচার চলিবে কি প্রকারে? আরাধনা করিবার পূর্ব্বে আরাধ্য বস্তুর মোটামুটি অস্তিত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হওয়া চাই, তাহা হইলে তন্মধ্যে কি কি আছে আলোচনার বিষয় হইতে পারে। এখন বোধ হয় বুঝিলে কেন বলিয়াছি, বস্তুসাক্ষাৎকার অগ্রে হওয়া চাই, তৎপর আরাধনা। তোমার বস্তুসাক্ষাৎকার হইয়াছে কেন বলিলাম, তাহা কি তোমায় বুঝাইব? স্মরণ করিয়া দেখ, আজ কয়েক বৎসর তোমার সঙ্গে ঈশ্বর কি কি খেলা খেলিলেন। তুমি এত দিন তাঁহার খেলার মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পার নাই। ধর ধর করিয়া তাঁহাকে ধরিতেও সমর্থ হও নাই। সম্প্রতি যাই তুমি তাঁহার খেলার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে, অমনি তিনি তোমার নিকটে ধরা পড়িলেন। এখন তোমার সুখের পারাবার নাই। এতদিন পরীক্ষাবিপদে পড়িয়া তোমার মন অবসন্নপ্রায় হইয়াছিল, যাই বুঝিলে এ সকল পরীক্ষা বিপদ্ নয় ভগবানের খেলা, অমনি দুঃখ অবসন্নতা কোথায় পলায়ন করিল, এখন আর তোমার কিছুতে ভয় হয় না। অভয়পদ দেখিয়াছ বলিয়াই তোমার মন হইতে ভয় অপসৃত হইয়াছে। তুমি অতি সৌভাগ্যশীলা। তুমি যে তাঁহাকে চিনিলে, বুঝিলে, তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা দেখিলে আর অবাক্ হইলে; ইহা অপেক্ষা বল আর কৃতার্থতার বিষয় কি আছে? আর কি বলিতে পার, ঈশ্বর কোথায় আছেন, কি করিতেছেন কিছুই জানি না। একবার যখন তাঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় হইয়াছে, তখন আর ভয় কি?

বুদ্ধি। তিনি আপনি পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি,

আমার নিজগুণে কিছুই হয় নাই। বরং আমার দিক্ দেখিলে মনে হয়, তাঁহার পরিচয় না দেওয়াই ভাল ছিল। তাঁহার পরিচয় পাইয়া আমি সৌভাগ্যশীলা, কিন্তু এখনও ভয় হয় কি জানি বা এ সৌভাগ্য হারাইয়া ফেলি। আগে না বুঝিয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে অনেক কাজ করিয়াছি, এখন বুঝিয়া যদি অণুমাত্র তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে কিছু করি, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ।

বিবেক। বুদ্ধি, তুমি ভয় করিও না। তুমি ঈশ্বরের কন্যা, ঈশ্বর তোমার প্রতি চিরপ্রসন্ন। তিনি শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমার নিকটে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এ পরিচয় তোমার চিরকল্যাণের জন্য হইবে। এখন আরাধনার প্রথম কথা আরম্ভ করি। ঈশ্বর তোমার শক্তির শক্তি, প্রাণের প্রাণ একথা তুমি অনেকবার শুনিয়াছিলে, এবং শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া 'তুমি' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট আজ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছ। তিনি যে তোমার সঙ্গে আছেন, তিনি যে তোমার জন্য সকলই করিতেছেন, ইহাও তুমি বিশ্বাস করিয়াছ। সত্য শুনিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করা চাই. কেন না বিশ্বাসপূর্ব্বক কার্য্য না করিলে সত্য প্রত্যক্ষ হয় না। কাহারও মুখে সত্য শুনিলে, অমনি সে সত্যে তোমার বিশ্বাস হইল, জানিও এখানেই ঈশ্বরের সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত। সূত্রপাত বলিলাম কেন জান? তিনি স্বয়ং হৃদয়ে থাকিয়া সত্যের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন না করাইলে কেহ সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। যে মন সত্যগ্রহণে উন্মুখ নয়, সে সত্য শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, গ্রহণ করিবার কথা দূরে। এই যে সত্যগ্রহণে মনের উন্মুখতা ইহারই নাম শ্রদ্ধা। একটু অগ্রসর হইলে উহারই নাম বিশ্বাস হয়। সত্যের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে এজন্য সত্য শুনিবামাত্র তুমি সত্যকে ধারণ করিলে, ধারণ করিয়া তোমার তৎপ্রতি স্থায়ী আস্থা উপস্থিত হইল। এই স্থায়ী আস্থা বিশ্বাস। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া সত্যের আরাধনা করা আবশ্যক।

বুদ্ধি। সত্য কি, সত্যের আরাধনাই বা কি?

বিবেক। তাহা সত্য, যাহা কোন কালেই অন্যথা হইবার নহে। কোন কালে অন্যথা হয় না, এরূপ বস্তু কি? এরূপ বস্তু একমাত্র ঈশ্বর। এজন্য ঈশ্বরকেই সত্য বলি। যিনি এখন আছেন তখন আছেন, চিরদিনই সমান

আছেন, তিনি সত্য। সত্যস্বরূপের আরাধনার আরম্ভ এই জন্য 'অস্তিত্ব' লইয়া হয়। অস্তিত্ব যে ধাতুসমুৎপন্ন সত্যশব্দও সেই ধাতুসমুৎপন্ন। সুতরাং সত্যের সহিত অস্তিত্বের একত্ব। আরাধনার আরম্ভ করিতে গিয়া চক্ষু মুদ্রিত করা প্রয়োজন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সকলই উড়িয়া যায়, এক সত্তামাত্র উড়ে না। এ পথ বিজ্ঞানসিদ্ধ পথ। যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতেছে, তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞান ইহার মূলে চিরস্থায়ী বস্তু কি আছে, তাহাই অন্বেষণ করে এবং অন্বেষণ করিয়া কেবল এক শক্তি সকল বস্তুর অন্তরালে দর্শন করে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুসকলের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এক শক্তি অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং মন যে শক্তি অনুভব করিল পরীক্ষায় সেই শক্তিই স্থায়িরূপে সকল বস্তুর অন্তরালে দাঁড়াইল। এখন তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে এক মহৎ অস্তিত্ব অনুভব করিলে এ অস্তিত্ব কাহার অস্তিত্ব? শক্তির অস্তিত্ব. কেন না সমুদায়ের বিশ্লেষণে এক শক্তিই অবশিষ্ট থাকে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে যেমন কোন বস্তু থাকে না কেবল শক্তি থাকে, মনে করিয়া লও, তেমনি এ সকল বস্তুর যখন সৃষ্টি হয় নাই তখন আর কিছু ছিল না, এক শক্তি ছিল। আরাধনার আরম্ভে সত্তা এবং সেই সত্তা শক্তিসত্তা। এই সত্তার উপলব্ধি হইতে সত্যস্বরূপের আরাধনা হইয়া থাকে। আরাধনাকালে সাধক যে সকল কথা উচ্চারণ করে, সে সকল কথা উপরে যাহা বলিলাম তাহার অনুরূপ। যেমন—হে সত্য, তুমিই সত্য, তোমা ব্যতীত আর সত্য নাই; আদিতে ছিলে, এখনও আছ, চিরদিন থাকিবে। তুমি সকল সত্তার মূল সত্তা; তোমাকে অন্তরিত করিলে কাহারও সত্তা থাকে না। তোমারই জন্য এই সকল বস্তু আছে, আমরা আছি। তোমার সত্তাতে সত্তাবান, তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমরা সংসারে বিচরণ করিতেছি। আমাদের দেহ মন প্রাণ আত্মা সকলই তোমার জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্ঞানস্বরূপ।

বুদ্ধি। সত্যস্বরূপের পর জ্ঞানস্বরূপের আরাধনার বিষয়তো বলিবে?

বিবেক। সত্যস্বরূপের পর জ্ঞানস্বরূপের আরাধনাই বলিবার বিষয়। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' এইরূপ উপনিষদে আছে বলিয়া সত্যস্বরূপের পর জ্ঞান-স্বরূপের আরাধনা হইয়া থাকে এরূপ কখনও মনে করিও না। একটি স্বরূপের

পর আর একটি স্বরূপের উপস্থিত হওয়ার মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যে সম্বন্ধ কাটিয়া উপনিষৎকারগণ এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গভীর আলোচনা ও বিচার দ্বারা স্থির করিয়া লইয়া তৎপর একটী স্বরূপের পর আর একটি স্বরূপ বিন্যস্ত করিয়াছেন। হৃদয় যখন প্রকৃতিস্থ থাকে, তখন উহাতে স্বভাবতঃ এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধানুসারে একটির পর আর একটি স্বরূপ উপস্থিত হয়। উপনিষৎকারগণের হৃদয় প্রকৃতিস্থ ছিল বলিয়াই যে স্বরূপের পর যে স্বরূপটি আসা চাই, সেইটি আসিয়াছে, এবং সেইটিই তাঁহারা বাক্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

বুদ্ধি। এখনকার লোকদিগের হৃদয় প্রকৃতিস্থ থাকিলে কি ঐরূপ হইয়া থাকে?

বিবেক। হাঁ হয় বৈকি? হৃদয় প্রকৃতিস্থ কি না অচ্ছেদ্য যোগানুসারে স্বরূপের পর স্বরূপ আসিতেছে কি না, ইহা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। যেখানে এই অচ্ছেদ্য যোগ কাটিয়া যে কোন স্বরূপ যেখানে সেখানে আনয়ন করা হয়, অথবা কোন স্বরূপ বাদ দিয়া আরাধনা করা হয়, জানিও সে ব্যক্তির হৃদয় প্রকৃতিস্থ নয়।

বুদ্ধি। অনেকের আরাধনায় যে এরূপ গোল হয় দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কি তাহাদের সকলেরই হৃদয় অপ্রকৃতিস্থ?

বিবেক। তাহাতে আর সন্দেহ কি? হৃদয় প্রকৃতিস্থ থাকিলে কখন স্বরূপবিজ্ঞানের প্রতি অনাদর উপস্থিত হইতে পারে না। যাউক এখন প্রকৃত তত্ত্বের অনুসরণ করি। পূর্ব্ববারে শুনিয়াছ, সত্য ও শক্তি অভিন্ন বস্তু। এবার শুন, শক্তি ও জ্ঞান অভিন্ন বস্তু। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার স্মরণে থাকে তাহা হইলে জ্ঞান ও শক্তি যে একই তাহা আর দ্বিতীয়বার তোমায় বুঝাইবার কোন প্রয়োজন করে না।

বুদ্ধি। সে অনেক দিনের কথা। কত টুকু মনে আছে না আছে বলিতে পারি না; আবার নয় নূতন করিয়া বলিলে তাহাতে ক্ষতি কি?

বিবেক। ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহাতে তোমার মনোভিনিবেশের অল্পতা প্রমাণ হয় এই দুঃখ। তোমার এ দোষ আছে, কেন না দেখিয়াছি অনেক কথা তোমার কাণে যায় না। তুমি বোঝ না, ইহাতে আমার কত ক্লেশ হয়। যাউক, আবার সেই কথা নূতন করিয়া বলি। শক্তি কখন অন্ধ হইতে পারে

না। যাহারা শক্তিকে অন্ধ বলে তাহারা কি বলিতেছে তাহা আপনারা বোঝে না। অন্ধ শক্তি কাজ করিয়া যাইতেছে, অথচ সব কাজগুলির পূর্ব্বাপর যোগ এবং সেই যোগে বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় সাধন হইয়া যাইতেছে, ইহা যখন প্রত্যক্ষ কর, তখন সে শক্তিকে তুমি অন্ধ বলিবে কি প্রকারে? জগতের মধ্যে যে শক্তির ক্রিয়া আমরা নিয়ত দেখিতেছি, সে শক্তির ক্রিয়াতে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ, এবং তত্তৎ ক্রিয়ামধ্যে বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় সাধন দেখিতে পাও কি না? যদি দেখিতে পাও, তবে আর শক্তিকে অন্ধ বলিও না, জ্ঞান বল।

বুদ্ধি। দেখ প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটিতেছে। ঘটনাগুলি আসে আর যায়, তাহাদের কোন পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ দেখা যায় না, তাহাদের ভিতরে যে কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহাও লক্ষিত হয় না। ঘটনাতো সেই শক্তিরই ক্রিয়া। যদি তাহা হয় তাহা হইলে শক্তি অন্ধ বলা যাইবে না কেন?

বিবেক। তোমার যেরূপ ভ্রম ঘটিয়াছে, এইরূপ ভ্রম হইতেই লোকে শক্তিকে অন্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছে। জানিও ইহাতে সেই সকল লোকের অন্ধতা প্রকাশ পায়, যে শক্তিতে ঘটনা সকল ঘটে, সে শক্তির অন্ধতা নহে। একটী ঘটনাও বৃথা ঘটে না। ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ আছে, এবং কারণযোগে ঘটনা সকল পরস্পর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনাগুলি হইতে এক মহান্ অভিপ্রায় নিয়ত সিদ্ধ হইতেছে। সেই অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য ঘটনাগুলি মানবমানবীর হৃদয়কে নিয়ত স্পর্শ করিতেছে, এবং তাহাদের চিত্তের, এমন কি দেহের পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনসাধন করিতেছে। কেবল চিত্ত ও দেহ কেন, চারিদিকের বিষয়ের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। যে ঘটনাসকলের দ্বারা প্রতিনিয়ত এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে, সেই ঘটনাসকল অন্ধশক্তির প্রভাবোৎপন্ন, এ কথা তুমি কোন্ সাহসে বলিলে?

বুদ্ধি। যাউক, ও সকল কথা যাউক। এখন প্রকৃত কথা বল।

বিবেক। অনেক কাজের পর অবসর পাইয়া এতগুলি কথা বলিতে বলিতে সময় অনেক হইয়া গেল। রাত্রি প্রায় দুটা বাজে, সংক্ষেপে আসল কথা বলিয়া অদ্যকার বলিবার বিষয় শেষ করি। শক্তি ও জ্ঞানের যে অচ্ছেদ্য যোগ তাহা এখন বুঝিলে? যদি বুঝিলে তবে শক্তির পর জ্ঞান ইহা তোমার তো মানিতেই হইতেছে। সত্তা ও শক্তি যখন এক বুঝিয়াছ, শক্তি ও জ্ঞান

এখন যখন এক বুঝিলে, তখন সত্য বা সত্তা ও জ্ঞানকেও তুমি এক করিয়া লইতে পার। এইরূপ এক করাতে তোমার নিকটে শক্তিসত্তার ন্যায় চিৎসত্তা বিদ্যমান। এই চিৎসত্তার আরাধনা করিতে গিয়া তুমি কি হৃদয়ঙ্গম করিতেছ? এই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে এই চিৎসত্তা তোমার হৃদয়ে আলোক হইয়া বর্ত্তমান। ইঁহার নিকটে তোমার কিছুই অবিদিত নাই, অন্তর বাহির তোমার সকলই ইঁহার নিকটে প্রকাশিত। তুমি যে ইঁহার নিকটে কিছু গোপন করিয়া রাখিবে তাহার সম্ভাবনা নাই, তোমার ইনি সকলই দেখিতেছেন। তোমার সকল গোপন বিষয় ইনি জানিতেছেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তোমার ভয় ও লজ্জা উপস্থিত। যেমন একদিকে ভয় ও লজ্জা উপস্থিত, অন্যদিকে আবার তেমনি তিনি তোমার হৃদয় জানেন, তোমার সকলই বোঝেন, ইহাতে তোমার আহ্লাদ উপস্থিত, কেন না তিনি হৃদয়জ্ঞ, তাঁহার তুল্য তোমার সুহৃৎ আর কে হইতে পারে? তিনি সব জানেন বলিয়া এক দিকে যেমন পাপের শাসন করেন, অন্য দিকে তেমনি সংশয় ছেদন করিয়া, সত্য প্রকাশ করিয়া, হৃদয় আলোকিত করিয়া তোমার উপকার সাধন করেন। যখন তুমি এই সকল বিষয় আরাধনার বাক্যে প্রকাশ কর তখন জ্ঞানস্বরূপের আরাধনা হয়। যেমন, হে জ্ঞান, তুমি আমায় দেখিতেছ, তুমি আমার হৃদয়ের সকল বিষয় জানিতেছ, তোমার নিকটে আমি কিছুই গোপন রাখিতে পারি না, তুমি আমার পাপ দেখিয়া আমায় শাসন করিতেছ, ভর্ৎসনা করিতেছ, পাপ কেমন করিয়া যায় তাহার উপায় বলিয়া দিতেছ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনন্ত স্বরূপ।

বুদ্ধি। আজতো অনন্তস্বরূপের কথা বলিবে? অনন্তস্বরূপের আরাধনা করিতে গিয়া মন হাঁপাইয়া পড়ে। মনে হয়, উহাতে কাহারও আনন্দ হয় না।

বিবেক। তুমি যাহা বলিলে তাহার বিপরীতই সত্য। অনন্ত ভিন্ন তৃপ্তি নাই। যাহা সান্ত, তাহাতে সুখ ও তৃপ্তিও সান্ত। প্রাচীন ঋষিরা এ জন্যই বলিয়াছেন 'অল্পেতে সুখ নাই, ভূমাতে সুখ'।

বুদ্ধি। কৈ অনন্তের আরাধনার ভিতরে এমন কথা কাহারও মুখে তো শুনিতে পাওয়া যায় না?

বিবেক। অনন্তের আরাধনা দুই প্রকারে সম্ভব। প্রথম ব্যতিরেক পক্ষে;

দ্বিতীয় অন্বয় পক্ষে। ব্যতিরেক ও অন্বয়, এ দুইটী কথা দার্শনিক। এ দুইটী কি আগে বোঝ। অনন্ত ও সান্ত এ দুই পরস্পর বিপরীত। অনন্ত ছাড়া যদি কিছু সান্ত থাকে, তাহা হইলে সেই সান্তই অনন্তকে সান্ত করিয়া ফেলিতেছে। অনন্ত যদি ক্ষুদ্র অণুকেও স্থান দেন, তাহা হইলে তাহাতেই অণু পরিমাণ ক্ষুদ্র হইয়া সান্ত হইয়া পড়েন। এই চিন্তা সাধকদিগের মনে উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা অনন্ত ছাড়া যাহা কিছু মানুষের প্রতীত হয় উহা ভ্রম, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া অনন্তকে সত্য এবং জীব ও জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অনন্ত হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে কিছুই থাকে না, সকলই মিথ্যা হইয়া উড়িয়া যায়। এই যে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া ইহাকেই ব্যতিরেক বলে। প্রাচীন কালের সাধকেরা অনন্তের আরাধনা করিতে গিয়া জগৎ ও জীবকে উড়াইয়া দিয়াছেন। এখনকার সাধকগণ জগৎ ও জীবকে স্পষ্ট বাক্যে উড়াইয়া না দিয়া অনন্তকে জ্ঞান বুদ্ধির অতীতরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আরাধনার ভাষা এইরূপ—তোমায় জানা যায় না, বুঝা যায় না, তুমি বুদ্ধি মনের অগোচর। আমরা তোমার নিকটে ধূলিসদৃশ, আমরা কিছুই নই, ইত্যাদি।

বুদ্ধি। অনন্তের আরাধনা তো এই প্রকারই শুনিয়া থাকি। এ ছাড়া আবার অনন্তের কি প্রকার আরাধনা হইতে পারে?

বিবেক। অনন্তের আরাধনার ব্যতিরেক পক্ষই বহু সাধকের মনে জাগিয়া আছে, আজও অন্বয় পক্ষের আরাধনা প্রচলিত হয় নাই এক প্রকার বলা যায়। অন্বয় পক্ষ কি শোন। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' ইহার পরের আরাধনা মন্ত্র 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।' অনন্তের সঙ্গে যখন 'আনন্দরূপে প্রতিভাত' এইটি যোগ করা যায়, তখন অন্বয়-পক্ষের অনন্তের আরাধনা সিদ্ধ পায়।

বুদ্ধি। এ আবার কি বলিতেছ? সত্য জ্ঞান অনন্তের পর যদিও 'যে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হন' এ মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তথাপি উহা যে ব্যাখ্যার সময়ে সর্ব্বশেষে সাধকেরা আনিয়াছেন। এখনও অনেক ব্রাহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্তের পরই উহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় শুষ্কতায় তাঁহারা উপাসনা শেষ করেন। কেহ কেহ 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এ আরাধনা মন্ত্রটি সর্ব্বশেষে উচ্চারণ করেন। আরাধনার এ সম্বন্ধে যখন এত ব্যতিক্রম চলিতেছে, তখন তুমি আবার আর একটা নূতন ব্যতিক্রম ঘটাইবার জন্য এ

কি কথা বলিতেছ? এতে কেবল গোল বাধিবে তাহা নয়, ঝগড়া বাধিয়া যাইবে। এইরূপ করিয়াই তো ধর্ম্মের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হয়।

বিবেক। আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে ঝগড়া বাধিবে কেন? যেখান হইতে মন্ত্রটি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, সেখানকার সমগ্র অংশটি যাহারা বিচার করিয়া দেখিবে, তাহারা বুঝিবে যে আমি যাহা বলিতেছি তাহাই ঠিক। সত্যের প্রতি অনুরাগ না থাকিলে ধর্ম্ম সাধন হয় না। যাহাদিগের সত্যের প্রতি অনুরাগ আছে, অবশ্য সাধনার্থিমাত্রেরই সত্যের প্রতি সমাদর আছে মানিয়া লইতে হইবে, তাহারা বিরোধও বাধাইবে না, এজন্য বিভক্ত হইয়াও পড়িবে না।

বুদ্ধি। কি কতকগুলি কথা বলিয়া যাইতেছ, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কোথা হইতে মন্ত্রটি তোলা হইয়াছে, তার পূর্ব্বাপর কি, ইহা না জানিলে কি আর এ সব কথা বোঝা যায়?

বিবেক। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এ অংশটি মুণ্ডকোপনিষৎ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভূলোকে, দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অন্ন ইত্যাদিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত, সেই অমৃতকেই জ্ঞানিগণ আনন্দরূপে প্রকাশিত দেখিতে পান, এইটি সেই শ্রুতির মূল অর্থ। দেখ, সকল বস্তুর সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধবশতঃ সেই সকল হইতে যে আনন্দ প্রকাশ পায়, এখানে সেই আনন্দকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এ আনন্দকে সমুদায় পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া এস্থলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রহণ করা হয় নাই। সর্ব্বশেষে যে আনন্দের আরাধনা হয়, সে আনন্দ পদার্থসমূহের মধ্যদিয়া প্রতিভাত আনন্দ নয়। সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপের স্বরূপবাচক শ্রুতি 'রসো বৈ সঃ'। এ শ্রুতি মন্ত্ররূপে আরাধনায় গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু আনন্দের যাহা ব্যাখ্যা হয় তাহাতে যদি কোন মন্ত্রযোগ করা উচিত হয়, তাহা হইলে 'রসো বৈ সঃ' এইটি যোগ করা উচিত। এরূপে যোগ করিলে সমুদায় আরাধনার মন্ত্র হইল 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' 'রসো বৈ সঃ'। 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' পর্য্যন্ত বলা সাধকগণের বহুদিনের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। 'রসো বৈ সঃ' যোগ করিলে কেহ উচ্চারণ করিলেন, কেহ করিলেন না, এইরূপ গোলের সম্ভাবনা। তাই এই মন্ত্র যোগ না করিয়া তদুপযোগী ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। কেহ এ মন্ত্র আরাধনামন্ত্রের সঙ্গে মনে মনে উচ্চারণ করেন।

বুদ্ধি। এতো গেল সব বাহিরের কথা। এখন বল, অনন্তস্বরূপের অন্বয়-পক্ষের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'যে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হন' এ মন্ত্রটির যোগ কি প্রকারে হয়?

বিবেক। সাধকদিগের মুখে 'ভূমা মহান্ পরম পুরুষ' এরূপ কথা অনেক-বার শুনিয়া থাকিবে। 'ভূমা' শব্দটি বহু-শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। অনন্তের ভিতরে বহু অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। 'ভূমাই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই' প্রাচীন সাধক-গণ যখন এ কথা বলিলেন, তখন অনন্তের ভিতরে অখণ্ড ভাবে বহুর অন্তর্নিবেশ দেখিয়া সুখ সমুপস্থিত হয়, ইহাই আসিয়া পড়িতেছে। জগৎ ও জীব বহুত্ব প্রদর্শন করে। এই বহুরূপধারী জগৎ ও জীব অনন্তের বাহিরে নহে, অনন্তের ভিতরে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'যে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হন' এ শ্রুতিতে পৃথিব্যাদিতে ব্রহ্ম আনন্দরূপে প্রকাশমান, ইহাই আছে। এই যে অখণ্ডভাবা-পন্ন বহুত্বের ভিতরে আনন্দের প্রকাশ, ইহারই সঙ্গে 'ভূমাই সুখ' এ শ্রুতির যোগ। অনন্তের আরাধনা করিতে গিয়া যখন তন্মধ্যে সকলই অনুভূত হয়, তখন সাধক এইভাবে তাঁহার আরাধনা করে,—'আমরা সকলে তোমাতেই বাস করিতেছি, তোমার ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরে কোথাও আমরা পদার্পণ করিতে পারি না, তুমিই আমাদের বাসগৃহ। সমুদ্রের ভিতরে যেমন মৎস্য, আমরা তোমার ভিতরে সেইরূপ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছি। তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য বিস্তার আমাদেরই জন্য। অনন্তকাল আমরা এই সকল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিব। আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও অনন্ত কাল তোমার অনন্ত জ্ঞানশক্তিতে পরিপুষ্ট হইব। তুমি আমাদের অনন্তজীবনের উৎস, আমাদের জীবনের কোন কালে শেষ হইবে না' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটি অন্বয়পক্ষের আরাধনা। অনন্ত ব্রহ্মের অন্তর্ভূত সমুদায় জগৎ ও জীবের তৎসহ সম্বন্ধাবলম্বনে যে আরাধনা উপস্থিত হয়, তাহা-কেই অন্বয়পক্ষের অনন্তের আরাধনা বলে।

বুদ্ধি। আনন্দের সঙ্গে যে 'অমৃত' শব্দটি আছে, তাহার সম্বন্ধে তো কোন উল্লেখ হইল না?

বিবেক। জগতে যে ব্রহ্মের প্রকাশ তাহা অস্থায়ী, দিব্যধামে যে ব্রহ্মের প্রকাশ তাহা স্থায়ী। এই স্থায়ী প্রকাশ 'অমৃত' বলিয়া উল্লিখিত। সুতরাং অমৃতশব্দে নিত্যব্রহ্ম গ্রহণ করিয়া তদবলম্বনে আর স্বতন্ত্র আরাধনা হয় না।

প্রেমস্বরূপ।

বুদ্ধি। তুমি অনন্তস্বরূপের আরাধনায় যে অন্বয়পক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছ তাহাতে প্রেমস্বরূপের আরাধনা নিতান্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। ব্যতিরেকপক্ষের আরাধনায় সাধকের সঙ্গে ঈশ্বরের সকল সম্বন্ধ কাটিয়া যায়, আবার পুনরায় প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া পূর্ব্বের সঙ্গে পরের যে একটা ফাঁক পড়ে, সে ফাঁক আর মিটে না। ব্যতিরেকপক্ষের পর অন্বয়পক্ষের যোগ হওয়াতে আর সে দোষ থাকে না, সহজে প্রেমস্বরূপের আরাধনা আপনা হইতে উপস্থিত হয়। আজ তো প্রেমস্বরূপের আরাধনার কথা বলিবে?

বিবেক। হাঁ, আজ প্রেমস্বরূপের আরাধনাই বলিবার বিষয়। তুমি যে অনন্তস্বরূপের ব্যতিরেক ও অন্বয়পক্ষের আরাধনার প্রয়োজন ও অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইলাম। আমরা অনন্তস্বরূপের আরাধনায় দেখিতে পাইয়াছি, অনন্তের ভিতরে সকল জীব ও জগৎ লইয়া সাধক অবস্থিত। সে তাহার ভিতর হইতে আর কখন বাহিরে পদার্পণ করিতে পারে না। তাহার দেহ মন প্রভৃতি সেই অনন্তসাগরের ভিতরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে; ইন্দ্রিয়চেষ্টা, জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ সকলই সেই অনন্তের ভিতরে স্থিতি করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। প্রেমস্বরূপের আরাধনা করিতে গিয়া জগৎ ও জীবে ঈশ্বরের যে বিবিধ করুণা প্রকাশ পায়, সে সকলের উল্লেখ করিয়া আরাধনা করিতে হয়। ব্যতিরেকপক্ষের আরাধনায় ঈশ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিতে হয়, অন্বয়পক্ষের আরাধনায় যদি ঈশ্বরের ভিতরে স্থিতি না ঘটিত তাহা হইলে আবার বাহির হইতে আরাধনা উপস্থিত করিতে হইত। একবার বাহির হইতে ভিতরের দিকে গতি হইয়াছিল, আবার যদি ভিতরের দিক্ হইতে ঈশ্বরকে না লইয়া বাহিরে আসিয়া পড়া যায়, তাহা হইলে আবার উদ্বোধন হইতে আরাধনায় উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অন্বয়পক্ষের আরাধনায় যখন জগৎ ও জীব সকলই ঈশ্বরের অন্তর্ভূত হইয়া তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে, তখন প্রেমস্বরূপের আরাধনাকালে জগৎ, জীব ও সাধক, এ তিনের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের লীলা দর্শন করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলে আর এ কথা বলিতে পার না, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন কেবল অনন্তস্বরূপের ব্যতিরেক-

পক্ষের আরাধনা ছিল, তখন প্রেমস্বরূপের আরাধনাকালে জীব, জগৎ ও সাধক, এ তিনের সম্বন্ধঘটিত কথা ব্যাখ্যার মধ্যে আসিলে, অমুক ব্যক্তির আরাধনা বহির্মুখীন এই বলিয়া দোষারোপ হইত, এখন আর সেরূপ দোষ দেওয়ার কোন কারণ রহিল না। যদি সাধক সকলের সঙ্গে আপনাকে ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পান তাহা হইলে বহির্মুখীনতার দোষ কিছুতেই ঘটিতে পারে না।

বুদ্ধি। আরাধনায় যে প্রবচন উচ্চারণ করা হয়, তন্মধ্যে প্রেম শব্দ নাই, সকল উপনিষৎ খুঁজিয়া প্রেম শব্দ পাওয়া যায় না, এরূপ স্থলে 'শিব' বলিতে যে প্রেমই বুঝায় ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব?

বিবেক। উপনিষদে একস্থলে হয়তো একটি স্বরূপবাচক শব্দমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানে সে স্বরূপটির কোন ব্যাখ্যা নাই। সেই স্বরূপের ব্যাখ্যা অন্য উপনিষদ হইতে সংগ্রহ করিয়া সে স্বরূপে কি বুঝায় বুঝিতে পারা যায়। 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' এ বাক্যটি মাণ্ডুক্যোপনিষদ হইতে পরিগৃহীত। এখানে ব্রহ্মকে প্রপঞ্চের অতীতরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই শান্ত (প্রপঞ্চাতীত), শিব ও অদ্বৈত বলা হইয়াছে। প্রপঞ্চের অতীত হইয়া তাহার সঙ্গে না মিশিয়া তিনি 'শিব', এরূপ বলাতে এই বুঝাইতেছে যে, তিনি সকলের নিত্য কল্যাণ বিধান করিতেছেন, অথচ তাহাতে তিনি জগৎ ও জীবের সহিত লিপ্ত হইয়া পড়িতেছেন না; নির্লিপ্ত ভাবেই নির্ব্বিকার ভাবেই সকল করিতেছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদের যে স্থল হইতে এই বাক্যটি গৃহীত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যগুলির সঙ্গে ইহার যে সম্বন্ধ এই শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে পরমাত্মা সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বাতীত ইহাই বুঝাইতেছে। সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগত এ দুইটি ভাব একত্র করিলে ঈশ্বরের সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি সকলের ভিতরে থাকিয়াও তখনই সকলের অতীত হন, যখন আপনার ভিতরে সকলকে নিবিষ্ট করিয়া রাখেন তাঁহার বাহিরে একটি সামান্য অণুও থাকিতে পারে না। সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব বলিতে ইহাই বুঝাইয়া থাকে। অনন্তস্বরূপের অন্বয়পক্ষের ব্যাখ্যায় ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্ব্বাপর বাক্যগুলির এই প্রকারে অন্বয় করিয়া যখন শিবশব্দের ব্যাখ্যাস্বরূপ অন্য উপনিষদের বাক্যগুলি ইহার সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া যায়, তখন শিবশব্দে যে প্রেম বুঝায় তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। "সমুদায় আনন, শির ও গ্রীবা ইঁহারই। ইনি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ

ও সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং ইনি সর্ব্বগত শিব।" "ইনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্থানে স্থিত, ইনি বিশ্বের স্রষ্টা, অনেক রূপ, একমাত্র বিশ্বের পরিবেষ্টা, ইঁহাকে শিবরূপে জানিয়া সাধক অত্যন্ত শান্তিলাভ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ হইতে শিবস্বরূপের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে শিবস্বরূপের ব্যাখ্যাতে যে ঈশ্বরের প্রেমস্বরূপের ব্যাখ্যা বিধিসিদ্ধ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। 'সমুদায় আনন, শির ও গ্রীবা ইঁহারই' এ কথা বলাতে বুঝাইতেছে যে, যে কোন ব্যক্তি হইতে যে কোন কল্যাণ উপস্থিত হয় তাহা সেই মঙ্গলস্বরূপ হইতে। দেখ এই এক কথাতেই পিতামাতা প্রভৃতি হইতে যে কোন কল্যাণ হয়, তাহা ঈশ্বরেরই মঙ্গলভাব হইতে সমাগত স্পষ্ট বুঝাইতেছে। কেহ কেহ আনন্দস্বরূপের সহিত প্রেমস্বরূপকে এক করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তস্বরূপের অন্বয়পক্ষের ব্যাখ্যায় আনন্দস্বরূপের জগতে ও জীবে প্রকাশ দেখা গিয়াছে, শিবস্বরূপের সহিত উহার যোগ করিলে দুইয়ে মিশিয়া প্রেমস্বরূপ নিষ্পন্ন হইতে পারে।

বুদ্ধি। উদ্ধৃত উপনিষদ বাক্য হইতে প্রেমস্বরূপ কি প্রকারে আসিল এ সম্বন্ধে আর অধিক বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। এখন মূল কথা বল।

বিবেক। মূল কথা বলিতে গিয়া আর একটী কথা আসিয়া পড়িতেছে, সেটি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া না দেখিলে প্রেমস্বরূপের আরাধনায় গোল পড়িতে পারে। দেখ ঈশ্বরের প্রেমের ভিতরে কোন দৌর্ব্বল্য নাই, উহা শান্ত অর্থাৎ বিকারাতীত। রোগ শোক দুঃখ বিপদ্ পরীক্ষা এ সমুদায়ও সেই প্রেম হইতেই সমাগত হয়। এ সকল যে কল্যাণ ভিন্ন আর কিছু নহে, তুমি আপনি অনেকবার তাহার প্রমাণ পাইয়াছ, সুতরাং ইহা আর অধিক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন করে না। তুমি ইহাও অবশ্য মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছ, অল্পদিন মধ্যে যদি কোন নূতন পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তাহাতেও কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ হইবার নহে। সুতরাং এই সকল পরীক্ষা হইতে যে কল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও প্রেমস্বরূপের আরাধনার ব্যাখ্যার অন্তর্ভূত করিয়া লইতে হইবে। এগুলি অন্তর্ভূত করিয়া লইলে আরাধনার বাক্য এইরূপ হইবে,—হে প্রেমস্বরূপ মঙ্গলময়, তুমি আমাদের কল্যাণের জন্য সকলই করিতেছ। আমরা বাল্যকাল হইতে তোমার করুণায় লালিত পালিত হইয়া আসিতেছি, তুমি এক দিনের জন্যও

আমাদিগকে বিস্মৃত হও না। জরায়ু-শয্যা হইতে আমরা তোমাকর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়া আসিতেছি, আজ পর্য্যন্ত তোমার কত স্নেহ করুণা আমরা সম্ভোগ করিলাম তাহার গণনা করিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের প্রতিনিশ্বাসে প্রতি-রক্তসঞ্চালনে তোমারই অসীম অনন্ত স্নেহ নিরত প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের জীবনে রোগ শোক বিপদ্ পরীক্ষা কত উপস্থিত হইল, কিন্তু তোমার করুণাগুণে সে সকল আমাদের আত্মার বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। আমরা আমাদের জীবনে এমন একটী ঘটনাও স্মরণ করিতে পারি না, যাহা আমাদের সম্বন্ধে কল্যাণে পরিণত হয় নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অদ্বিতীয় স্বরূপ।

বুদ্ধি। আজ তো অদ্বিতীয়স্বরূপের কথা বলিবে?

বিবেক। দেখ স্বরূপনির্ব্বাচক শ্রুতিতে 'অদ্বিতীয়' শব্দ নাই, 'অদ্বৈত' শব্দ আছে। প্রথমতঃ 'অদ্বিতীয়' ও 'অদ্বৈত' এ দুই শব্দের প্রভেদ বুঝা প্রয়োজন।

বুদ্ধি। কোন একটা কথা তোমায় বলিলেই তা নিয়ে জ্বালাতন হইতে হয়। 'অদ্বিতীয়' 'অদ্বৈত' এ দুইয়ের প্রভেদ ভাবিতে, বল, তোমা বিনা আর কাহার এত মাথার ব্যথা?

বিবেক। শব্দপ্রয়োগের দায়িত্ববোধ যাহাদের নাই, তাহারাই এরূপ কথা বলে। যাহারা সত্যের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়াছে তাহারা কখন এরূপ কথা বলিতে পারে না। শব্দব্যবহারের মধ্যে যখন সত্যাসত্য উভয়ই আছে, তখন ধর্ম্মার্থিগণের শব্দব্যবহারে নিরতিশয় সাবধান হওয়া উচিত।

বুদ্ধি। তোমার মতে তবে মূর্খদের এ সকল শব্দব্যবহারে কোন অধিকার নাই?

বিবেক। মূর্খেরা পণ্ডিতদের মুখে শুনিয়া এ সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে দায়িত্ব মূর্খদের নহে, পণ্ডিতদের। যাহারা লোকের নিকটে পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাদের সেই প্রসিদ্ধির জন্য তাহাদের দায়িত্ব আরও অধিক। যে কোন নূতন শব্দ তাহারা ব্যবহার করে, তাহার তত্ত্ব তাহাদিগের ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। কি জানি বা তাহাদিগের আলস্যে জনসমাজে একটা মিথ্যা চলিয়া যায়, এবং জ্ঞানবিস্তারের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতা-

বিস্তার হইয়া পড়ে, এ সম্বন্ধে তাহাদের সর্ব্বদা সাবধান হওয়া উচিত। অনুসন্ধান করিলে যাহার তত্ত্ব নিশ্চয় প্রকাশ পাইবে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করা ধর্ম্মের একান্ত বিরোধী। পণ্ডিত হইলেই সে ব্যক্তি বিবেকী হয়, ইহা যখন শব্দব্যবহারেও স্বীকার্য্য, তখন পণ্ডিত হইয়া অবিবেকী হওয়া কি উচিত?

বুদ্ধি। তুমি এ কি বলিতেছ? কত পণ্ডিত আছেন, কৈ তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি বিবেকী?

বিবেক। যে ব্যক্তি বিবেকী নয় সে ব্যক্তি পণ্ডিত নয়, ইহা দেখিয়াই শাব্দিকগণ বিবেকী ও পণ্ডিত একপর্য্যায়শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সে কথা যাউক, এখন 'অদ্বিতীয়' ও 'অদ্বৈত' এ দুই শব্দের প্রভেদ শোন। 'অদ্বিতীয়' এ শব্দটি আসিয়াছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই শ্রুতি হইতে। ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভে এই শ্রুতিই গৃহীত হইয়াছিল। অনেক দিন পরে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় ব্যক্তি 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' এই শ্রুতি হইতে 'অদ্বৈত' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ দ্বিতীয় নাই। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, এ অদ্বিতীয় শব্দের এই অর্থ। এই অর্থ ধরিয়াই অনেক পণ্ডিত, ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায় সে সকলই মিথ্যা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছু ছিল না, এক ব্রহ্ম ছিলেন, লয় হইয়া গেলে কিছুই থাকিবে না, কেবল তিনিই থাকিবেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য এই শ্রুতি। যদি যোগে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সব উড়াইয়া দিয়া একমাত্র ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, তাহা হইলে 'অদ্বিতীয়' শব্দ ব্যবহার করিতে পার। এ কিন্তু অনন্তস্বরূপের ব্যতিরেক পক্ষে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই রূপান্তরমাত্র। প্রেমের পর যে অদ্বৈত স্বরূপের ব্যাখ্যা হয় তাহাতে 'তুমি সকলের রাজা সকলের প্রভু' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করাতে দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্বৈতের সঙ্গে সকল জীব ও জগৎ অনুস্যূত রহিয়াছে, এই ভাবেই উহার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। হঠাৎ যদি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ 'তুমি অদ্বিতীয়' এই শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'তোমার সমান কেহ নাই' এ কথাও উচ্চারিত হইয়া থাকে। অমুক ব্যক্তি অদ্বিতীয়, একথা বলিলে তাহার সমান আর কেহ নাই লোকে এইরূপ বুঝিয়া থাকে। সুতরাং জানিও এখানে লৌকিক ব্যবহার অনুসরণ করিয়া অদ্বিতীয় শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে, শ্রৌত ব্যবহার নহে।

বুদ্ধি। এই বারতো তুমি গোলে পড়িলে। লৌকিক ও শ্রৌত এই দুটী বড় শব্দ দিয়া দেখিতেছি, গোলটা চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছ।

বিবেক। আমি গোল চাপা দিতেছি তাহা নহে। যখন সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ধরিয়া আরাধনা চলিতেছে, তখন সেস্থলে শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ করিলে লোকের এই ধারণা হয় যে, এ বাক্য সকল শ্রুতিতে যেভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইবে।

বুদ্ধি। তুমি এই বা কি বলিতেছ? এখন যেরূপে উপাসকগণ আরাধনায় ঐ সকল বাক্যের ব্যাখ্যা করেন, শ্রুতির কোথাও তো সে প্রকার ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না, এ যে একেবারে নূতন।

বিবেক। নূতন হইলেও শ্রুতিবিরোধী নয়, তাহারই বিস্তৃত প্রয়োগমাত্র। যাউক, এখনও 'অদ্বৈত' শব্দে কি বুঝায় বলি নাই, কথার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছি। অদ্বৈত শব্দের অর্থ—যাঁহার দুই ভাব নাই (অ+দ্বি+ইত+অণ্), একই ভাব। প্রথমতঃ প্রেমস্বরূপের ব্যাখ্যার সময়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে প্রেমের কতই ভাব। পৃথিবীর নরনারীর যত প্রকারের সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্য দিয়া যে প্রেম প্রকাশ পায় সে প্রেম ভিন্ন ভিন্ন আধার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন। 'তোমার প্রেম হইয়া শতধা' ব্রাহ্মসমাজের এই সঙ্গীত এই সত্যই প্রকাশ করে। পাত্রভেদে গ্রাহকভেদে প্রেমের যে বিচিত্রতা প্রকাশ পায়, তাহাতে লোকে আপনার আপনার ইষ্টদেবতাকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিয়াছে, এক জনের ইষ্টদেবতার সঙ্গে অন্য জনের ইষ্টদেবতার মিল হয় না, মানুষে মানুষে নয় এইরূপে ইষ্টদেবতায় ইষ্টদেবতায় কলহ উপস্থিত। পুরাণে এরূপ বিরোধ যে লিপিবদ্ধ আছে, তাহার মূল এই। এখন 'অদ্বৈত' স্বরূপের আরাধনাকালে দেখিতেছি, এই যে প্রেমের শত ভাব, উহা শত ভাব নহে, একই ভাব। এক অখণ্ড প্রেমকে পাত্র ও গ্রাহকভেদে বহু বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। এখানে যদি 'অদ্বৈত' না বলিয়া 'অদ্বিতীয়' বল, তাহা হইলে সেই বিবিধ প্রকাশ মিথ্যা হইয়া উড়িয়া যায়, 'অদ্বৈত' বলিলে সেগুলি মিথ্যা হয় না, কিন্তু একত্বে পরিণত হয়। বুদ্ধি, এ সকল প্রভেদ তোমার ভাল করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। কেন না কথা ব্যবহারে অসত্য না হয় এ সম্বন্ধে যখন সর্ব্বত্র সাবধান হওয়া উচিত, তখন আরাধনাকালে যাহা তাহা করিয়া শব্দ ব্যবহার করিবে; ইহা কি কখন উচিত?

বুদ্ধি। 'অদ্বৈত' শব্দের প্রথম ব্যবহার কি তাহা বলিলে, উহার দ্বিতীয় ব্যবহার কি বল শুনি।

বিবেক। অগ্রে যে প্রেমস্বরূপের ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহার সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃ প্রথম ব্যবহারের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ব্যবহার স্বয়ং স্বরূপসম্বন্ধে। ব্রহ্মের দুই ভাব নাই একই ভাব, একথা বলাতে তিনি নিত্যকাল যে একই ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, এবং কোন কালে কোন হেতুতে তাঁহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, ইহাই বুঝাইতেছে। আজ তিনি সন্তুষ্ট কাল তিনি অসন্তুষ্ট, আজ তিনি এইরূপে কার্য্য করিলেন, কল্য তিনি যে সেইরূপে কার্য্য করিবেন তাঁহার কোন স্থিরতা নাই, ইত্যাদিরূপ যদি ঈশ্বরেতে পরিবর্ত্তন থাকিত, তাহা হইলে স্থিরতর নিয়ম বিধি ব্যবস্থা কিছুই থাকিত না; যাহার প্রতি তিনি প্রসন্ন হইতেন তাহার প্রতি এক প্রকার ব্যবহার করিতেন, যাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইতেন, তাঁহার প্রতি অন্য প্রকার ব্যবহার করিতেন। আর এই প্রসন্নতার উপরেই বা নির্ভর কি? কোন্ দিন কোন সামান্য কারণে সে প্রসন্নতা অপ্রসন্নতাতে পরিণত হইবে কে জানে? তিনি স্রষ্টা পাতা পিতা মাতা বন্ধু সুহৃৎ গুরু রাজা ইত্যাদি সম্বন্ধে যখন সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ, তাঁহা ভিন্ন যখন এ সকল সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে নিত্য-কালের জন্য সম্বন্ধ আর কেহ নাই, তখন তিনি যদি এ প্রকার অব্যবস্থিত হন, তাহা হইলে না আমাদের কোন মঙ্গল আছে, না সমগ্র জগতের কোন স্থিরতা আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই ব্যবহার একত্র করিয়া এই স্বরূপের এইরূপ আরাধনা হইয়া থাকে;—"তুমি এক, তোমাতে কোন ভাবান্তর নাই, তুমি পিতা হইয়া সকলকে পালন করিতেছ, মাতা হইয়া সকলকে আপনার ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, অন্ন দান করিতেছ, গুরু হইয়া সকলকে শিক্ষা দিতেছ, নেতা হইয়া সকলের পথ প্রদর্শন করিতেছ, রাজা হইয়া সকলকে শাসন করিতেছ; সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তোমার অখণ্ড নিয়ম সকল জগৎ ও জীবকে নিয়মিত করিতেছে; তোমারও যেমন কোন পরিবর্ত্তন নাই, তেমনি তোমার শাসন, বিধি, ব্যবস্থা, কিছুরই পরিবর্ত্তন নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুণ্যস্বরূপ।

বুদ্ধি। এক্ষণে পুণ্যস্বরূপ ব্যাখ্যাত হইবার কথা। প্রেমের বিবিধ প্রকাশের

একত্বসাধনের উদ্দেশে অদ্বৈতস্বরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত, ইহা বুঝিলাম, কিন্তু অদ্বৈতস্বরূপের অব্যবহিত পরেই পুণ্যস্বরূপের আগমন কেন, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না, ভরসা করি সেইটি বুঝাইয়া দিয়া পুণ্যস্বরূপের ব্যাখ্যা করিবে।

বিবেক। আর এক দিন অদ্বৈতস্বরূপের যে দ্বিতীয় ব্যবহার বলিয়াছি, তন্মধ্যেই পুণ্যস্বরূপের সহিত অদ্বৈতস্বরূপের কি যোগ তাহা এক প্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় আমি বলিয়াছি, "ব্রহ্মের দুই ভাব নাই একই ভাব, এ কথা বলাতে তিনি নিত্য কাল যে একই ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতে-ছেন, এবং কোন কালে কোন হেতুতে তাঁহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, ইহাই বুঝাইতেছে।" এই যে অপরিবর্ত্তনীয়তা, একই ভাবে কার্য্য করা, কিছুতেই এদিক্ ওদিক্ না হওয়া, উহাই পুণ্যের মূল। দেখ প্রেমের ন্যায় পুণ্যের প্রকা-শেরও বহুত্ব আছে। বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধানুসারে যেমন প্রেমের বিধির প্রকাশ, তেমনি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধানুসারে পুণ্যের বিবিধ বিধি। এই সকল বিধি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও ঐ সকল বিধির একত্ব এক অপরিবর্ত্তনীয়তা দ্বারা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। বিধি কি করে? তোমায় বিচলিত হইতে দেয় না। তুমি পৃথিবীতে যাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধে বদ্ধ, এবং সেই সম্বন্ধ জন্য তোমার যে বিধি অনুসরণ করিয়া চলিতে হয় সে বিধি তোমায়, প্রলোভন পরীক্ষা উপস্থিত হইলেও, এদিকে ওদিকে যাইতে দেয় না, ঠিক একই দিকে তোমার গতি রক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্থলে পতিপত্নীর সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে পারি। দেখ তুমি পরিণয়-সঙ্কল্পবতী হইয়া এক নূতন বিধির অনুগত হইলে। এই বিধিতে অব্যভিচারী প্রেম রক্ষা করিতে তুমি বাধ্য। তোমার নিকটে ধনাদির বিবিধ প্রলোভন, দারিদ্র্যাদি বিবিধ পরীক্ষা উপস্থিত, কিন্তু কিছুতেই দুঃস্থ পতি হইতে তোমার মন ফিরাইতে পারিবে না। পতিপত্নীর সম্বন্ধমধ্যে এমন সকল কঠিন পরীক্ষা ও প্রলোভন আছে যে, বাহিরে না হউক মনের মধ্যেও প্রেমের বিরোধী ভাব উপস্থিত হয়। যদি তুমি যথার্থ পরিণয়ব্রতধারিণী হও, তাহা হইলে সেরূপ বিরোধী ভাব তোমার মনে কখন প্রবেশও করিতে পারিবে না। তুমি পতির নিমিত্ত শরীর মনের সকল প্রকারের ক্লেশ দুঃখ অনায়াসে বহন করিতে পার কেন? বিবাহবিধি তোমায় অপরিবর্ত্তনীয় করিয়া তুলিয়াছে এই জন্য।

বুদ্ধি। এই অপরিবর্ত্তনীয়তা আমাদের মনের কোন্ শক্তির সহিত সংযুক্ত?

বিবেক। ইচ্ছাশক্তির সহিত উহা চিরসংযুক্ত। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি চির অপরিবর্ত্তনীয়, সেই এক ইচ্ছাশক্তি জীবের বিবিধ সম্বন্ধানুসারে বিবিধ বিধির আকারে প্রকাশ পায়, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি দুই নহে একই, সে শক্তির ভাবেরও কখন কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তুমি বিধির অনুসরণ করিয়া যত চল, তত তোমার ইচ্ছাশক্তি সুদৃঢ় হয়। যত ইচ্ছাশক্তি সুদৃঢ় হয়, তত তোমাতে শুদ্ধতা বা পুণ্য বাড়ে। বাড়ে কেন বলিতেছি, ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব তোমাতে উপস্থিত হয়।

বুদ্ধি। তুমিতো পুণ্য আর ইচ্ছাশক্তিকে এক করিয়া ফেলিলে। কৈ 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' এ বাক্যের মধ্যে এমন কোন্ কথা আছে, যাহাতে ইচ্ছাশক্তি বুঝাইতে পারে। তুমি বল শ্রুতিবাক্য ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, এইবার তোমায়, দেখিতেছি, গোলে পড়িতে হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তি বলিলেই ব্যক্তিত্ব বুঝায়। এখানে ব্যক্তিত্ব কৈ?

বিবেক। মনে রাখিও, গোলে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে পুণ্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্ববোধক ইচ্ছাশক্তির যোগ করিতাম না। 'শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ' এ দুটি কি বিশেষণ শব্দ নয়?

বুদ্ধি। অবশ্য বিশেষণ। বিশেষণ হইলেই ব্যক্তির বিশেষণ হইবে কে বলিল? গাছ পাথর সকলেরই তো বিশেষণ আছে। অব্যক্তিবাচক উদাসীন ব্রহ্মের ইহারা বিশেষণ, একথা বলিলে ক্ষতি কি?

বিবেক। তুমি ফাঁকি ধরিতে শিখিয়াছ, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু যে শ্রুতির ইটি অংশ সেই সমুদায় শ্রুতির অর্থ কি জানিলে আর তোমার মনে গোল থাকিবে না, সে শ্রুতির অর্থ এই;—"তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভু, তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যে যেমন তেমনি ভাবে অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।" দেখ, যাঁহাকে 'শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ' বলা হইয়াছে, তিনি ব্যক্তি কি না?

বুদ্ধি। এ শ্রুতিতে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব যেমন সুস্পষ্ট এমন আর উপনিষদের কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

বিবেক। স্বরূপও ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি যেমন পরিস্ফুট তেমন অন্যত্র উহা বিরল। তবে আজ যে সকল কথা বলা হইল তদনুসারে পুণ্যস্বরূপের আরাধনা কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া আলাপ বন্ধ করা যাউক ;—হে পুণ্য, তুমি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। তোমার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জীবসকল বিবিধ বাসনায় পরিচালিত হইয়া নিরন্তর বিপথে গমন করে, নানাবিধ পাপকলঙ্কে কলঙ্কিত হয়। যতক্ষণ না তোমায় একমাত্র হৃদয়ের ঈশ্বর জানিয়া তোমার দিকে তাহারা মন না ফিরায়, কিছুতেই তাহাদিগের পাপ মলিনতা ঘোচে না। তুমি তাহাদিগকে পাপের বন্ধন হইতে মোচন করিবার জন্য বিবিধ বিধির অধীন করিয়াছ। যদি তাহারা সেই সকল বিধি প্রতিপালন করে তাহা হইলে তাহারা চির অপরিবর্ত্তনীয় ভাব ধারণ করে এবং তোমার সঙ্গে এক হয়। যখন তাহারা তোমার সঙ্গে এক হয় তখন তাহাদিগের হৃদয় মন আত্মা শুদ্ধ হয়, স্বর্গের সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয়, দেবগণের সহিত একত্ব লাভ করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আনন্দস্বরূপ।

বুদ্ধি। পুণ্যস্বরূপের পর আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যা অদ্যকার বলিবার বিষয়। এই আনন্দস্বরূপেই ব্যাখ্যা পর্য্যবসন্ন হয়। পর্য্যবসানে আনন্দস্বরূপে সমুদায় স্বরূপ একীভূত হইয়া সাধকের নিকটে প্রকাশ পায়, কেন না তুমি অতি পূর্ব্বে বলিয়াছ, স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন নাম কেবল বস্তু বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য, অন্যথা ব্রহ্মের একই অখণ্ডস্বরূপ। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই আনন্দ, একথা প্রতিপন্ন না হইলে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ব্রহ্ম বহুগুণবিশিষ্ট হইয়া পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ হন ; এ আপত্তিও কিছু সামান্য নহে। অতএব আজকার ব্যাখ্যায় তোমার কিছু বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইতেছে।

বিবেক। এ বড় সুখের বিষয় যে, ঠিক সময়ে আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যা উপস্থিত। দীর্ঘকাল তুমি সংসারে প্রবেশ কর নাই, ঠিক আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যার সময়ে তোমার সংসারে প্রবেশ, এরূপ সংযোগ ভাগ্যক্রমে ঘটিয়াছে। আনন্দস্বরূপে সংযোগের ব্যাপার, এখানে বিয়োগ নাই। অন্যান্য স্বরূপে তুমি জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের বিয়োগ কল্পনা করিতে পার। এখানে যদি সেরূপ কল্পনা কর, তাহা হইলে এ স্বরূপের আরাধনা কিছুতেই হইতে পারে না। আনন্দ-

অন্তঃপর নিকটস্থ হইলে, তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, অথচ তাঁহাতে বিলয় হওয়া বাকি রহিল, এরূপ আকাঙ্ক্ষা অসংগত। আনন্দ আমাদিগকে মগ্ন করে, আত্ম-বিস্মৃত করিয়া দেয়, আমরা আর আপনাতে আপনি থাকি না, আনন্দমূর্ত্তিতে ডুবিয়া যাই। যখন এইরূপে ডুবিয়া যাই, তখন একা ডুবি না, সকলকে লইয়া ডুবি। কারণ সকলেই আনন্দের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ। আনন্দে ডুবিলে সেখানে গিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ হয়। যত বিচ্ছেদ বিয়োগ অন্তর্হিত হয়। এখানে মৃত্যুর অধিকার নাই, কেন না এখানে সকলেই দেহবিযুক্ত আত্মা হইয়া আনন্দে মগ্ন। সত্যস্বরূপের আরাধনায় যিনি সকলের প্রাণ সকলের জীবন, সকলের সত্তার সত্তা তিনি প্রকাশ পাইয়াছেন। তিনি কেবল প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন, সত্তার সত্তা নহেন তিনি সকলই দেখিতেছেন, সকলই জানিতেছেন। কেবল তিনি জানিতেছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের সকল অভাব পূরণ করিতেছেন, সর্ব্বদা স্নেহনয়নে আমাদিগকে দেখিতেছেন। এই স্নেহ ও প্রেমে আত্মসাৎ করিয়া অন্যাভিনিবেশ পরিত্যাগ করাইয়া একমাত্র আপনাতে তিনি সাধকের মনকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এখন আর চিত্তের অন্যত্র গতি নাই, তাঁহাতেই সমগ্র মন ও প্রাণ, চিত্ত প্রবিষ্ট। এ প্রকার একেতে চিত্ত নিবিষ্ট হওয়াতে পাপ অপবিত্রতা অন্তরিত হইয়াছে। স্বয়ং ঈশ্বর এখন আপনার আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সাধককে মুগ্ধ করিলেন, গেহ দেহাদির চিন্তা স্বতঃ অন্তর্হিত হইল। এই আনন্দ সাধককে আপনার আনন্দ সংক্রামিত করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেছেন। সুতরাং এই আনন্দ যে চৈতন্যময় প্রেমপুণ্যের আধার তাহাতে আর সন্দেহ কি? আনন্দের অপর নাম পূর্ণতা। যেখানে পূর্ণতা সেখানে দুঃখ নাই, শোক নাই, পাপ নাই, তাপ নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি। পূর্ণতা আর কোথাও নাই, পূর্ণতা কেবল এক ঈশ্বরেতে। এই পূর্ণতার জন্যই তিনি আনন্দঘন। অজ্ঞানতা, অশুদ্ধতা, নিষ্ঠুরতা পূর্ণতাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই, পূর্ণতা চৈতন্য, পুণ্য ও প্রেম। যে দিক্ দিয়া বিবেচনা কর, ব্রহ্ম যে আনন্দ, ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ, তাঁহাতে যে সকল স্বরূপের একত্ব তাহা সহজে হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

বুদ্ধি। আনন্দস্বরূপ যে এইরূপ, তাহা একপ্রকার বুঝিলাম। আনন্দে কেবলই সংযোগ, বিয়োগ নাই, ইহাও সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, কেন না প্রীতিপাত্রের

সহিত একত্র বাসে আনন্দ, একত্র বাসের অভাব হইলে বিষাদ, ইহা নিয়ত প্রত্যক্ষ। ঈশ্বর পূর্ণ। সাধকের নিকটে তিনি যখন আপনাকে প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার সেই পূর্ণতা সাধককে মগ্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলে। আনন্দের যে এই প্রকার অভিভূত ও নিমগ্ন করিবার সামর্থ্য আছে, তাহাও প্রতিদিন প্রত্যক্ষ হয়। জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের মিলনেতে যে আনন্দ তাহাও কিছু অপ্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে। কোন এক ব্যক্তিকে দেখিলে যে আনন্দোদয় হয়, তাহার কারণ তন্মধ্যে জ্ঞানাদি বিদ্যমান, অন্যথা আনন্দোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা নাই। যে পরিমাণে জ্ঞান পুণ্য প্রেমের অভাব কোন ব্যক্তিতে অনুভূত হয়, সেই পরিমাণে আনন্দের মাত্রা কমিয়া যায়। এখন আনন্দস্বরূপের কিরূপ ব্যাখ্যা হয় বল, শুনি।

বিবেক। জ্ঞান প্রেম পুণ্য যখন আনন্দে মিশিয়া গিয়াছে, তখন আনন্দের আরাধনা এইরূপে করা যাইতে পারে;—হে আনন্দঘন পরব্রহ্ম, তুমি আমাদের হৃদয় মন প্রাণ আত্মাকে আনন্দের সাগরে ডুবাইলে। আমরা একেবারে তোমার চরণতলে উপস্থিত। তোমার চরণতলে দেবগণ ঋষিগণ মহর্ষিগণ সকলে আমোদ করিতেছেন। আনন্দভূমিতে কেবলই আনন্দের নৃত্য। আমাদের সকল দুঃখ সকল সন্তাপ অন্তরিত হইল, প্রাণ শীতল হইল, বিচ্ছেদ বিয়োগ চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। আমরা সম্পন্ন হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, ধন্য হইলাম। শত্রু মিত্র সকলকে আমরা সমানভাবে এখন আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি। সমুদায় ভুবন আনন্দে প্লাবিত হইয়াছে। হে রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু, আমাদের কৃতার্থতার আর অবধি রহিল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধ্যান।

বুদ্ধি। আরাধনার পর ধ্যান উপস্থিত। প্রথমে এক বার উদ্বোধন হইয়াছিল। আরাধনার পর আবার ধ্যানের উদ্বোধন করা হয় কেন? উহাতে কি আরাধনায় যে সাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহা উদ্বোধনদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না?

বিবেক। আরাধনার পর কোন উদ্বোধন না করিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে বহুবিধ লোক সমবেত হয়, সেখানে ধ্যান কি, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মনে করিয়াই ধ্যানের উদ্বোধন পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। যেখানে এরূপ প্রয়োজন আছে, সেখানে

দীর্ঘ উদ্বোধন না করিয়া দুচারি কথায় করিলে আরাধনার সাক্ষাৎসম্বন্ধ কাটে না। এরূপ উদ্বোধনই ভাল।

বুদ্ধি। আরাধনা ও ধ্যানের পরস্পর সম্বন্ধ কি?

বিবেক। আরাধনা ও ধ্যানের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলে কখন পূর্ণমাত্রায় তাহার সম্ভোগ হয় না। সত্য বটে, বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগও হয়, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগে এই একটি ব্যাঘাত আছে যে, তখন বস্তু নির্ব্বাচিত হইতেছে, তন্মধ্যে কি কি ভাব সন্নিবিষ্ট আছে তাহা বুদ্ধিগোচর করা হইতেছে। এরূপ করিতে গেলে ভাব হইতে ভাবান্তরে দ্রুতবেগে প্রবেশ ঘটে, সুতরাং সম্ভোগের মাত্রা তত অধিক হয় না। আরাধনায় ইহাই ঘটিয়া থাকে। বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া স্বরূপ হইতে স্বরূপান্তরে গমন এবং সেই একই স্বরূপমধ্যে কি কি ভাব ও সম্বন্ধ আছে তাহার পর্য্যালোচনায় সম্ভোগের মাত্রা বড়ই অল্প হইয়া পড়ে। আরাধনা সেখানে শেষ হইল যেখানে সমগ্রস্বরূপ এক অখণ্ড বস্তু হইয়া প্রকাশিত। আনন্দস্বরূপে এই অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। কেবল অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, সমুদায় জীব অখণ্ড হইয়া এক মহাজীবে পরিণত হইয়াছে। অখণ্ড আনন্দঘন ব্রহ্ম ও অখণ্ড জীবের যোগ আনন্দে যখন সিদ্ধ হইল, তখন সেই অখণ্ড জীব অখণ্ড আনন্দসম্ভোগে প্রবৃত্ত। এই যে অখণ্ড জীবের অখণ্ড আনন্দসম্ভোগ ইহাই ধ্যান। এস্থলে ধ্যানশব্দপ্রয়োগ যদিও ঠিক নয়, সমাধিশব্দপ্রয়োগ কথঞ্চিৎ ঠিক, তথাপি সম্ভোগে যখন জীবের চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না, আমি সম্ভোগ করিতেছি এরূপ জ্ঞান থাকে, তখন সমাধিশব্দপ্রয়োগ না করিয়া ধ্যানশব্দের প্রয়োগ মন্দ নয়। তবে সাধারণতঃ ধ্যান বলিতে চিন্তা বুঝায়। এখানে চিন্তা নাই চৈতন্য আছে, এ প্রভেদ মনে রাখা প্রয়োজন। একে যদি ধ্যান বলিতে না চাও, যোগ বল।

বুদ্ধি। চিন্তা নাই চৈতন্য আছে, এ প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

বিবেক। কোন একটি বস্তুর সকল দিক্ ভাল করিয়া নির্ব্বাচন করিতে গিয়া আমরা চিন্তানিয়োগ করিয়া থাকি। চিন্তা এই জন্য প্রবাহক্রমে ধাবিত হয়। হইতে পারে, একই বিষয়েতে চিন্তানিয়োগ করাতে বিসদৃশ প্রবাহ না হইয়া সদৃশ প্রবাহ হয়, কিন্তু আরাধনার পর যে ধ্যান উপস্থিত, তাহাতে সদৃশ

চিন্তাপ্রবাহও উপযোগী নয়। বস্তুর সমগ্র দিক্ দেখা যখন আরাধনাতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং অখণ্ড পরমপুরুষ অখণ্ড জীবসন্নিধানে উপস্থিত, তখন কেবল তাঁহাতে মনোভিনিবেশ করিয়া আনন্দসম্ভোগ ইহাই স্বাভাবিক। জীবচৈতন্যের অস্তিত্ব বিনা সম্ভোগ কখন সম্ভব নয়, এজন্য অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় জীবচৈতন্য-সত্তাকে বিলুপ্ত করা কখন সমুচিত নয়। জীবচৈতন্যকে বিলুপ্ত করিলে মূর্চ্ছিতাবস্থা উপস্থিত হয়, ঘোর বাতাস জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। উহাকে আনন্দজনিত মূর্চ্ছা বলে। মূর্চ্ছাবস্থার অপগম হইলে তবে মনে হয় কি সুখেই ছিলাম। আমি যে ধ্যানের কথা বলিতেছি, এ ধ্যান মূর্চ্ছা নহে সম্ভোগ। এখানে আনন্দসম্ভোগভিন্ন আর কিছু নাই, এজন্য মনে আর বিষয়ান্তরের প্রবেশ না থাকিয়া চিন্তাপ্রবাহ অবরুদ্ধ থাকে।

বুদ্ধি। বিষয়ান্তরের প্রবেশ না হইলেও স্বরূপসমুদায়ের ক্রমিক স্ফূর্ত্তি মনে হইলে তো তদ্বিষয়ক চিন্তা ধ্যানে থাকিতে পারে। তুমি এ চিন্তা যদি বারণ কর, তাহা হইলে সম্ভোগকালে জ্ঞানাদি আত্মার উপাদান হইয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিবে কিরূপে? আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তি, তুষ্টি, পুষ্টিই বা সিদ্ধ হইবে কিরূপে?

বিবেক। দেখ বুদ্ধি, তুমি এখন অরূপ ব্রহ্মের রূপরস পান করিতেছ। তুমি চৈতন্য, ব্রহ্মও চৈতন্য। চৈতন্য চৈতন্যকে সম্ভোগ করিতেছে। এই সম্ভোগই রূপরসপান। এ চৈতন্য তোমার নিকট মিষ্ট হইতেও মিষ্টতর, সুগন্ধ হইতেও সুগন্ধতর, কেন না ইহা প্রেম-পুণ্য-মাখা। রসস্বরূপের রসসম্ভোগ উহার অর্থ—প্রেমপুণ্য চৈতন্যে মিশিয়া গিয়া যে আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া স্থিতি; স্বরূপরূপ রূপের দ্বারা মনোহর পরমপুরুষে মগ্ন হইয়া থাকা। এইরূপ স্থিতিতেই এখানে কৃতার্থতা। জ্ঞানাদির আত্মাতে প্রবেশ-সাধনের জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই, অখণ্ড আনন্দমূর্ত্তির অন্তঃপ্রবেশে উহা স্বতই সিদ্ধ হইতেছে। তুমি যখন কোন ব্যক্তির প্রেমাদির পরিচয় পাইয়া তাঁহাতে মুগ্ধ হইয়াছ, তাঁহাকে দেখিবামাত্র তোমার এমনই ভাবোদয় হয় যে, আর তাঁহার গুণের আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে সমগ্র তিনি তোমাতে অনুপ্রবিষ্ট হন, আর তুমি তিনি হইয়া যাও। এক জন আর এক জন হইয়া যায়, এ ব্যাপারটি বুঝিবার সময় এখন তোমার উপস্থিত। আশা

করি, তুমি উহা উপলব্ধি করিয়া সেই সঙ্গে পরমপুরুষের রসমূর্ত্তিতে এক হইয়া যাইবে। তোমার নবীন অবস্থা, জানিও, এই মহত্তম ব্যাপার সাধনের জন্য।

বুদ্ধি। তুমি এ কি বলিলে? যে ব্যক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে এক হইলাম, তিনিইতো পরমপুরুষের রসমূর্ত্তিতে মগ্ন হইবার অন্তরায় হইবেন।

বিবেক। অখণ্ড জীব ও অখণ্ড ব্রহ্মের কথা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি সেইটি ভাল করিয়া ধারণ করিতে না পারাতে তোমাতে এ ভ্রম উপস্থিত। তুমি যাঁহাতে মুগ্ধ তাঁহার সহিত যখন এক হইয়া গিয়াছ, তখন আর দুজন কোথায় রহিলে, রহিলতো এক জন। এখানে জীবসম্বন্ধে দ্বৈত ভাব অন্তরিত হইয়াছে। দুই নয় এক জীব ব্রহ্মের রসমূর্ত্তিসম্ভোগে প্রবৃত্ত। এক জনের সঙ্গে এক হইতে পারিলে সহস্রজনের সঙ্গে এক হওয়া সম্ভব হয়। আনন্দস্বরূপমধ্যে সাধু ঋষি মহর্ষি আত্মীয় স্বজন বন্ধু প্রভৃতি তাঁহাতে মগ্ন হইয়া, অভিন্ন হইয়া রহিয়াছেন। তুমি যখন আনন্দে মগ্ন হইলে তখন তুমিও তাঁহাদের সহিত অভিন্ন হইয়া গেলে। সকলে মিলিয়া যে এক অখণ্ড জীব হইল, সে জীব তোমার আত্মচৈতন্য সহ একীভূত। সকলের সঙ্গে এক হইয়া তোমার সম্ভোগে সামর্থ্য বাড়িল। তুমি ক্রমান্বয়ে পরমপুরুষের রসমূর্ত্তিতে ডুবিতে লাগিলে। এই ডোবাই নববিধ ধ্যান বা যোগ। এখানে অন্তর বাহির এক হইয়া গিয়াছে, চিদানন্দরসসাগর উর্দ্ধে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে। এই ব্রহ্মরসের অন্তঃপ্রবেশে আত্মা জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে তুষ্ট, পুষ্ট, পরিতৃপ্ত।

বুদ্ধি। বিবেক, তোমার একটী কথায় আমার সন্দেহ হইয়াছে। আমরা এক এক জন একটি জীব; সকলেই স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে যখন অখণ্ডত্ব ছিল না, তখন অখণ্ডত্ব মনে করা কি কল্পনা নয়?

বিবেক। অখণ্ডত্ব নাই, আমরা পরস্পর হইতে একান্ত স্বতন্ত্র, ইহাই কল্পনা। কোন একটি বস্তু অপর বস্তুসকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যেমন থাকিতে পারে না, উহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তেমনি এক আত্মা অপর সকল আত্মার সম্বন্ধনিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। নিরপেক্ষ বা একান্ত স্বতন্ত্র বলিয়া যে মনে হয়, উহা অজ্ঞানতামূলক। ধ্যানযোগে এই অজ্ঞানতা

অন্তরিত হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ পায়। বুদ্ধি, তুমি নির্জ্জনে বসিয়া অদ্যকার কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার কর, আয়ত্ত কর, এবং তোমার জীবনের নবীন অবস্থা কিরূপে ব্রহ্মযোগে পরিণত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।

সাধারণ প্রার্থনা।

বুদ্ধি। ধ্যানে অখণ্ড ব্রহ্মকে অখণ্ড জীব সম্ভোগ করিতেছে, সে তাহাতে মগ্ন হইয়া গিয়াছে, এখন সে সাধারণ প্রার্থনা করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিবে কি প্রকারে? প্রার্থনা করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিতে হইলে ধ্যানের গভীরতা তো নষ্ট হইলই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড ব্রহ্ম ও অখণ্ড জীব খণ্ডিত হইয়া গেলেন, কেন না ব্রহ্মের প্রার্থনাশ্রবণকারিত্বের ভাব মনে প্রবল হইল, প্রার্থী হইতে গিয়া অন্য সমুদায় জীবের সহিত প্রার্থী জীব ভিন্ন হইয়া পড়িলেন। বল এসকল কথার মীমাংসা কি? আমার তো মনে হয়, তুমি যে ধ্যান বলিয়াছ, সে ধ্যান হইতে প্রার্থনায় পঁহুছাইতে গেলে এ দোষ পড়েই পড়ে।

বিবেক। মগ্ন ভাব না গেলে কথা বাহির হয় না, এ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিলে ধ্যানের মগ্নভাব বিরল না হইয়া প্রার্থনা উপস্থিত হয় না, এই কথাই মানিয়া লইতে হয়। এই মগ্নভাব যাইবার বেলা আনন্দে যে সমুদায় স্বরূপের সন্নিবেশ হইয়াছে, তাহারও বিরলতা মানিতে হয়, এবং এই বিরলতা মানিতে গেলে প্রথমে যেমন সত্য হইতে স্বরূপপরম্পরায় আনন্দে আসিয়া সকলস্বরূপের ঘনীভূততা উপস্থিত হইয়াছে, তেমনি আনন্দ হইতে পুণ্যে, পুণ্য হইতে অদ্বৈতে, অদ্বৈত হইতে প্রেমে, প্রেম হইতে অনন্তের অন্বয়পক্ষে, অন্বয়পক্ষ হইতে ব্যতিরেক পক্ষে, ব্যতিরেক পক্ষ হইতে চিন্মাত্রে বা জ্ঞানে, জ্ঞান হইতে সত্যে আসিয়া ধ্যাতা উপস্থিত। সত্য হইতে আনন্দে আসিয়া পঁহুছাকে দার্শনিক ভাষায় অনুলোম, আনন্দ হইতে আবার সত্যেতে গিয়া পঁহুছা বিলোম বলিতে পারি। এই অনুলোম বিলোমে ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব জীবের অখণ্ডত্ব বিলুপ্ত হয় না কেন, ভাবের ঘোর ঘোচে না কেন, এখন তোমার তাহাই বোঝা আবশ্যক।

বুদ্ধি। সে কথা বুঝিবার পূর্ব্বে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সত্য

হইতে আনন্দে আসিবার সময়ে আরাধনা সহায় ছিল, সুতরাং পর পর স্বরূপ সমূহ অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত থাকিয়া আনন্দে আসিয়া অখণ্ড হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ধ্যানে তো এরূপ কোন প্রণালী অবলম্বিত হয় না। মগ্নভাব চলিয়া যাইবামাত্র অমনি সত্য বা সত্তামাত্রে আসিয়া সাধক উপস্থিত। তুমি যাহাকে বিলোম বলিতেছ সেটা একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। যদি বল এত শীঘ্র এই ব্যাপারটি হয় যে, বিলোমগতি টা আমরা ধরিয়া ফেলিতে পারি না, তাহা হইলে আমি বলিব, যাহা ধরিতেই পারিলাম না তাহার সম্বন্ধে দ্রুতগতিবশতঃ উহা জ্ঞানের অগোচর হইয়াছে, একথা বলায় লাভ কি? বলিলেই হইল যে, মগ্নভাব ছুটিবামাত্র একেবারে শুষ্ক ডাঙ্গায় গিয়া সাধক উপস্থিত।

বিবেক। তুমি বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। এরূপ প্রশ্নে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। যাহা বুঝা যায় না, তাহা লইয়া আবার বিচার কি? একখানি সোলা তুমি বলপূর্ব্বক জলের তলায় ডুবাইলে, যাই ছাড়িয়া দিলে অমনি উহা একেবারে উপরে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল একেবারে ভাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সত্য কথা এই, সবখানি জল ভেদ করিয়া তবে উহা উপরে উঠিয়াছে। এখানেও তাহাই। দ্রুতগতিতে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া পঁহুছিলে দ্রুতগতিনিবন্ধন মধ্যভাগটা ধরা না যাইতে পারে, কিন্তু ধরা গেল না বলিয়া যে, মধ্যভাগটা দিয়া উহাকে যাইতে হয় নাই, একথা তুমি কেমনে বলিবে? যে দৃষ্টান্ত লইয়া সেবার তোমায় মগ্নভাব বুঝাইয়াছি, সেই দৃষ্টান্ত লইয়া একথাটাও বুঝাইলে আর কোন গোল থাকিবে না। তুমি তোমার প্রেমাস্পদকে দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইলে, তাঁহার গুণের চিন্তা আর তোমার মনে আসিল না, সে সকল গুণ তাঁহার সহিত এমনি অভিন্ন যে, চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মগ্ন হইয়াই থাক, না মুহূর্ত্তমধ্যে মুগ্ধতা অপসৃত হয়, আর তুমি তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হও। যখন তুমি তাঁহার সহিত আলাপ কর, তখন কি তাঁহার মুগ্ধকরত্ব সামর্থ্য নাই? যদি নাইই থাকে, তবে আলাপের রসে তোমার মন ভরিয়া যায় কিরূপে? যখন আনন্দে মগ্ন হইয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলে, সে সময়ে প্রণয়াস্পদের সত্তাটার প্রতিও তোমার দৃষ্টি ছিল না। যখন মুহূর্ত্তমধ্যে এই আমার প্রণয়াস্পদ এই সত্তাজ্ঞান জাগিয়া উঠিল, তখনও তোমার ঘোর ভাঙ্গে

নাই। একথা কেন বলি জান, যাকে বড় ভালবাসি তাহাকে ভাবিতে গিয়া মুখখানি ভাল করিয়া মনে পড়ে না। মুখখানি ভাল করিয়া মনে পড়ে না এই জন্য যে তুমি ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাকে দেখিয়াছ, আকারের দিকে তোমার দৃষ্টি ছিল না। যখন আনন্দের মগ্নভাব কিঞ্চিৎ বিরল হইল তখন ভাবে বিভোর থাকিয়াই 'এই ইনি' এই সত্তাজ্ঞান উপস্থিত, কিন্তু ঐ সত্তার সঙ্গে যে সকল স্বরূপগুলির যোগ আছে, তৎপ্রতি আর দৃষ্টি থাকিল না; ভাবে বিভোর থাকিয়াই তাঁহার সহিত আলাপ উপস্থিত হইল। যাউক এখন কথা এই, যখন আরাধনা সত্যেতে আরম্ভ হয়, তখন ফাঁকা সত্তায় অর্থাৎ জ্ঞানপ্রেমাদিবর্জ্জিত সত্তায় আরাধনার আরম্ভ হইয়াছে। যত সত্য হইতে অন্যান্য স্বরূপে অবরোহণ হয়, তত সেই সত্তা আর ফাঁকা সত্তা থাকে না, জ্ঞানাদিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। আনন্দে আসিয়া সেই সত্তাই রসমূর্ত্তিতে পরিণত হয়। এই রসমূর্ত্তিতে মন বিভোর হইয়া যায়। মুহূর্ত্তের পর যখন সত্তা অর্থাৎ এই ইনি আমার সম্মুখে এ জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্তি জন্মে। এ আলাপ রসযুক্ত, রসহীন নহে। আনন্দে যেমন সমুদায় স্বরূপ একীভূত ছিল, আনন্দের মগ্নভাব হইতে যখন সত্তামাত্র উপস্থিত, তখন বিলোমক্রমে যতগুলি স্বরূপ অতিক্রম করিয়া সত্যেতে বা সত্তাতে গিয়া পঁহুছাইতে হয়, সে সকলগুলিই এই সত্তাতে এখন আছে, তাহাদের একটিও বিশ্লিষ্ট হয় নাই। এই যে স্বরূপসমূহের অবিশ্লিষ্টভাবে সত্তাতে স্থিতি, ইহাকেই বিলোমগতি বলা যায়। প্রণয়াস্পদের সত্তামাত্রে দৃষ্টি পড়াতে যেমন তাঁহার মুগ্ধকরত্বাদিশক্তি চলিয়া যায় নাই, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ফলতঃ বুঝিও এ সত্য বা সত্তা আরম্ভের ফাঁকা সত্য বা সত্তা নহে।

বুদ্ধি। সত্য বা সত্তা যেন ফাঁকা না হইল, যে জীব বাহির হইয়া আসিল সেতো একা আসিল। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে অখণ্ড ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকিলেও জীবের অখণ্ডত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে।

বিবেক। জীবের অখণ্ডত্ব ঘুচিবে কি প্রকারে? আমি তোমায় তো পূর্ব্বে বলিয়াছি, সকল জীবের সঙ্গে অখণ্ডযোগে প্রত্যেক জীব নিয়ত আবদ্ধ আছে। অজ্ঞানতাবশতঃ এই অখণ্ড যোগ তাহারা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। সাধারণ জীবগণের সহিত যোগ তত সুস্পষ্ট না হইলেও ঋষি মহর্ষি সাধু মহাজন-

গণের সঙ্গে যোগ অতি সুস্পষ্ট। ঈশ্বরের যে যে স্বরূপের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্বরূপে তাঁহারা ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইয়া রহিয়াছেন। আরাধনায় ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের আলোচনাকালে, তাঁহারা সেই সেই স্বরূপের সহিত আরাধনায় নিযুক্ত জীবের সহিত অভিন্ন হইয়াছেন, যাই সমুদায় স্বরূপ আনন্দে অখণ্ড হইয়া পড়িল, তাঁহারাও সে সময়ে আরাধনায় নিযুক্ত জীবের সহিত অখণ্ড ও এক হইয়া গেলেন। আবার যখন বিভোর ভাব লইয়া সত্য বা সত্তার সাধক উপস্থিত, তখন তাঁহারাও অখণ্ড ভাবে তৎসহ সংযুক্ত আছেন, বিচ্ছিন্ন হইবার কোন কারণ নাই।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে কথায় তো বুঝা গেল, কিন্তু 'ঋষি মহর্ষি সাধু মহাজনগণের সঙ্গে যোগ অতি সুস্পষ্ট', তোমার এ কথার কোন সন্ধান পাইলাম না।

বিবেক। কোন একটি স্থলে যদি সন্ধান পাইয়া থাক, তবে এ স্থলে সন্ধান পাওয়া আর কিছু তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। তোমার কি মনে আছে, আমি অনেক দিন পূর্ব্বে যখন তোমায় বলিতাম 'তুমি আমায় আর ছাড়িতে পারিবে না', তখন এই কথা শুনিয়া তোমার মুখে বিষাদের চিহ্ন উপস্থিত হইত। আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তোমার বিষাদ উপস্থিত, ইহা জানিয়া আমি তোমায় বলিয়াছিলাম, 'আমায় আর ছাড়িতে পারিবে না, ইহার অর্থ আজ হইতে এই বুঝিবে যে, আমি যে সকল কথা তোমায় বলিতেছি, ইহা তুমি কোন কালে অতিক্রম করিতে পারিবে না।' তুমি যখন দূরে, তখনও আমি তোমার নিকটে; কেন না আমি বাণীরূপে তোমার নিকটে সকল সময়ে উপস্থিত। বল, তুমি কি আমায় অতিক্রম করিতে পারিয়াছ? সংসারের গোলমালে ভুলিয়া থাকিলেও নির্জ্জনে বসিলেই অমনি সেই সকল বাণীতে তোমার নিকটে আমি উপস্থিত। আমার এ কথা যদি তোমার সম্বন্ধে সত্য হয়, তাহা হইলে সেই সকল ঋষি মহর্ষি সাধু মহাজন তাঁহাদের বাণীতে আমা হইতেও তোমার নিকটে, সুতরাং তাঁহারা সুস্পষ্ট, এ কথায় কি আর সংশয় আছে?

বুদ্ধি। যাউক, ও সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন ধ্যানের পর সাধারণ প্রার্থনার বিষয় বল শুনি।

বিবেক। আনন্দ হইতে সত্যেতে আগমন সকল জীবের সহিত একাগ্রতায়

ঘটিয়াছে, সুতরাং—"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও, হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও, দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।"—যখন এ প্রার্থনা করা হয়, তখন সমুদায় মানবমণ্ডলীর সহিত এক হইয়া প্রার্থনা করা হয়, এ প্রার্থনা প্রত্যেক ব্যক্তিই করিতে পারে, কেন না অসত্য পরিত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ, অন্ধকার বা অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতি বা জ্ঞানের অনুসরণ, মৃত্যু অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে গমনরূপ আত্মার মৃত্যু হইতে অমৃত অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসরণরূপ অনন্তজীবনের প্রার্থী হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। জীবনে এই মহান্ ব্যাপার সাধিত হইবার পক্ষে ঈশ্বরের সহিত অক্ষুণ্ণ সাক্ষাৎসম্বন্ধ এবং তাঁহার রক্ষণাধীনতা প্রয়োজন, এজন্য শেষ প্রার্থনাবাক্য সেই ভাবেই উপস্থিত হইয়া থাকে। এখানে 'প্রকাশিত হও' এ পদটির স্থলে 'প্রকাশিত থাক' এরূপ বলাই সমুচিত, কেন না এখনও তিনি সম্মুখে প্রকাশিত আছেন, যেন তাঁহার এ প্রকাশ অসত্যাদির কুহকে পড়িয়া আচ্ছাদিত না হইয়া যায়, সে জন্যই এ প্রার্থনাবাক্য উচ্চারিত হইতেছে। 'আবিরাবির্ম্ম এধি' এই শ্রুত্যুক্ত প্রার্থনার প্রতিবাক্য রক্ষা করিতে গিয়া 'প্রকাশিত হও' এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রতিবাক্য না রাখিয়া সম্যক্ পরিবর্ত্তন করাই ভাল।

স্তোত্রপাঠ।

বুদ্ধি। এবার তো তোমার স্তোত্রপাঠের তত্ত্ব বলিতে হইতেছে। প্রার্থনার পর উপাসনা শেষ হওয়াই উচিত, এস্থলে আবার স্তোত্র পাঠ দ্বারা নূতন করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবার কি প্রয়োজন? আমার মনে হয়, পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী ছিল তাহাই ঠিক। সাধারণ প্রার্থনার পর না হয় একটা বিশেষ প্রার্থনা হইল, তাহাতে বড় ক্ষতি হয় না, কেন না প্রার্থনাতে প্রার্থনাতে সজাতিত্ব আছে। প্রার্থনা দ্বারা উপাসনাঙ্গ শেষ করিয়া আবার স্তোত্রপাঠ, এ যেন কেমন কেমন লাগে?

বিবেক। মানবজাতির ঈশ্বরজ্ঞানসম্বন্ধে এক দিনে সমুদায় ভাব প্রস্ফুটিত

হয় নাই, ক্রমে ক্রমে উহা প্রস্ফুটাকার ধারণ করিয়াছে। বৈদিক সময়ে উপাস্য-দেবতাকে অনেকটা মানুষের মত করিয়া লইলেও তাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপগুলি সন্নিবিষ্ট ছিল। স্বরূপ সন্নিবিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু মানবীয় আবরণ হইতে উন্মোচন করিয়া সে সকলকে বৈদিক ঋষিগণ ধারণ করিতে পারেন নাই। বৈদিক সময়ে মানবীয় ভাব সংযুক্ত থাকাতে আরাধ্য দেবতা ব্যক্তি বা পুরুষ, এ জ্ঞান সর্ব্বদা জাগ্রৎ ছিল। স্বরূপগুলির এই প্রকারে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগ থাকাতে বহু স্বরূপ যে একই স্বরূপ এবং অনন্ত, এ জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে সমূহ বাধা ছিল। বেদের অন্তভাগে ঋষিগণ ব্যক্তিত্বের রেখা অতিক্রম করিয়া কেবল ব্রহ্মস্বরূপ-চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমুদায় বেদ মন্থন করিয়া এই সত্য বাহির করিলেন যে, যাঁহা হইতে এই সমুদায় ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবন ধারণ করে, যাঁহার দিকে জীব সকল গমন করে এবং যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই ব্রহ্ম।" এই সত্য ধরিয়া অনুধ্যান করিতে করিতে তাঁহারা ব্রহ্মের 'সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' স্বরূপ বাহির করিলেন, এবং এক সত্য হইতেই সকলের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিলেন। উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যখন ব্রহ্মসাপেক্ষ তখন ব্রহ্মনিরপেক্ষ কিছুই নয়, এইটি হৃদয়ঙ্গম করিবামাত্র তাঁহাদের সম্মুখে এক ব্রহ্মবস্তু রহিলেন, আর সমুদায় অসৎ হইয়া উড়িয়া গেল। এইরূপে তাঁহারা যখন সম্যক্‌প্রকারে ব্রহ্মে নিবিষ্ট হইলেন তখন তাঁহারা যোগী হইলেন, যোগী হইয়া অসৎ সংসারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন। বেদের ধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া বেদান্তের ধর্ম্ম উপস্থিত, বেদান্ত বেদকে কেবলই অধঃকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এরূপ বিরোধের অবস্থা অধিক দিন থাকিতে পারে না, পুরাণ আসিয়া বেদান্তের ব্যক্তিত্ববিরহিত ব্রহ্মকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকে সহসা ব্যক্তি করিয়া তুলিতে পারিলেন না, সুতরাং অসাধারণ পুরুষগণেতে যে ব্রহ্মের প্রকাশ সেই প্রকাশকেই ব্যক্তিত্ব দান করিলেন। ইহাতে বৈদিক সময়ে যে মানবীয় ভাব ছিল, সেই মানবীয় ভাব প্রকাশমান ব্রহ্মেতে সংক্রামিত হইল। বেদবেদান্তকে সমঞ্জস করিতে গিয়া পুরাণ যে মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন, তাহাতে বেদবেদান্ত মিশিয়া এক হইল না। শুভযোগে ব্রহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইল, ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে উপাসনাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে বর্ত্তমান আকারে আসিয়া উপস্থিত। ইহাতে বেদবেদান্ত মিশিয়া

যে এক হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান আরাধনাপ্রণালীমধ্যে বিলক্ষণ প্রকাশিত। আরাধনায় ব্রহ্মকে যখন তুমি বলিয়া সম্বোধন করা হয়, তখনই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট এবং বৈদিক ভাব উজ্জ্বলতর হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে, তিনি ঠিক বেদান্তের ব্রহ্ম, কেন না সকল প্রকারের মানবীয় ভাববিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপগুলি অবলম্বন করিয়া সমগ্র আরাধনা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এতদূর অগ্রসর হইয়াও পুরাণে যে একটি নূতন বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আরাধনায় তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। উহাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য, উপাসনার শেষাঙ্গ উপস্থিত।

বুদ্ধি। অনেকগুলি কথা বলিলে। বলিতে বলিতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলে পুরাণ একটি নূতন বিষয় উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। আমি বুঝিতেছি, সাধু মহাজনগণের সঙ্গে মিলনের কথা তুমি ইহার দ্বারা তুলিতেছ। ধ্যানের সময়ইতো ওকথা তুমি এক প্রকার বলিয়া শেষ করিয়াছ, আবার পুরাণের নূতন বিষয় লইয়া টানাটানি কেন?

বিবেক। তুমি একটী কথা বলিবামাত্র যে ভিতরকার কথা বুঝিয়া ফেলিয়াছ, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমি যে সকল কথা তোমায় বলিয়াছি, সেগুলি আরও একটু গভীর ভাবে যদি তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহা হইলে তোমায় আর গোলে পড়িতে হইত না। আমি পূর্ব্ববারে তোমাকে বলিয়াছি, "আরাধনায় ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের আলোচনাকালে, তাঁহারা (ঋষি মহর্ষি সাধু মহাজনগণ) সেই সেই স্বরূপের সহিত আরাধনায় নিযুক্ত জীবের সহিত অভিন্ন হইয়াছেন. যাই সমুদায় স্বরূপ আনন্দে অখণ্ড হইয়া পড়িল. তাঁহারাও সে সময়ে আরাধনায় নিযুক্ত জীবের সহিত অখণ্ড ও এক হইয়া গেলেন।" দেখ এখানে ঈশ্বরের স্বরূপের প্রতিনিধিগণ যেমন সেই সেই স্বরূপে ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইয়া রহিয়াছেন, সেইরূপ ধ্যানকালে আরাধনায় নিযুক্ত জীব সহও তাঁহারা অভিন্ন হইয়া আছেন, এখনও ভিন্ন হইয়া সহসাধক হইয়া তাঁহাকে মিলনসুখ অর্পণ করিতে পারেন নাই। স্তোত্রে সেইটি হইবার সময় উপস্থিত। সুতরাং স্তোত্র দেব ও মানবের সংযোগসাধক।

বুদ্ধি। কথাটা বুঝি বুঝি করিয়া বুঝিতেছি না, একটু স্পষ্ট করিয়া বল।

বিবেক। তুমি পূর্ব্বে শুনিয়াছ ধ্যান হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বপ্রথমে সমুদায় মানবমণ্ডলীর সহিত এক হইয়া সাধারণ প্রার্থনা করা হয়। এখানে দেব ও মানবের প্রথম সংযোগস্থল। দেব ও মানবের যোগ কোথায়? ব্রহ্মেতে। ব্রহ্মকে ছাড়িলে সে যোগ কাটিয়া যায়। সুতরাং সাধুমহাজনগণ ভাবরসে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরে যে ভাব অনুভব করিয়াছেন তদনুসারে তাঁহারা তাঁহাকে এক একটি নাম দিয়াছেন, এবং সেই সেই নামানুরূপ ভাবে তাঁহারা ঈশ্বর সহ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তত্তন্নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তত্তদ্ভাবের আধার ঈশ্বর ও ভাবানুসারে যাঁহারা নাম দিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে যোগানুভব হয়। কেবল তাহাই নহে, একটি একটি বিধানের সঙ্গে যোগ নামে ঘটিয়া থাকে, যেমন 'ধর্ম্মরাজ' 'ধ্রুব' ও 'নিত্য' বলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের, 'পিতা' বলিতে খ্রীষ্টধর্ম্মের, 'পরব্রহ্ম' বলিতে হিন্দুধর্ম্মের, 'পাষণ্ডদলন' বলিতে মোহম্মদীয় ধর্ম্মের এবং 'স্বর্গরাজ' ও 'স্বয়ম্ভু' বলিতে য়িহুদীধর্ম্মের ভক্তসাধকগণের সহিত যোগ অনুভূত হয়। যদি বল এরূপ যোগানুভব করিতে গিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগের গাঢ়তা থাকে না নিরতিশয় তরল হইয়া উঠে, তাহা হইলে তুমি এ যোগের মর্ম্ম ভাল করিয়া বোঝ নাই, তাহাতেই তোমার ঈদৃশ ভ্রম উপস্থিত।

বুদ্ধি। আমি ঐ কথাই বলিতে যাইতেছিলাম। তুমি আপনি বলিলে ভালই হইল। ধর্ম্মের মানবীয় ভাগে নামিলে দৈব ভাগের গাঢ়তা যে হ্রাস পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিবেক। হ্রাস না পাইয়া ভাব আরও গাঢ় হইল, ইহাই সত্য কথা। সাধুমহাজনগণের সহিত একাগ্র হইলে ঈশ্বরের প্রেমের বিশেষ বিশেষ ভাবে মন উচ্ছ্বসিত হয়; সমুদায় জগৎ ও জীবে তাঁহার লীলা স্পষ্ট চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ পায়। ভিতর হইতে যখন সাধক বাহিরে আইসেন, তখন ব্রহ্মযোগ কাটিয়া যায় না; সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সকলকে লইয়া যে ক্রীড়া করিতেছেন, নিত্য নব নব লীলা দেখাইতেছেন, সাধক তখন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাতে আরও প্রগাঢ় ভাবে মগ্ন হয়। উপাসনাকালে যদি এইটি সাক্ষাৎ উপলব্ধ না হইত, তাহা হইলে সংসারে আসিবামাত্র তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়া যাইত। ভক্তি, প্রেম, অনুরাগ কখন ভক্তগণের সহিত একাত্মা না হইলে উদ্দীপিত হয় না। ভক্তি, প্রেম ও অনুরাগ বিনা ঈশ্বরের সহিত প্রগাঢ় যোগও কখন সম্ভবপর নহে।

সংসারের বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে যে ভক্তি প্রেমের সঞ্চার আছে, তন্মধ্যে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যোগ তত্ত্বভাবাপন্ন সাধুমহাজনগণের সঙ্গে যোগ না হইলেই বা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? তুমি বোধ হয় এখন বুঝিতেছ, স্তোত্রপাঠে যোগের গাঢ়তা হ্রাস না পাইয়া আরও বৃদ্ধি পায় কেন।

প্রবচনপাঠ।

বুদ্ধি। স্তোত্রের পর প্রবচনপাঠ, ইহা কিন্তু কিছুতেই সঙ্গত মনে হয় না। সংহিতায় অধ্যয়নের জন্য তো বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রই অধ্যয়নের বিষয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং উপাসনার মধ্য হইতে প্রবচন পাঠ উঠাইয়া দেওয়াই ভাল। যদি রাখিতেই হয় সমুদায় উপাসনা শেষ করিয়া উহা পাঠ করিলে ক্ষতি নাই। কেন না তাহাতে অধ্যয়নজনিত ফললাভের সম্ভাবনা। তুমিই বলিয়াছ যোগশাস্ত্রে আছে, যোগের পর অধ্যয়ন, অধ্যয়নের পর যোগ অভ্যাস করিবে, ভাল এই তো লাভ কথা। উপাসনা যোগের ব্যাপার, তার পর যোগকে ঘনীভূত করিয়া রাখিবার জন্য অধ্যয়ন, ইহাইতো স্বাভাবিক।

বিবেক। তুমি প্রবচনপাঠকে অধ্যয়নের মধ্যে ধরিয়া লইয়াই এই ভুল করিতেছ। প্রবচনপাঠ যে যোগের অঙ্গ, ইহা না বুঝাতেই তোমার ঈদৃশ ভ্রম ঘটিয়াছে। স্তোত্রপাঠে ঈশ্বর ও সাধুমহাজনগণের সঙ্গে যে যোগ সমুপস্থিত হইয়াছে প্রবচন পাঠে তাহার পরিণতি ঘটিতেছে। সাধুমহাজন ও বিধানসমূহের সহিত যোগানুভব স্তোত্রপাঠে সাধারণভাবে হইয়াছে, প্রবচনপাঠে তাহা বিশেষ আকার ধারণ করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা সকলে আমাদের মধ্যে বাণীর আকারে বিদ্যমান। প্রবচন আর কিছু নহে, সেই সকল বাণী। যখন যে শাস্ত্রের বাণী উচ্চারিত হয়, তখন সেই শাস্ত্রেতে যাঁহারা বাণীর আকারে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যোগ ঘটিয়া থাকে।

বুদ্ধি। তাঁহারা বাণী, ঈশ্বরতো আর বাণী নহেন। তাঁহাদের সঙ্গে বাণীতে বিশেষ যোগ যে পরিমাণে ঘটিল সেই পরিমাণে ঈশ্বরের সঙ্গে তবে যোগ কাটিয়া গেল।

বিবেক। দেখ, এটাও তোমার ভুল। ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া বাণীতে তাঁহারা কখন বিদ্যমান থাকিতে পারেন না। ঈশ্বরের সহিত যাহার যোগ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার নিকটে বাণী সকল মৃত, জীবিত নহে। কত লোকতো প্রতিদিন ঐ সকল প্রবচন পাঠ করে, তাহারা কি তাহাতে মহাজনগণের সহিত যোগানুভব করে? ঈশ্বরের মধ্য দিয়া বিনা কোন কালে কাহারও সহিত যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন পৃথিবীস্থ লোকদিগের সঙ্গে যোগ ঘটে না, তখন স্বর্গস্থ মহাত্মাদিগের সঙ্গে যোগের কথাতো উঠিতেই পারে না। প্রত্যেক বাণীতে ঈশ্বরের বিশেষ লীলা প্রকাশ পায়। তিনি কখন শাস্তা, কখন শিক্ষাদাতা, কখন প্রিয়তম, কখন পিতা, কখন মাতা, কখন বন্ধু ইত্যাদি নানা ভাবে সাধকের নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। এ প্রকাশ বিবিধ বিধানের সহিত সংযুক্ত, সুতরাং সুস্পষ্ট ও মধুর। সত্য বলিয়া আমি তোমায় এ সকল কথা বলিতেছি, কয়জন ব্যক্তি প্রতিদিন উহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছে, সে কথা আমি এখানে তুলিতেছি না। উপাসনাসম্বন্ধে অনেকের যে অনেক গোল আছে, ইহা তোমার জানিয়া রাখা উচিত। আশা আছে, নবীন সাধকগণ যত সাধনের পথে অগ্রসর হইবেন, তত যাহা এখন বলা যাইতেছে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

বুদ্ধি। তুমি যাহা এখন বলিলে, সেইজন্যই বুঝি বাইবেলে আছে "আদিতে বাণী ছিলেন, বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, বাণী ঈশ্বর ছিলেন।"

বিবেক। 'বাণী ঈশ্বর ছিলেন' এরূপ অনুবাদ ঠিক নহে, 'বাণী ঐশ্বরিক ছিলেন' এইরূপ অনুবাদ করা উচিত। প্রবচনটিতে যেরূপে বাক্যবিন্যাস আছে, তাহাতে ব্যাকরণানুসারে ঐরূপই অর্থ হয়। সে কথা যাউক, বাণী ঈশ্বরের জ্ঞেয়। জগতের সৃষ্টি জীবের ক্রমিক বিকাশ এই বাণী অনুসারে হয় এবং এই বাণীর মধ্য দিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ পায়। ঈশ্বরের জ্ঞানের জ্ঞেয়, তাঁহার জ্ঞান হইতে অভিন্ন। এজন্য কথিত হইয়াছে 'আদিতে বাণী ছিলেন, বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন।' এই বাণী মুহূর্ত্তের জন্য ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন না, এজন্য বাণীর সঙ্গে যোগ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কদাপি হইতে পারে না; বাণীর সঙ্গে যোগ করিতে গেলে এইজন্য ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ কাটে না।

বুদ্ধি। তুমি বলিলে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের প্রবচনপাঠে ভিন্ন ভিন্ন বিধান-

বাহকগণের সঙ্গে যোগাযুভব হয়; কিন্তু দেখিতেছি কেহই সে ভাবে প্রবচন পাঠ করেন না। কেহ কেবল এক শাস্ত্র, কেহ বা দুই শাস্ত্রের প্রবচন পাঠ করিয়াও শেষ করেন, অন্য শাস্ত্রীয় বচনগুলি উপেক্ষিত হয়। এ সকল কি তুমি অনুচিত মনে কর না?

বিবেক। আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, এখনও অনেক উপাসক উপাসনা ঠিক ভাবে করেন না, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সকল কেন উপাসনায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা ভাবেন না, সুতরাং প্রত্যেক উপাসকের এ সকল বিষয়ে যে যথেচ্ছাচরণ প্রকাশ পাইবে, তাহা আর একটা অসম্ভব কি?

বুদ্ধি। তুমি বলিলে, ভাবেন না তাই স্বেচ্ছাচরণ প্রকাশ পায়। তবে কি উপাসনা ভাবিয়া স্থির করিবার বিষয়?

বিবেক। ভাবনা এ শব্দটিকে তুমি এত তুচ্ছ মনে করিতেছ কেন? যে ব্যক্তি যে বিষয়ে ভাবে না, অর্থাৎ মনোভিনিবেশ করে না, সে তাহার তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারে না। বল কোন সত্যের আবিষ্কার, বিনা ভাবনা বা চিত্তনিবেশে হইয়াছে? উপাসনারীতি যদি আমরা মনে করি কোন মানুষের মনঃকল্পনাপ্রসূত, কোন প্রকার সাধন না করিয়া যখন যাহা কল্পনার ভাল লাগিয়াছে তাহাই উপাসনার অঙ্গরূপে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে ঈদৃশ উপাসনারীতি যাহাতে শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা করাই শ্রেয়ঃ। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে, সাধক যত অগ্রসর হইয়াছেন, নূতন নূতন আলোকলাভ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উপাসনারীতি স্বভাবতঃ সহজে উদ্ভূত হইয়াছে, উহা সর্ব্বদা আত্মার উপযোগী, তাহা হইলে প্রত্যেক সাধকের পর পর অঙ্গগুলির সংযোগের কারণ অবশ্য বুঝিয়া লইতে হইবে। উপাসনার অঙ্গগুলিতে যত তিনি চিত্তাভিনিবেশ করিবেন, তত উহার ভিতরকার তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। আমি তোমায় উপাসনাতত্ত্বসম্বন্ধে যতগুলি কথা বলিয়াছি, উহা কেবল দিগ্দর্শনমাত্র। প্রত্যেক সাধক আরও উহার মধ্যে গভীর তত্ত্বদর্শন করিবেন, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

উপদেশ ও প্রার্থনা।

বুদ্ধি। যাউক, ও সকল কথা যাউক। প্রবচনপাঠের পর যে প্রার্থনা হয়

তাহাতে আর 'অসত্য হইতে সত্যেতে' ইত্যাদি প্রার্থনাতে কি প্রভেদ বল। প্রবচনপাঠের পরে প্রার্থনারই বা প্রয়োজন কি? এ উভয়ের মধ্যে কি কিছু বিশেষ সম্বন্ধ আছে?

বিবেক। সাধারণ প্রার্থনা সকল লোকের সহিত এক হইয়া করা হয়, এজন্য উহাতে অসত্য, অজ্ঞানতা ও অধ্যাত্মমৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সত্য, জ্ঞান ও নিত্যজীবনলাভ প্রার্থনার বিষয় রহিয়াছে। ঈশ্বরেতে স্থিতি না করিলে, তৎকর্ত্তৃক নিয়ত রক্ষিত না হইলে, সত্য জ্ঞান ও নিত্যজীবনলাভ অসম্ভব। এ প্রার্থনা সাধারণ প্রার্থনা, ইহা সকল সময়ের উপযোগী, বিশেষ প্রার্থনা, ইহা হইতে ভিন্ন। সাধারণ ভূমি হইতে বিশেষ ভূমিতে উত্থান না করিলে বিশেষ প্রার্থনা হইতে পারে না। বিশেষ ভূমিতে উত্থান না করিয়া সাধারণ প্রার্থনা বা তদনুরূপ প্রার্থনা বিনা অন্য প্রার্থনা বৃথা শব্দাড়ম্বরমাত্র হইতে পারে, অতএব তৎপ্রতি অনাস্থারই কারণ আছে। ইহাতে জীবন পরিবর্ত্তিত হয় না, যেখানকার সেখানেই থাকিয়া যায়। সমুদায় সাধুমহাজনগণের সহিত অভিন্নাত্মা হইলে বিশেষ ভূমিলাভ হয়, অনন্তজীবনের জন্য দিন দিন নূতন প্রার্থিতব্য বিষয় আসিয়া সমুপস্থিত হয়, সুতরাং তখন অসাধারণ বিষয়ের জন্য প্রার্থনা হইয়া থাকে।

বুদ্ধি। তোমার এ কথা কতটুকু বুঝিতে পারিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু এই বুঝিতেছি, তুমি যাহা বলিলে তাহাতে প্রবচনপাঠের পর বিশেষ প্রার্থনাই হইতে পারে, বিশেষ প্রার্থনার অগ্রে আবার উপদেশ জোড়াইয়া দেওয়া হয় কেন?

বিবেক। উপদেশের কথা তুলিয়া ভালই করিলে। বিশেষ প্রার্থনা করিবার যে বিষয় আছে, উপদেশ আর কিছু নহে, তাহারই ব্যাখ্যান। প্রার্থিতব্য বিষয়ের মধ্যে কি কি তত্ত্ব গূঢ় আছে সেগুলি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে বিশেষ প্রার্থনা পরিষ্কার হয় না, অতএব সময়ে সময়ে উপদেশ যদি উপাসনার অঙ্গমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয় তাহা হইলে ক্ষতি হয় না। আর এক কথা এই, উপাসকগণের প্রতিদিন নব নব সত্য নব নব ভাব-লাভ হইবে, উপাসনার ইহাই উদ্দেশ্য। প্রবচন পাঠানন্তর সকল সাধুর সঙ্গে যখন সাধক একাত্মা হইলেন তখন তাঁহার আত্মা উচ্চভূমিতে আরূঢ় হইল, সেখানে থাকিয়া নব নব সত্য নব নব ভাব-লাভ সহজ হয়।

বুদ্ধি। প্রতিদিন নব নব সত্য নব নব ভাবলাভের কথা তুমি বলিতেছ, ইহাতে তো প্রাচীন কালের সঙ্গে যোগ কাটিয়া গেল। তবে আর কেন প্রাচীনকালের প্রবচনপাঠ ?

বিবেক। সত্য কি, ভাব কি ইহা না বোঝাতেই তোমার এরূপ ভ্রম ঘটিয়াছে। সত্যের নিকটে প্রাচীন ও নবীন নাই, কেন না সত্য অতি প্রাচীন ও অতি নবীন উভয়ই। সত্য এক অখণ্ড বস্তু ; তাহাতে পূর্ব্বাপরের বিরোধ নাই। একই সত্যের কতকটা পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, এবং সেই কতকটার সঙ্গে অভেদ্যভাবে সংযুক্ত আর কতকটা এখন দেখিতেছি, ভবিষ্যতে আবার পূর্ব্বের সহিত সংযুক্ত আরও কতকটা দৃষ্ট হইবে। সত্যসম্বন্ধে যাহা বলা হইল ভাব-সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে, কেন না ভাব সত্যমূলক।

বুদ্ধি। তোমার একথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। প্রাচীন যে সে প্রাচীন, নূতন যে সে নূতন, এই তো বুঝি।

বিবেক। প্রত্যেক উপদেশ বা বিশেষ প্রার্থনার মধ্যে প্রাচীন কথার উল্লেখ থাকে, ইহা দেখিয়া মনে হয়, এ আবার নূতন কি ? কিন্তু অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন হইতে নবীন উদ্ভূত হইতেছে। প্রাচীনকে ভূমি করিয়া নবীনের উত্থান হয়. এজন্য প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংস্রব ঘোচে না। যে মনে করে প্রাচীনের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া একটা কিছু নূতন করিবে, সে আত্মবঞ্চনা করে, অপরকেও বাগ্‌চাতুরীতে বঞ্চিত করে। সত্য যখন অখণ্ড, তখন প্রাচীনকালে উহার কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া তৎপ্রতি অনাদর হইবে কি প্রকারে ?

বুদ্ধি। এ সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন উপদেশ-ও-বিশেষ প্রার্থনাসম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে বল।

বিবেক। তৎসম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছি. কিন্তু অন্য কথার ব্যবধানে সে কথাগুলি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব সংক্ষেপে সেই কথাই বলি। সাধু মহাত্মাদিগের সহিত এক হইয়া যে উচ্চভূমি লাভ হইল, সেই ভূমিতে আত্মা ঈশ্বরের সহিত বিশেষ যোগে সংযুক্ত হইল, নবভাব উদ্দীপ্ত হইল, পূর্ব্বদৃষ্ট সত্য আপনার ভিতরকার নবভাব তাহার নিকটে ব্যক্ত করিল। এই নব ভাবে উদ্দীপ্ত হৃদয় সত্যের নবীনতর উজ্জ্বল্যানুভব করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য

হইল। হয়তো সত্যের যে দিক্ আত্মার নিকটে এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকাশ পাইল। যে সাধক যে ভূমিতে আরূঢ় আছেন, সেই ভূমি অনুসারে উচ্চ ভূমিলাভ হইয়া থাকে, এজন্য সাধকে সাধকে ভাবে ও সত্যলাভে পার্থক্য হইয়া থাকে। এ পার্থক্য দেখিয়া মনে করা উচিত নয় যে, সাধকগণ কখন সত্য-ও-ভাবসম্বন্ধে এক হইবেন না। সময়ে তাঁহারা এমন এক ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইবেন, যেখানে গেলে একই সময়ে একই ভাব একই সত্যলাভ সহজ হইবে। দুই জন সাধক দূরে স্থিতি করিতেছেন, যখনই তাঁহারা সেই ভূমি স্পর্শ করেন, তখন দুই সাধক দূরে থাকিয়াও একই সত্য দেখেন, একই ভাবে সংস্পৃষ্ট হন। একাত্মতা ঘটিলেই এরূপ হইয়া থাকে। উপাসনাসাধন একাত্মতা সম্পন্ন করিবার জন্য। যতক্ষণ একাত্মতা না হয়, ততক্ষণ উপাসনায় কৃতার্থতা হইল বলা যায় যায় না।

কয়েকটী কথার সমাধান।

বুদ্ধি। তুমি তো প্রাত্যহিক উপাসনার কথা এক প্রকার শেষ করিয়াছ। আশীর্ব্বচন অনেকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সুতরাং ঐ পর্য্যন্ত উপাসনা শেষ হইল বলাতে ক্ষতি নাই। তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে কয়েকটী নূতন কথা বলিয়াছ, তাহার সমাধান হওয়া আবশ্যক। উহার সমাধান না হইলে প্রচলিত পদ্ধতি রক্ষা করিতে গিয়া অন্তরের প্রেরণার সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা আছে। অতএব ঐ সকল স্থলের একটা সমাধান করিয়া দিবে এই আমার অভিলাষ।

বিবেক। আশীর্ব্বচনের কথা পরে বলা যাইবে। যে কয়েক স্থলে আন্তরিক প্রেরণার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, সেইগুলি বল, সমাধান হইতে পারে কি না দেখা যাউক।

বুদ্ধি। অনন্তের আরাধনাসম্বন্ধে তুমি যে দুইটি ভাগ করিয়াছ, উহা প্রচলিত পদ্ধতির বিরোধী। এখনও অনেকে অনন্তের আরাধনা এক পক্ষে করেন। যাঁহাদের অনন্তের বিভাগদ্বয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারা, বল, সে আরাধনায় যোগ দিবেন কিরূপে?

বিবেক। অনন্তের এক পক্ষ বলিয়া অনেকে অনন্তের আরাধনা শেষ

করেন সত্য ; কিন্তু অনন্তের পরেই যখন তাঁহারা প্রেমস্বরূপের ব্যাখ্যায় আসেন, তখন তাঁহাদিগকে এমন কতকগুলি কথা বলিয়া অনন্ত ও প্রেম এ দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান ঘটে, তাহা ঘুচাইয়া লইতে হয়, যাহাতে অন্ততঃ দু চারি কথাতেও অনন্তের অপর পক্ষের উল্লেখ হয়। এই তাঁহাদের গুটিকয়েক কথায়, বিস্তৃত ভাবে না হউক, সংক্ষেপে অনন্তের অপরদিক্ আরাধনার অন্তর্গত হইল এবং পূর্ব্ব হইতেও আছে। অতএব উহারই উপরে ভর করিয়া সে সকল ব্যক্তির সঙ্গে উপাসনায় যোগরক্ষা করা যাইতে পারে।

বুদ্ধি। এখানে তুমি যোগরক্ষার উপায় বলিয়া দিয়া অন্তরকে তুষ্ট করিলে ভালই, কিন্তু 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' প্রভৃতি উচ্চারণকালে 'রসো বৈ সঃ' উচ্চারণ না করিলে যে কেমন বাধ বাধ বোধ হয়, তৎসম্বন্ধে তুমি কি সমাধান করিবে ?

বিবেক। আরাধনার মন্ত্র সকলগুলি উচ্চারিত হইল না, অথচ ব্যাখ্যানকালে উচ্চারিত হইলে যাহা হইত সেইরূপে ব্যাখ্যান হইল। ইহাতে তুমি যদি মৃদুস্বরে বা মনে মনে 'রসো বৈ সঃ' উচ্চারণ কর, তাহাতেই তোমার প্রেরণার প্রতি সম্মাননা সিদ্ধ হইল। এ শ্রুতিপ্রবচনটির কথা কিছু গোপন রাখ নাই, সকলকে জ্ঞাপন করিয়াছ, এখন উহা অপরে যদি উচ্চারণ না করেন ; তুমিতো আর বলপূর্ব্বক উচ্চারণ করাইতে পার না। সময়ে যখন সকলে গ্রহণ করিবেন তখন আর কোন গোল থাকিবে না। এখন তোমার এই কর্ত্তব্য যে, তুমি উটি এমনভাবে উচ্চারণ কর যাহাতে যাঁহারা আজও উহা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের মনের উদ্বেগ না জন্মায়। তুমি উহা উচ্চারণ করিয়া থাক, এইটি যদি তুমি প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিয়া থাক, তাহা হইলেই তোমার অন্তরের প্রেরণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইল।

বুদ্ধি। 'হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও' এস্থলে 'প্রকাশিত থাক' এইরূপ উচ্চারণ করা তুমি সঙ্গত মনে কর, অথচ আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে প্রার্থনা উচ্চারণ করিবার সময়ে কাহারও ব্যাঘাত না জন্মে এজন্য 'প্রকাশিত হও' বলিতে হয়, ইহাতো স্পষ্ট জ্ঞানের বিরোধী কার্য্য। আমার মনে হয় ইহাতে বিশেষ অপরাধ ঘটে, এমন কি কপটাচার পর্য্যন্ত আইসে। বল এ দোষ নিবারণের উপায় কি ?

বিবেক। 'প্রকাশিত হও' 'প্রকাশিত থাক' এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সমধিক। এখানে সমাধান করিতে গেলে, একেবারে অন্য পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। 'প্রকাশিত থাক' এ কথায় এই প্রকাশ পায় যে, তোমার সঙ্গে যে যোগ ঘটিয়াছে, সংসারের কার্য্য করিতে গিয় যেন সে যোগ না কাটে। সাধারণ প্রার্থনার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই; কেন না আন্তর যোগ হইতে বাহিরের দিকে আসিয়া, অসত্য, অজ্ঞানতা ও মৃত্যুর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটিবামাত্র এ সকল হইতে সত্যেতে, জ্ঞানেতে, অমৃতেতে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা হইল। সত্যেতে জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য সত্যস্বরূপের সর্ব্বদা সম্মুখে থাকা প্রয়োজন, এজন্য 'হে সত্যস্বরূপ, প্রকাশিত থাক' এই প্রার্থনা উপস্থিত হওয়া সমুচিত। এ দুটি উচ্চারণ করিতে গিয়া পাছে অপরের উপাসনার ব্যাঘাত উপস্থিত হয় এই ভয়ে যখন 'প্রকাশিত হও' এ কথা উচ্চারণ করিতে হইতেছে, তখন 'প্রকাশিত হও' ইহার অর্থ 'আরও প্রকাশিত হও' করিলে যদিও ভাব অন্য দিকে গেল, তথাপি সাধারণের এটি প্রার্থিত বিষয় হইতে পারে। সত্য-স্বরূপকে যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাতেই তাঁহার উপলব্ধি নিঃশেষ হয় নাই। 'তুমি প্রকাশিত হও' ইহার অর্থ এখন যতদূর প্রকাশিত হইয়াছ ইহা অপেক্ষা আরও আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। এ কথা বলিতে গিয়া পূর্ব্বভাবের সহিত সঙ্গতিরক্ষা করা যদি আবশ্যক মনে কর, তবে এইরূপে তাহা করিতে পার:—সত্যেতে, জ্ঞানেতে, অমৃতেতে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলাম বটে, কিন্তু এখন, হে সত্যস্বরূপ, তুমি যতটুকু আমার নিকটে প্রকাশিত, ইহাতে অসত্য অজ্ঞানতা ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হওয়া দুঃসাধ্য, অতএব প্রার্থনা করিতেছি, এখন যতটুকু আমার নিকটে তুমি প্রকাশিত আছ, ইহা অপেক্ষা আরও প্রকাশিত হও যে আমি তাহাদিগকে অবহেলায় পরাজয় করিতে পারি।

বুদ্ধি। আচ্ছা, যদি এইরূপই সমাধান করিয়া লওয়া হও, তাহা হইলে 'আমাদিগকে রক্ষা কর' এ প্রার্থনার সঙ্গে তো যেন তেমন মিল হইতেছে না, কেন না নিয়ত সত্যস্বরূপের প্রকাশিত থাকিবার পক্ষে যে সকল অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ প্রার্থনা।

বিবেক। তুমি যাহা বলিলে তাহা 'প্রকাশিত থাক' এ কথার সঙ্গে সাধিত

হইতেছে সন্দেহ কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সত্যস্বরূপের আরও প্রকাশিত হওয়ার পক্ষে কি অন্তরায় নাই? যদি থাকে, তবে সে সকলের তিরোধানের জন্য প্রার্থনা করা কি সমুচিত নয়?

বুদ্ধি। আমি দেখিতেছি, তুমি যেমন তেমন ভাবে সমাধান করিয়া দিতে পার। এরূপ সমাধান কি সরল সত্যের পথ?

বিবেক। সত্যের যেমন বহুদিক্ আছে সাধনেরও তেমনি বহুদিক্ আছে। সত্যের বহুদিক্ থাকাতে যেমন পৃথিবীস্থ বিবিধ সম্প্রদায়ের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে পারা যায়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন সাধকগণের সঙ্গে তত্তদ্ভাবে ভাবুক হইয়া যোগরক্ষা করা যাইতে পারে, ইহাতে কপটাচরণ বা সত্যভঙ্গ হয় না। সত্য বা সাধনকে সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া না রাখিয়া বিশ্বজনীন করিয়া তোলা আমাদের সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য। বিশ্বজনীন করিয়া তোলা কর্ত্তব্য বলিয়াই যে ব্যক্তিগত সাধনার জীবনোপযোগী ভূমিমধ্যে সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় করিবার জন্য জীবনোপযোগী সাধনে আত্মাকে দ্রঢ়িষ্ঠ করিতে হইবে না, ইহার কোন কারণ নাই। ব্যক্তিগত ভূমিকে তৎসীমার মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিশ্বজনীন ভাবের সহিত যোগ রাখিতে হইবে। আমি যাহা বলিলাম তাহাতে তোমার সায় হইল কি না বলিতে পারি না। এ বিষয় তুমি ভাল করিয়া অনুধ্যান করিয়া দেখিবে আশা করি।

বুদ্ধি। তুমি তো উপাসনাতত্ত্ব বলা এক প্রকার শেষ করিয়াছ, কেবল আশীর্ব্বচনের কথা বলা অবশিষ্ট আছে। সে কথা পরে শুনিব। তুমি যে আর বার বলিয়াছিলে "তাঁহাদের গুটিকয়েক কথায় বিস্তৃতভাবে না হউক, সংক্ষেপে অনন্তের অপর দিক্ আরাধনার অন্তর্গত হইল এবং পূর্ব্ব হইতেও আছে।" অনন্ত হইতে প্রেমে আসিবার সময় দুচারি কথায় অনেকে অনন্ত ও প্রেমের ব্যবধান ঘুচাইয়া লন, এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে উপদেশে আরাধনার তত্ত্ব বলেন, তাহাতেও ঐরূপ করিবার কথা সন্নিবিষ্ট আছে, ইহা আমি জানি। "পূর্ব্ব হইতেও আছে" এরূপ বলাতে এই প্রতীত হয় যে, অনন্তের অপর বিভাগের ব্যাখ্যা তুমি যেমন করিতে উপদেশ দিয়াছ, ঠিক সেই প্রকারই আছে। কৈ তাহার তো কোন প্রমাণ পাই নাই? তুমি কি ইহার কোন প্রমাণ দিতে পার?

বিবেক। তুমি একথা অবশ্য জান পূর্ব্বে অনন্তস্বরূপের পর আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যা হইত; এ ব্যাখ্যা অল্পে অল্পে একেবারে আরাধনার অন্তিম ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ কিছু হঠাৎ হয় নাই। প্রথমে আনন্দের যে ব্যাখ্যা হইত, তাহা অনন্তস্বরূপেরই ভাবপক্ষ ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেশবচন্দ্রের আরাধনার এই কথাগুলি শ্রবণ কর:—"কোন্ দিকে গেলে, আবার এলেই বা কোন্ দিক্ দিয়া। এই না তুমি অচিন্ত্য হয়ে চলে গেলে।.....ঐ ভক্তকে ধরে আন্‌তে মোহিনীমূর্ত্তি ধরে আনন্দময়ী হ'য়ে প্রকাশ হলে।" এই সকল কথায় অনন্তের আনন্দ হইয়া পুনরাগমন অনন্তের অন্য দিক্। এখনও সাক্ষাৎসম্বন্ধে আনন্দের আরাধনা যে উপস্থিত হয় নাই, তাহা এই কথা গুলিতে বুঝিতে পারিবে:—"ছেলেদের ক্রন্দন শুনে, 'মেরেছে তোদের?' অমনি এ কথা বলে, চক্ষের জল মুছাইয়া দিলে। আমি বলি কে আমার চক্ষের জল মুছিয়া দিলে? আনন্দ দেওয়া তোমার কাজটা কি না, আনন্দ দিলে, দেখা নাই দিলে। আমি আত্মহত্যা কর্ত্তে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার এত উপকার কে কর্‌লে? এমন জন্মদুঃখীটাকে আবার শান্তিসুখ দিলেন কে?" অনন্তের ভাবপক্ষে যেমন সমুদায় জগৎ ও জীব তন্মধ্যে অন্তর্ভূত দেখা যায়, এখানেও তাহাই আছে। "হঠাৎ সুখের রাজ্য প্রকাশ করিলে" এইটুকুতে মাত্র জগতের উল্লেখ, কিন্তু জীবের উল্লেখ অতি সুস্পষ্ট। "তোমার পিছনে ওসকল লোকগুলি কি কচ্ছেন? তাঁরা এত চেঁচামেচি করেন কেন? আনন্দরস পান করে মাতলামি আরম্ভ করেছেন?" "ভক্তেরা কি কচ্ছেন আমরা কি টের পাচ্ছি না দূর থেকে?" "তুমিই না সেই, হে আনন্দসমুদ্র! যার মাঝে ভক্তগুলি মাছের মত বেড়ায়, একবার এদিকে একবার ওদিকে।" এই আনন্দ যে রসস্বরূপ এবং রসস্বরূপে যে আনন্দের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ, তাহাও তৎকালে প্রকাশ পাইয়াছে!—"ঐ পাত্র রসে পূর্ণ যাহা দেখাচ্ছ।" এই সাক্ষাৎসম্বন্ধ দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে, আর কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "হাস দেখি, আমার পানে তাকাইয়া খুব হাস দেখি, যেমন করিয়া ভক্তদের মুখের পানে তাকাইয়া হাস।" যখন এই 'হাসির আমদানি' তাঁহার নিকট হইল, তখন আনন্দস্বরূপের আরাধনায় আরাধনা পর্য্যাপ্ত হইল।

বুদ্ধি। তুমি অনন্তের ভাবপক্ষ পূর্ব্ব হইতে আছে দেখাইলে কিন্তু আনন্দ-

স্বরূপ আরাধনার অন্তে গেলে যে ফাঁক পড়িল, তাহা কি মিটিয়াছিল?

বিবেক। যে কালের আরাধনার গুটিকয়েক মাত্র লেখা হইয়াছিল, সব আরাধনাতো লেখা হয় নাই। থাকিলে কি প্রকারে ক্রমোন্নেষ হইয়াছিল দেখান যাইতে পারিত। আরাধনা যখন বুদ্ধিপূর্ব্বক উদ্ভূত হয় নাই, ভগবৎ-প্রেরণায় উদ্ভূত হইয়াছে. তখন যাহা লেখা হয় নাই, তাহাতে কি ছিল, ক্রমো-ন্মেষের নিয়ম ধরিয়া বলা যাইতে পারে। "অনন্ত অনন্ত, সত্য অনন্ত জ্ঞান হইয়া, আমাদিগের জ্ঞানের অতীত হইল। কে সেই সত্যকে আর জানিবে, কে সেই জ্ঞানের অন্ত পাইবে, উহার সীমা নাই, উহার অন্ত নাই।......আমি ও তিনি এই মাত্র বুঝা গেল, আর কিছু বোঝা গেল না। উপনিষৎ ভাবিতে ভাবিতে অদ্বৈতবাদে গিয়া দাঁড়াইল। সাধক ভীত হইয়া আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করি-লেন, উপনিষৎ অতিক্রম করিয়া প্রেমভক্তির শাস্ত্র বাহির হইল। হরিলীলা সাধকের নয়নগোচর হইল। এই লীলার কথা বলিতে বলিতে সাধকের চৈতন্য হইল, তখন তিনি প্রেমের বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মঙ্গলময়ের সাক্ষাৎকার হইল।" দেখ এই কথাগুলির মধ্যে কেমন সুস্পষ্ট অনন্তের সঙ্গে প্রেমের যোগ করিতে গিয়া ভগবল্লীলা প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন হয় উল্লিখিত আছে। অনন্তের ভাবপক্ষে কি ভগবল্লীলার উল্লেখ হয় না?

বুদ্ধি। আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছি, তুমি পূর্ব্বাপর কেমন আশ্চর্য্যভাবে মিলাইয়া দেও। আমার মনে হয় না তুমি এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া কর। যদি তাহা করিতে তাহা হইলে যখন অনন্তের ভাবপক্ষের কথা বলিয়াছিলে, সেই সময়ে একথাও তো তখনই বলিতে পারিতে?

বিবেক। তুমি যেমন প্রশ্ন কর, আমি তেমনই তাহার উত্তর দেই। পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না, কথায় কথা উদ্ভূত হয়, এবং তদনুসারে উত্তর দেওয়াই স্বাভাবিক। অনন্তের ভাবপক্ষের নিষ্কর্ষ আমি এই কথায় করিয়াছি—"অনন্তব্রহ্মের অন্তর্ভূত সমুদায় জগৎ ও জীবের তৎসহ সম্বন্ধাবলম্বনে যে আরাধনা উপস্থিত হয়, তাহাকেই অন্বয়পক্ষের অনন্তের আরাধনা বলে।" যে শাস্ত্র সম্বন্ধাবলম্বন করিয়া লিখিত. উহাই ভক্তিশাস্ত্র, এবং এই সম্বন্ধ জন্যই ভগবল্লীলা প্রকাশ পায়। দেখ, বুদ্ধি, এই ভাবপক্ষের আরাধনা কেশবচন্দ্রের কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়া যাইবে, ইহা আমি পূর্ব্বে কিছুমাত্র চিন্তা

করি নাই। তোমার কথার উত্তর দিতে গিয়া ভূতকালের কথাগুলি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তুমি 'ক্রমোন্মেষ' অর্থাৎ ভগবানের ক্রমিক ক্রিয়াতে সমুদায় উদ্ভূত হয়, এই মতে সুদৃঢ় বিশ্বাস কর, দেখিবে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ কেমন তোমার নিকটে সহজে প্রতিভাত হয়। আজ আর তবে অন্য কথার প্রয়োজন নাই। তুমি কি বল?

আশীর্ব্বচন।

বুদ্ধি। আশীর্ব্বচনের বিষয় যদি দুকথায় হইতে পারে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া উপাসনাতত্ত্বটি একেবারে শেষ করিয়া দিলে হয় না?

বিবেক। আশীর্ব্বচনের কথা সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, প্রার্থনাতো করিলাম লাভ হইল কি, তাহাতো অভিব্যক্ত করা চাই। আশীর্ব্বচনে লব্ধ বিষয় অভিব্যক্ত হয়। লব্ধ বিষয় অভিব্যক্ত না করিয়া মনে মনে জানা রহিল এই ভাবে কেহ কেহ আশীর্ব্বচন উল্লেখ করেন না। আমার বিবেচনায় অভিব্যক্ত করাই ভাল, তাহা হইলে সাধকের লব্ধ বিষয়েও একতা জন্মে।

বিজ্ঞান ও বিশ্বাস।

বুদ্ধি। তুমি অনেকবার বিজ্ঞানের কেবল প্রশংসা করিয়াছ তাহা নয়, বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া উপস্থিত করিয়াছ। আমি প্রথমে প্রথমে এ কথায় সায় দিয়াছি। বর্ত্তমান অবস্থায় দেখিতেছি যে, যদি বিজ্ঞানের উপরে আমি তেমন করিয়া ভর দি, তাহা হইলে আমার মন শুকাইয়া যায়, বিশ্বাস খর্ব্ব হয়। তাই মনে করিয়াছি বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া মনকে শুষ্ক করিব না, বিশ্বাসকে খর্ব্ব করিব না। বর্ত্তমানে যে বিষয়ে বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে বলিবে, আমি বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়া বিশ্বাসের সাহায্য গ্রহণ করিব; যাহা কিছু গোল আছে বিশ্বাস ঠিক করিয়া লইবে। এ যে মনের সান্ত্বনার জন্য বলিতেছি তাহা নয়, বাস্তবিক এরূপ বিশ্বাস দেখিয়া শুনিয়া জন্মিয়াছে।

বিবেক। বিজ্ঞান ও বিশ্বাস এ দুইয়েরই আমি সমান আদর করি। বিশ্বাস বিনা বিজ্ঞান দাঁড়ায় না, আবার বিজ্ঞান বিনা বিশ্বাসের মূল দৃঢ় হয় না। সুতরাং এ দুইয়ের মধ্যে কখন বিরোধ ঘটিতে পারে, ইহা আমি কখন বলি নাই, বলিব না। কিন্তু কেহ যদি এ দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়, তবে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া কি প্রকারে থাকিব? যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস আছে সেখানে বিজ্ঞান

কখনই অনাদৃত হইতে পারে না। বিশ্বাস কি কখন বিজ্ঞানের অনাদর করিতে কাহাকেও বলে? ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে স্বয়ং ঈশ্বর সময়ে সময়ে বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে বলেন এবং বিজ্ঞানবিদ্গণকে ধর্ম্মপ্রচারকের ন্যায় সম্মান করিতে আদেশ করেন। তুমি যদি বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে যদি স্বয়ং ঈশ্বর তোমার নিকটে বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া আইসেন, এবং তোমাকে বলেন, এ বিষয়ে তোমায় এই এই উপায় লইতে হইবে, তুমি কি তাঁহার আনীত সাহায্য অগ্রাহ্য করিতে পার, না, যে উপায় লইতে বলেন সে উপায়ের প্রতি উপেক্ষা করিতে পার? যদি পার, তবে তোমার তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হইল কোথায়? তুমি যে বিশ্বাসের অভিমানে তাঁহা হইতে আপনাকে বড় মনে করিতেছ?

বুদ্ধি। আমি যখন বলিয়াছি 'যাহা কিছু গোল আছে বিশ্বাস ঠিক করিয়া লইবে' তখন তাহার অর্থ এই, বিশ্বাস উপায় আনিয়া উপস্থিত করিবে। উপায় আনিয়া উপস্থিত করিলে আমি উপায় গ্রহণ করিব না, এ কথা তো আমি বলি নাই। যদি আনীত উপায় গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিলাম না, তুমি ইহা বলিতে পার।

বিবেক। মনে কর তুমি বিশ্বাস করিলে, অথচ কোন উপায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইল না, এ অবস্থায় তুমি কি করিবে?

বুদ্ধি। যদি এরূপ হয় তদ্বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিব।

বিবেক। এরূপে ধৈর্য্যধারণ করিতে গিয়া যদি নিজের ও অপরের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কি করিবে?

বুদ্ধি। বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া বিপদ্‌কে বিপদ্ বলিয়া গ্রাহ্য করিব না।

বিবেক। যে বৈরাগ্যে অপরের কোন প্রকার দেহাদির ক্ষতি হয়, সে বৈরাগ্যাবলম্বন করিবার কি তোমার অধিকার আছে?

বুদ্ধি। অধিকার আছে কি নাই সে বিচার করিয়া কি করিব? যখন উপায় হইল না, তখন বৈরাগ্য ভিন্ন আর উপায় কি?

বিবেক। দেখ, বুদ্ধি, এতো বৈরাগ্য হইল না, ভগবানের প্রতি রাগ হইল। ইহাতে কি মন শুষ্ক হয় না, অবিশ্বাস জন্মিবার হেতু উপস্থিত হয় না?

বুদ্ধি। অবিশ্বাস হইবে কেন?

বিবেক। আর কোন অবিশ্বাস না জন্মুক, ঈশ্বরের উপরে যে ব্যক্তি নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার তিনি কোন উপায় করেন না ভিতরে ভিতরে এই ধারণা উপস্থিত হইতে পারে। এই ধারণা কি অবিশ্বাস নয়?

বুদ্ধি। বিশ্বাস করিব, তিনি কোন মঙ্গলেরই জন্য উপায় করিয়া দিলেন না।

বিবেক। মঙ্গলের জন্য উপায় করিয়া দিলেন না, এরূপ বিশ্বাস করিয়া ঘোর বিপদ্ দুঃখ ক্ষতি বহন করাতে মনের বিষাদ ঘোচে না, ভিতরে ভিতরে অশান্তি থাকিয়া যায়। এ অবস্থায় সুকোমল ঈশ্বরপ্রীতিকুসুম প্রস্ফুটিত হয় না।

বুদ্ধি। তুমি তো বাদ বিবাদ অনেক করিলে, এ অবস্থায় কি করিতে হইবে স্পষ্ট করিয়া বল না কেন?

বিবেক। ঈশ্বরের প্রতি যে প্রকৃত বিশ্বাসস্থাপন করে, তাহার নিকটে উপায় উপস্থিত হয় না, ইহা নিরতিশয় মিথ্যা কথা। যদি উপায় উপস্থিত না হয় তাহা হইলে একথা নিশ্চয় যে, হাতের নিকটে যে উপায় আছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। নিকটস্থ উপায়কে সামান্য বলিয়া তুচ্ছ করিলে সে উপায়কে তুচ্ছ করা হইল তাহা নহে, যিনি উপায় নিকটে রাখিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে পর্য্যন্ত তাহার অগ্রাহ্য করা হইল। উপায় ক্ষুদ্র, ইহা বলিয়া তুচ্ছ করা উচিত নয়। ক্ষুদ্র উপায়ের যে ব্যক্তি সম্মাননা করে, তাহার নিকটে ক্রমান্বয়ে মহৎ হইতে মহত্তর উপায় আসিয়া উপস্থিত হয়। উপায়সকল শৃঙ্খলে পরস্পর আবদ্ধ। একটী উপায় শ্রদ্ধার সহিত অবলম্বন করিলে যতক্ষণ সে বিষয়ে কোন নিষ্কৃতি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উপায়ের পর উপায় উপস্থিত হইতে থাকে। তুমি কি বলিতে পার, তোমার হাতের নিকটে উপায় নাই? ইহা কখনই বলিতে পার না। যদি তাহা না বলিতে পার, তবে নিকটস্থ উপায়ের প্রতি অবহেলা করিয়া কি প্রকারে আশা করিতে পার যে, তোমার মনঃকল্পনানুসারে উপায়ান্তর-প্রেরণ করিতে ঈশ্বর বাধ্য। ক্ষুদ্রেতে যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিল, মহত্তর বিষয়ে সে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, ইহা কি সম্ভব? মহত্তর বিষয় উপস্থিত হইলে তখন বিশ্বাস হয়। তাহার পর বিশ্বাস নিবিয়া যায়। এরূপ হইবার কারণ এই যে, ঈশ্বরের প্রতিনিয়ত যে সকল দান উপস্থিত

স্বৎপ্রতি অবহেলা। মানুষ যদি আপন দোষে দুঃখ পায়, তবে তজ্জন্য ঈশ্বরকে মিথ্যা দায়ী করিলে কি হইবে? আমার এসকল কথা কঠোর বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু জানিও এসকল কথা তোমার বিজ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়ার জন্য আমায় বলিতে হইতেছে। বিজ্ঞানচক্ষু বিনা নিকটস্থ উপায় কেহ দেখিতে পায় না। তাই তোমায় পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞানের প্রতি সমাদর করিতে আমি অনুরোধ করি।

স্বরূপ গুলির পরস্পর সম্বন্ধ।

বুদ্ধি। পূর্ব্বে অন্য কথায় তোমায় একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি আরাধনাসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছ, সে গুলি সমুদায় পড়িয়া স্বরূপসমূহের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ সকলে নির্ণয় করিবেন, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। যদি সংক্ষেপে স্বরূপগুলির পরপর সম্বন্ধ তুমি দেখাও, তাহা হইলে সাধারণের উপকার হইবে। তাই সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে তোমায় অনুরোধ করিতেছি।

বিবেক। বিস্তৃত বিষয়ের সংক্ষেপবর্ণনে অনেকের স্মৃতির সাহায্য হইতে পারে। সুতরাং তোমার এ অনুরোধ রক্ষা করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে আমি ইচ্ছা করি না যে, কেহ সংক্ষেপবর্ণন পড়িয়া সন্তুষ্ট থাকেন, কেন না বিস্তৃত বর্ণন না পড়িলে সংক্ষেপবর্ণনের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয় না। বিস্তৃত বর্ণন পড়িয়া সংক্ষেপবর্ণনপাঠ, বা সংক্ষেপবর্ণন পড়িয়া বিস্তৃতবর্ণনপাঠ, ইহার যে কোনটি হউক অবলম্বন করা উচিত।

বুদ্ধি। আমি যদি বিস্তৃত বর্ণন আগে না শুনিতাম, সংক্ষেপ বর্ণনের জন্য অনুরোধই করিতে পারিতাম না।

বিবেক। মানুষের সকল বিষয়েই আলস্য; সংক্ষেপ পাইলে আর বিস্তৃতের আলোচনা করিতে তাহারা চায় না; তাই তোমায় ঐ কথা গুলি বলিলাম।

বুদ্ধি। যাউক, প্রকৃত কথার আরম্ভ কর।

বিবেক। 'সত্য, জ্ঞান, অনন্ত' এই তিনটি স্বরূপে আরাধনার আরম্ভ অতি স্বাভাবিক; কেন না ব্রহ্মকে সর্ব্ব প্রথমে সত্তামাত্রে গ্রহণ দর্শন-বিজ্ঞান-সিদ্ধ। ব্রহ্ম আছেন, ইহাই নির্ব্বিবাদ ভূমি। এই ভূমিতে প্রবেশ করিয়া যখন জীব ও জগৎকে এই সত্তামূলক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এই সত্তার মধ্য হইতে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশ পায়। সত্তা ও জ্ঞান উপলব্ধির বিষয় করিতে গিয়া উহার

অন্ত পাওয়া যায় না, সুতরাং ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপ সাধকের হৃদয়ঙ্গম হয়। ব্রহ্ম স্বয়ং অনন্ত, এই অনন্তত্বেই তিনি জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন।

বুদ্ধি। সত্তা ও জ্ঞান উপলব্ধির বিষয় করিতে গিয়া অন্ত পাওয়া যায় না, তাহা হইতেই ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়, এরূপ যখন বলিলে তখন অনন্তের ভাবপক্ষের কথা যে বলিয়াছ তাহা সিদ্ধ হয় কিরূপে?

বিবেক। 'যে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হন' এই শ্রুতিটী অনন্তের ভাবপক্ষে আমি নিয়োগ করিয়াছি। 'যে অমৃত'—অনন্ত ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে, কেন না 'অমৃত' শব্দ বেদে সর্ব্বাতীত ব্রহ্মে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যিনি সর্ব্বাতীত তিনি যদি চিরদিন সর্ব্বাতীতই থাকিয়া যান, তবে সৃষ্টি হয় না। স্বয়ং ব্রহ্ম বিনা আর কাহারও সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই; সুতরাং অনন্তব্রহ্মকেই সৃষ্টি করিতে হইতেছে। সৃষ্টি করিতে গেলেই সৃষ্টিতে তাঁহার অবতরণ অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্টিতে তাঁহার অবতরণ আনন্দরূপে সাধকের নিকটে প্রকাশ পায়। জগৎ ও জীবে যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ উহা আনন্দ হইতেই। যে অনন্ত সর্ব্বাতীত ছিলেন, তিনিই এখন জগৎ ও জীবে লীলাকারী ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত।

বুদ্ধি। এখন দুটী শ্রুতির পরস্পর সম্বন্ধ বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল। 'শান্ত শিব অদ্বৈত' এ শ্রুতির এইরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া দেখাইলে সুখী হইব।

বিবেক। 'শান্ত' এই শব্দটি আরাধনামধ্যে প্রায় কেহ উল্লেখ করেন না। উল্লেখ না করাতে বিশেষ ক্ষতি এইজন্য হয় না যে, ব্রহ্ম যে প্রপঞ্চাতীত, প্রপঞ্চের সহিত এক নন, প্রপঞ্চই তাঁহার স্বভাব পাইয়াছে, তিনি আর প্রপঞ্চের স্বভাব পান নাই, কথায় না বলিলেও সাধকমাত্রেই অন্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করেন। জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম যাঁহাদিগের মতে এক, 'শান্ত' শব্দটির অর্থ তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই প্রয়োজন। শান্ত যিনি তিনি নির্ব্বিকার, এই নির্ব্বিকার ভাব প্রেমস্বরূপের ব্যাখ্যার সময়ে মনে না রাখিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করা ভাল, কেন না মানুষের মনে প্রেমের সঙ্গে বিকার সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বিকার নয়, প্রেমের বিবিধ প্রকাশ আর একটি আপদ্ আনিয়া উপস্থিত করে। সে আপদ্ এই যে, যে ব্যক্তি প্রেমের যে দিক্ দেখে সেই দিকে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, আর তাহার দৃষ্টি অন্য দিকে যায় না। অধিকসংখ্যক ব্যক্তির এইরূপ অবস্থা

উপস্থিত হইয়া বহুত্ববাদ উপস্থিত হয়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতস্বরূপের উল্লেখ প্রয়োজন।

বুদ্ধি। এ কথাতো তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, আবার উল্লেখ কেন?

বিবেক। উল্লেখ না করিলে যে স্বরূপগুলির পরস্পর সম্বন্ধ বুঝান যায় না।

বুদ্ধি। যাউক, এখন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধের কথা বল।

বিবেক। বিকারশূন্য দ্বৈধবর্জ্জিত প্রেম যদি হৃদয়কে অধিকার করে, তবে যে শুদ্ধতা বা পুণ্য উপলব্ধির বিষয় হইবে, তাহা তো নিতান্ত স্বাভাবিক। ঈদৃশ প্রেম মনের বিকার ঘুচাইয়া দেয়, দুইতে নয় একেতে মন অভিনিবিষ্ট করে, এরূপ স্থলে পুণ্যের আবির্ভাব ভিন্ন আর কি হইবে বল?

বুদ্ধি। এতদূর তো বেশ বুঝা গেল। এখন আনন্দ বা রসস্বরূপের কথা বল। 'যে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন' তাঁহার সঙ্গে এ আনন্দের পার্থক্য কি দেখাও।

বিবেক। জগৎ ও জীবের ভিতরে সৌন্দর্য্যের আকারে যে আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে, সে আনন্দকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় করিতে গিয়া প্রপঞ্চাতীত-নির্ব্বিকার দ্বৈধবিহীন প্রেম এবং তৎসমুত্থিত শুদ্ধতা বা পুণ্য যখন মনকে মুগ্ধ ও সর্ব্বপ্রকার বিকার দ্বারা অসংস্পৃষ্ট করিয়া তুলিল, তখন ব্রহ্মের সাক্ষাৎ আবির্ভাব সাধকেতে প্রকাশ পাইল। এই সাক্ষাৎ আবির্ভাব আনন্দ বা রসস্বরূপ। যখন বলা হইয়াছিল 'আনন্দরূপে প্রতিভাত হন' তখন জগৎ ও জীবমধ্যে সৌন্দর্য্যাকারে আনন্দ প্রতিভাত হইয়াছিল এখন আনন্দমধ্যে জগৎ ও জীব প্রতিভাত হইল, ইহা কিছু সামান্য প্রভেদ নয়।

'তিনি' 'তুমি'।

বুদ্ধি। তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি। একটি বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে. সেটির মীমাংসা হইলে বড়ই সুখী হইব। সত্য জ্ঞান অনন্ত প্রভৃতি স্বরূপগুলিতে আরাধ্য ঈশ্বর 'তিনি' শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে আরাধনা 'তুমি' শব্দে হয় কিরূপে?

বিবেক। তুমি যাহা বলিলে তাহার আর উত্তর কি? উপনিষদে ব্রহ্মসম্বন্ধে 'তিনি' শব্দেরই প্রাচুর্য্য, 'তুমি' শব্দ নাই। এই কারণেই যখন ব্রাহ্মসমাজে

প্রথমে আরাধনা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন 'তিনি' শব্দেই আরাধনা হইত। এখনও ব্রাহ্মসমাজের এক বিভাগে আরাধনায় সেই 'তিনি' শব্দই প্রচলিত রহিয়াছে।

বুদ্ধি। যদি শ্রুতির অনুসারে আরাধনা করিতে হয় তাহা হইলে 'তিনিতে' আরাধনা করাইতো ঠিক।

বিবেক। দেখ বুদ্ধি, উপনিষদে 'তুমি' নাই, কিন্তু পুরাণে তন্ত্রে 'তুমি' আছে। যাঁহারা 'তিনি' শব্দে আরাধনা করেন, তাঁহারাও এইজন্য স্তোত্রে 'তুমি' শব্দ উচ্চারণ করেন।

বুদ্ধি। যখন শ্রুতিতে 'তিনি' আছে, তখন আরাধনা 'তিনি' শব্দে হউক, স্তোত্রে 'তুমি' শব্দ আছে, স্তোত্র 'তুমি' শব্দে হউক।

বিবেক। তুমি তো এইরূপ বিভাগ করিয়া দিলে, কিন্তু যে সাধকের পরোক্ষ জ্ঞান চলিয়া গিয়া অপরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত, তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মকে দেখিয়া অসাক্ষাৎসম্বন্ধের 'তিনি' বলেন কি প্রকারে? তিনি পারেন না বলিয়াই স্বরূপ-দ্যোতক শ্রুতিগুলিতে 'ত্বং' শব্দ উহ্য করিয়া লইয়াছেন—যেমন সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম—ত্বম্; আনন্দরূপমমৃতং বদ্বিভাতি,—তৎ ত্বম্; শান্তং শিবমদ্বৈতং—ত্বম্; শুদ্ধমপাপবিদ্ধং—ত্বম্; [রসোবৈ সঃ—ত্বম্]। সাধকের যখন অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তখন যেমন সকল শ্রুতি 'অহমে' পর্য্যবসন্ন হয়, তেমনি বর্ত্তমান অপরোক্ষ জ্ঞানাপন্ন সাধকের নিকট শ্রুতিসকল 'ত্বমে' পর্য্যবসন্ন হইবে তাহাতে আর ক্ষতি কি?

বুদ্ধি। তুমি কি কতকগুলা কথা বলিলে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সোজা করিয়া বলিলেই হয়, অত সংস্কৃতে প্রয়োজন কি?

বিবেক। শ্রুতির বিচার তুলিলে সংস্কৃতের ফেঁকড়া তুলিতেই হয়। তুমি না বুঝিলে, অন্যে সংস্কৃতের ফেঁকড়া না তুলিলে বুঝিবেন কেন? ঐ কথাগুলি সোজা কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, উপনিষদের চরম সাধনে সাধক ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান, তখন যে ব্রহ্ম 'তিনি' ছিলেন, তিনি 'আমি' হইয়া যান অর্থাৎ আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া 'আমি' শব্দে উল্লিখিত হন। এই কারণে সেকালের উপদেষ্টারা 'আমাকে যে পূজা করে' ইত্যাদি বাক্যে শিষ্যবর্গকে উপদেশ করিয়াছেন। এরূপ করার তাৎপর্য্য এই যে, উপদেশকালে উপদেষ্টা ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মই 'আমি' 'আমি' বলিতেছেন। যেমন ব্রহ্ম

এইরূপে 'আমি' শব্দের বাচ্য হন, তেমনি 'তুমি' শব্দেরও বাচ্য হন। 'সেই (ব্রহ্মই) তুমি' ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মকে 'তুমির' সঙ্গে এক করিয়াছেন। যখন এইরূপে সাধক ও ব্রহ্ম এক হইয়া গেলেন, তখন অপরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত হইল। ব্রহ্মের স্বরূপসমূহও সুতরাং 'আমি' 'তুমির' স্বরূপ হইয়া গেল। বর্ত্তমান কালের সাধকগণ যোগী ও ভক্ত উভয়ই, সুতরাং ব্রহ্মকে 'তুমি' বলিয়া অপরোক্ষ জ্ঞান রক্ষা করেন এবং সমুদায় স্বরূপবাচক শ্রুতিগুলিতে ত্বং (তুমি) শব্দ উহ্য করিয়া লন। তুমি উহ্য করিয়া স্বরূপগুলির অর্থ হইল—'তুমি সত্য জ্ঞান অনন্ত' 'সেই অমৃত তুমি, যিনি আনন্দরূপে প্রতিভাত হন' 'তুমি শান্ত, শিব, অদ্বৈত' 'তুমি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ' 'সেই তুমি রসস্বরূপ।'

বুদ্ধি। এখন সোজা করিয়া বলিলে বলিয়া বুঝা গেল। প্রথমে সোজা করিয়া বলিলেই তো হইত।

বিবেক। যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ তাঁহারা যেরূপে বোঝেন তাঁহাদিগের জন্য সেইরূপে বলিয়া, তুমি যেরূপে বোঝ সেইরূপে তোমায় বোঝান ক্ষতি কি? যাউক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহার উত্তর দিলাম।

প্রার্থনাপাঠ।

বুদ্ধি। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, স্বয়ং প্রার্থনা না করিয়া কেহ কেহ প্রতিদিন কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা পাঠ করা উপাসনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছেন কেন? ইহাতে কি নিজের কিছু প্রার্থনা করিবার নাই, ইহাই বুঝায় না?

বিবেক। কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাপাঠ তাঁহাদের পক্ষে কোন কালে উচিত নয়, যাঁহাদের সেই প্রার্থনাপাঠে প্রার্থনার স্রোত বন্ধ হইয়া যায়। যে সকল ব্যক্তির কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাপাঠে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া না যায়, অধ্যাত্মরাজ্যের নূতন তত্ত্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে প্রতিভাত না হয়, তাঁহাদের পক্ষে প্রার্থনা পাঠ নিষিদ্ধ। প্রার্থনাপাঠে আত্মা উচ্চভূমিতে উত্থান করে, জীবনে কোথায় কি লুকাইয়া আছে প্রকাশ পায়, এবং এইরূপে লুক্কায়িত বিষয়গুলি দেখিতে পাইয়া হৃদয় হইতে যে প্রার্থনা উত্থিত হয়, সে প্রার্থনায় আত্মার অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তিতে এরূপ ঘটে না, তাঁহাদের পক্ষে উচ্চ সাধকগণের প্রার্থনাপাঠকরা কদাপি শ্রেয়স্কর নহে।

বুদ্ধি। কেশবচন্দ্রের দেহ হইতে অন্তর্দ্ধানের পর এ নূতন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে কি এরূপ উপায় কখন অবলম্বিত হইয়াছিল?

বিবেক। হাঁ, হইয়াছিল। যখন প্রথমে দৈনিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রতিদিন 'Altar at Home' নামক প্রার্থনা পুস্তক হইতে প্রতিদিন একটী প্রার্থনা অনুবাদিত হইয়া পঠিত হইত। যাঁহার প্রতি অনুবাদ করিয়া পড়িবার ভার ছিল, তিনি সে সময়ে সমগ্র গ্রন্থখানির অনুবাদ করেন। অনুবাদ মুদ্রিত হয় নাই, হারাইয়া গিয়াছে।

বুদ্ধি। হৃদয়কে উচ্চ ভূমিতে তুলিবার জন্য কেবল প্রার্থনা পঠিত হয় কেন? উপদেশাদি পড়িলে কি সে কাজ হয় না?

বিবেক। প্রার্থনাকালে সাধকের আত্মার সমগ্রভাব প্রকাশ পায়, ভাবান্তরের সংমিশ্রণ তাহাতে থাকে না, বক্তব্য বিষয়টি বিবৃত করিবার জন্য অবান্তর বিষয় আসিয়া জোটে না, সুতরাং হৃদয়কে তদ্ভাবাপন্ন করিয়া লইতে হইলে প্রার্থনাই তৎসম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী।

বুদ্ধি। আচ্ছা, অন্য কাহারও প্রার্থনা পাঠ না করিয়া এক কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা কেন পঠিত হয়?

বিবেক। যাঁহারা কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাপাঠ করেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের সহসাধক। প্রার্থনাকালে সে প্রার্থনার সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের সায় ছিল, প্রার্থনানুরূপ জীবনগঠনে তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। সে সঙ্কল্প নানা কারণে সিদ্ধ হয় নাই। এখন সেই সঙ্কল্প স্মরণপথে আনয়ন করিয়া তৎসিদ্ধির জন্য যত্ন ও সাধন পূর্ব্ব প্রার্থনাপাঠের উদ্দেশ্য। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের মধ্যে আনুষঙ্গিক যে তত্ত্ব তৎকালে লুক্কায়িত ছিল তাহাও প্রকাশ পায়। এ সকল উদ্দেশ্য যাঁহাদের নাই, আমি পুনরায় বলিতেছি, তাঁহাদের পক্ষে কেশবচন্দ্রের প্রার্থনাপাঠকরা বিধেয় নহে?

বুদ্ধি। এরূপ ভাবে কোন ব্যক্তির প্রার্থনাপাঠ করিলে কি তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করা হয় না?

বিবেক। যাঁহারা প্রার্থনাপাঠেই সকল হইল আর কিছু করিবার নাই মনে করেন, তাঁহাদের এ দোষ ঘটে। কিন্তু পাঠে পূর্ব্ব সঙ্কল্প উদ্দীপন, এবং সে সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য সাধন ও প্রযত্ন, পূর্ব্বে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত তত্ত্বের পরিগ্রহ,

এই সকল যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা আর প্রার্থয়িতাকে মধ্যবর্ত্তী করিলেন কোথায় ?

বুদ্ধি। যদি প্রতিদিনই পূর্ব্বসঙ্কল্প উদ্দীপন ও তৎসিদ্ধির জন্য সাধন চলে, তাহা হইলে সিদ্ধি হইল কোথায় ? সিদ্ধি না হইলে কি ক্রমে মৃতভাব আসিয়া উপস্থিত হয় না ?

বিবেক। সিদ্ধি না থাকিলে সাধন ও যত্ন বৃথা, কিন্তু জানিও সিদ্ধিরও শেষ নাই, সাধন ও যত্নেরও শেষ নাই, নূতন তত্ত্ব সমাগমেরও বিরতি নাই।

উপাসনার অঙ্গপার্থক্য।

বুদ্ধি। তুমি এ কথা বলিয়াছ, প্রার্থনাতে সাধনের আরম্ভ হয়। আমি বলি প্রার্থনাতে সাধনের আরম্ভ কেন, সাধনের আদি মধ্য অন্তে এক প্রার্থনারই সাম্রাজ্য। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, এ সকলের মধ্যেও প্রার্থনা বিদ্যমান, কেন না বিনা আকাঙ্ক্ষায় যখন এ সকল অনুষ্ঠিত হয় না, তখন এ সকলের মধ্যে যে প্রার্থনা আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যদি সর্ব্বত্র এইরূপে প্রার্থনাই থাকিয়া গেল, তাহা হইলে উপাসনায় এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি ?

বিবেক। তুমি যে প্রশ্ন করিলে ইহা অতি গুরুতর। আকাঙ্ক্ষা যে প্রার্থনা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আকাঙ্ক্ষা বিনা উপাসনায় কেন, কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইবার কারণ থাকে না। এক ঈশ্বরই কেবল নিরাকাঙ্ক্ষ, কেন না তাঁহার কোন অভাব নাই। জীব যখন অভাবগ্রস্ত, তখন তাহার সে অভাব পূরণ করিতেই হইবে। অভাবপূরণ করিতে হইলেই তৎসম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা তো থাকিবেই। অভাবপূরণার্থ আকাঙ্ক্ষা যখন প্রার্থনা, তখন আদি মধ্য অন্তে প্রার্থনা, এ কথা বলিবার সকলেরই অধিকার আছে।

বুদ্ধি। যদি তুমি এ কথা স্বীকার করিলে, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার অঙ্গগুলি এত করিয়া ব্যাখ্যা করিলে কেন ?

বিবেক। ব্যাখ্যা করিলাম কেন, তাহার কারণ প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে বলিয়াছি। দেখিতেছি সে বলাতে তেমন ফল হয় নাই। অতএব তোমার

প্রণালানুসারে প্রত্যেক অঙ্গসম্বন্ধে পার্থক্যের কারণ বলিলে বোধ হয়, তোমার সংশয় দূর হইতে পারে।

বুদ্ধি। যদি সংশয় দূর হয়, তাহা হইলে বড়ই আহ্লাদিত হইব।

বিবেক। আমি বলিয়াছি, বহির্বিষয় হইতে মনকে ঈশ্বরের দিকে আনয়ন করিবার জন্য উদ্বোধন করা হইয়া থাকে। এখানে আকাঙ্ক্ষা কি? মনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের দিকে আনয়ন। এ আকাঙ্ক্ষাকে প্রার্থনা বলিতে চাও বলিতে পার, কিন্তু এ প্রার্থনা উদ্বোধন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের জন্য নহে। সুতরাং প্রার্থিতব্য উদ্বোধন অন্য সকল প্রার্থনা হইতে যখন ভিন্ন হইল, তখন উদ্বোধন বলিয়া একটা অঙ্গ থাকিবে না কেন?

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহা বুঝিলাম, আরাধনাসম্বন্ধে কি বলিবে?

বিবেক। আরাধনার মধ্যে কোন আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। দেখিতে পাইবে, এখানে ঈশ্বরের স্বরূপে আবিষ্ট হইবার জন্য সাধকের আকাঙ্ক্ষা, অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা এখানে নাই। স্বরূপে আবিষ্ট হইবার আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা সাধারণতঃ যাহাকে প্রার্থনা বলা যায় তজ্জাতীয় কখনই নহে। যদি তজ্জাতীয় না হইল, তবে আরাধনার একটা স্বতন্ত্র স্থান উপাসনা মধ্যে থাকিবে না কেন?

বুদ্ধি। স্বরূপে আবিষ্ট হওয়া কথাটা ভাল করিয়া বুঝিলাম না। কথাটা ঠিক বুঝিলে তোমার যুক্তি ঠিক হইল কি না বলিতে পারি।

বিবেক। আরাধনাসম্বন্ধে তোমায় এত কথা বলিয়াছি, অথচ ঈশ্বরের স্বরূপে আবিষ্ট হওয়া বিষয়টা কি, তুমি বোঝ নাই আশ্চর্য্য। দেখিতেছি, আমি এতদিন যাহা বলিয়াছি, তৎপ্রতি তুমি তেমন মনোযোগ দাও নাই, তাই মূল কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছ। সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য ইত্যাদি স্বরূপগুলির অনুরূপ স্বরূপ আমাদের আছে। ব্রহ্মে এ সকলই অনন্ত, আমাদিগেতে ওগুলি বিন্দু বিন্দু। কিন্তু জানিও এই বিন্দুই ক্রমে সিন্ধু হয়। আরাধনায় এক একটি স্বরূপ যখন আমাদের চিত্তগোচর হয়, তখন আমাদের ভিতরে যে সেই সেই স্বরূপবিন্দু আছে তাহারা তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় কেন? আমাদের স্বরূপমধ্যে ভগবৎস্বরূপ আবিষ্ট হইয়াছে এজন্য। আমার মনে পড়িতেছে, আমি দেহের অন্নপানগ্রহণের সঙ্গে আত্মার অন্নপান-

গ্রহণের তুলনা করিয়াছি। এ অন্ন পান আর কি? ব্রহ্মের স্বরূপ। সেই স্বরূপ আত্মস্থ করিবার জন্য আরাধনা।

বুদ্ধি। প্রার্থনা ও আরাধনাতে পার্থক্য দেখাইলে। এখন আরাধনার পর ধ্যান যে প্রার্থনা নয়, এইটি দেখাইবার বিষয়। আরাধনায় এক অখণ্ড স্বরূপকে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিতে গিয়া পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধানুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপরূপে প্রতিভাত হয়, এবং সেই সেই স্বরূপের অনুরূপ প্রতিমানবের আত্মার স্বরূপগুলির তদ্দ্বারা পরিপুষ্টি হয়, ইহা তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ। খণ্ড খণ্ড স্বরূপ এক অখণ্ডস্বরূপে পুনরায় আনন্দ বা রসস্বরূপে অনুভবগোচর হইল, তখন সেই আনন্দ বা রসস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরের সহবাসসম্ভোগ উপস্থিত হইল। এই সহবাসসম্ভোগই ধ্যান। সুতরাং এখানে প্রার্থনা নাই, কেবল সম্ভোগ ইহা বুঝিলাম। কিন্তু সম্ভোগ করিতে করিতে প্রার্থনা উপস্থিত হইল কেন? ইহাই জিজ্ঞাস্য। আশা করি, এ জিজ্ঞাসার তুমি সদুত্তর দিবে?

বিবেক। আমি যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারই ভিতরে ইহার উত্তর আছে। পুনরায় বলা পুনরুক্তি হইলেও উপাসনার মত বিষয় যত পরিষ্কার হয়, তত ভাল বলিয়া পুনরায় সেই কথাই আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। আনন্দস্বরূপে নিমগ্নভাব বর্ত্তমানবস্থায় জীবের অধিকক্ষণ থাকে না, সেই নিমগ্নভাব হইতে পুনরায় বাহির হইয়া আসিতে হয়। যদি সে নিমগ্নভাব হইতে জীব আর বাহির না হইয়া আসিত, তাহা হইলে তাহার চিরসমাধির অবস্থা,—সংসারসম্বন্ধে মৃত্যু উপস্থিত হইত। যতদিন শরীরের সঙ্গে যোগ আছে, সংসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালনের অনুরোধ আছে, ততদিন সে নিশ্চেষ্ট হইয়া আনন্দসম্ভোগ করিবে, ইহা কখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, সাধক বলপূর্ব্বক তাহা করিতে গিয়া কখনও কৃতকার্য্য হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সম্ভোগে কৃতকৃত্য হইয়া, হৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়া সংসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালনের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন, ইহা অবশ্যম্ভাবী। এই অবশ্যম্ভাবীকারণে বাধ্য হইয়া, সাধক যখন সংসারের দিকে ফিরিতেছে, তখন সংসারে গিয়া অসত্য, অন্ধকার, অধ্যাত্ম মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত না হয়, এ অভিলাষ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই অভিলাষ পরিপূরণের জন্য সত্যস্বরূপে স্থিতি করিয়া সংসারে বিচরণ করিবার এবং তাহার পাপকর্ত্তৃক পতন হইতে রক্ষিত হইবার প্রার্থনাও

স্বভাবসঙ্গত। আনন্দস্বরূপে মগ্নাবস্থায় সমগ্র স্বর্গ ও পৃথিবীর জীবসমূহের সহিত যে একত্ব ঘটিয়াছিল, সেই একত্ববশতঃ সমুদায় মানবজাতির সহিত এক হইয়া এ সাধারণ প্রার্থনা হইয়া থাকে। এজন্যই আমি শব্দের স্থলে 'আমরা' শব্দ প্রয়োজিত হয়।

বুদ্ধি। সকল মানবজাতির সহিত এক হইয়া প্রার্থনাতে কি ফল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

বিবেক। সকল মানবজাতিকে লইয়া যখন সাধক আনন্দস্বরূপে নিমগ্ন ছিল, এবং সেই নিমগ্ন ভাব লইয়া যখন সত্যস্বরূপে সে আসিয়াছে, সে নিমগ্ন ভাব ছাড়িয়া এখন সে হঠাৎ একাকী হইবে কি প্রকারে? আমি কি তোমার পূর্ব্বে বলি নাই, মানুষ যে আপনাকে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র মনে করে উহা ভুল, সমুদায় মানবের সহিত তাহার সম্বন্ধ এমনই ঘনিষ্ঠ ও মিশ্রিত যে, বহু আত্মা যেন এক আত্মা। এই সত্যাবলম্বনে সমগ্র মানবজাতির সহিত এক হইয়া প্রার্থনা হইয়া থাকে। একজন মানুষ মন্দ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর মানুষের মন্দ হইবার যেমন সম্ভাবনা, একজন মানুষ ভাল হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর মানবের তেমনি ভাল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অন্য মানুষের ভালমন্দনিরপেক্ষ হইয়া কেহ সংসারে বাস করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। যখন মানবগণের পরস্পর এইরূপ ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ, তখন সকলের সঙ্গে এক হইয়া অসত্যাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া সত্যাদিতে স্থিতিপ্রার্থনা কি সঙ্গত নয়? প্রতিবেশীর বাড়ীতে মড়ক উপস্থিত তাহাতে আমার ক্ষতি কি, ইহা মূর্খ ভিন্ন আর কেহই মনে করিতে পারে না। আমি আমারই জন্য প্রার্থনা করিব, আমি ভাল হইলেই হইল, এরূপ মনে করাও সেইরূপ।

বুদ্ধি। তুমি আমার কথাগুলির উত্তর এমনি তীব্রভাবে দেও যে, আমার মনে বিলক্ষণ লাগে, অথচ উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারি না। যাউক অবশিষ্ট কথা শীঘ্র শীঘ্র বলিয়া শেষ করিয়া ফেল।

বিবেক। সাধারণ প্রার্থনার পর স্তোত্রপাঠ, ইহাকে তো প্রার্থনার মধ্যে কিছুতেই ধরিতে পার না, বরং আরাধনার সঙ্গে উহার সমতুল্যতা আছে। আরাধনায় ব্রহ্মের স্বরূপসমূহ আত্মাতে আবিষ্ট করা হইয়াছে, কিন্তু এই সকল স্বরূপ আবিষ্ট হইলে ঈশ্বরের সহিত যে বিচিত্র সম্বন্ধ সকল ক্রমান্বয়ে অনুভূত

হইতে থাকে, সেই সম্বন্ধানুসারে বিবিধ নামে তাঁহাকে স্তোত্রে অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপে বিবিধ নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়া সম্বন্ধ দিন দিন উজ্জ্বল হয়, ভক্তিপ্রেমে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। যে সকল সাধু মহাজনগণ তত্তৎসম্বন্ধে অনুরক্তচিত্ত ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে এতদ্দ্বারা ঐক্য উপস্থিত হয়। এই ঐক্যানুভাবের পর তাঁহাদিগের প্রবচনগুলি পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগসমাধান করা হয়। এইরূপ যোগের পর যে উদ্দীপ্ত হৃদয় হয়, সেই উদ্দীপ্ত হৃদয়ে বিশেষ প্রার্থনা হইয়া থাকে। বিশেষ প্রার্থনার ফললাভ আশীর্ব্বচনে উক্ত হইয়া থাকে। এ সকল বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, সুতরাং অবশিষ্ট কথা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য তোমার যে অনুরোধ তাহা রক্ষা করাতে কিছু ক্ষতি হইতেছে না।

সন্তানসম্বন্ধে দায়িত্ব।

বুদ্ধি। উপাসনার তত্ত্ব মনে হয় আর না বলিলেও চলিতে পারে। যদি কখন কোন কথা তৎসম্বন্ধে মনে উপস্থিত হয়, তখন উহা তোমায় বলিব? আজ তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, নরনারী এ উভয়ের মধ্যে সন্তানসম্বন্ধে কাহার দায়িত্ব অধিক?

বিবেক। উভয়ের সমান দায়িত্ব এ কথা আর কে স্বীকার করিবে না? কিন্তু শৈশবে এমন কি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত সন্তানের প্রতি নারীর কর্ত্তব্য অতি গুরুতর।

বুদ্ধি। দায়িত্বের এরূপ ভিন্নতা কেন হইল?

বিবেক। কেন হইল, ইহাতো তোমার অতি সহজে বোঝা উচিত ছিল। নারী যখন দীর্ঘকাল সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, তখন তাহার কত সাবধানে থাকিতে হয়, মনের বাসনা সকল কেমন সংযত করিতে হয়। প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক প্রবৃত্তি সমগ্র দেহের উপরে কার্য্য করে, স্নায়ুসকলকে উত্তেজিত করে, শরীর ও মনকে রূপান্তরিত করে। যখন সকল দেহমনের উপরে উহার কার্য্য প্রকাশ পায়, তখন তুমি কি মনে কর যে গর্ভস্থ শিশুর দেহ ও মানসাঙ্কুরের উপরে উহার কার্য্য হয় না? অনেক বিজ্ঞানবিৎ এজন্য সসত্ত্বাবস্থায় নারীগণকে ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রশান্তচিত্ত, ঈশ্বরনিষ্ঠ, উৎকট দৃশ্যাদি হইতে

বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। অনেকে তাঁহাদের উপদেশের উপরে কোন আস্থা না রাখিয়া যে সন্তানগণের শরীরমনের অনিষ্ট সাধন করে, ইহা আর বলিতে হয় না। দেখ নারীর সন্তানসম্বন্ধে পুরুষাপেক্ষা কত গুরুতর দায়িত্ব।

বুদ্ধি। তুমি যেরূপ বর্ণন করিলে এরূপ সাবধান থাকা কি কখনও কাহারও পক্ষে সম্ভব?

বিবেক। সম্ভব নয় একথা বলিতেছ কেন? সম্ভব নয় মনে করিলে সামান্য বিষয়ও অসম্ভব হয়; আর সম্ভব মনে করিলে গুরুতর বিষয়ও সম্ভব হয়।

বুদ্ধি। এ তুমি কি বলিলে? যাহা সম্ভব, তাহা সম্ভব, যাহা অসম্ভব তাহা অসম্ভব; ইহাই কি সত্য নয়?

বিবেক। ইহা কি তুমি জান না, এক সময়ে যাহা তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, এখন তাহা সম্ভব হইয়াছে। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে সম্ভব বা অসম্ভব মনে করা যে মনের অবস্থানুসারে ঘটে, ইহা তোমায় মানিতেই হইবে। মানুষ আকাশে উড়িবে, উপর হইতে পড়িলে অস্থিভঙ্গ হইবে না, ইত্যাদি প্রকৃতিতে যাহা অসম্ভব, সে সকল সম্ভবাসম্ভবের কথা বলা যাইতেছে না। মনের অবস্থানুসারে যাহা সম্ভব বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহারই সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম তাহা খাটে।

বুদ্ধি। চিন্তাভাবাদির উত্তেজনা বা উদ্বেগ কি কখন বারণ করা যাইতে পারে?

বিবেক। যদি তাহা না পারা যায়, তাহা হইলে সংযম বলিয়া কিছুই একটা থাকে না। চিন্তা ভাবাদি দুই প্রকার। একটিতে আনন্দ আর একটিতে উদ্বেগ উপস্থিত হয়। আনন্দ অতি প্রবল হইলে শরীর ও মনের উপরে উদ্বেগের তুল্য অনিষ্ট সাধন করে; পরিমিত হইলে দেহ ও মনের প্রশান্তি উপস্থিত করিয়া উহাদের উপকারসাধন করে ঈদৃশ আনন্দ সদা প্রার্থনীয়। যে সকল চিন্তাদিতে উদ্বেগ উপস্থিত হয়, সে সকলকে অবরুদ্ধ করা সমুচিত। দায়িত্ববোধ থাকিলে সে সকল অবরুদ্ধ করা কিছু কঠিন হয় না, কেন না দায়িত্ববোধ থাকিলে প্রার্থনাদি দ্বারা মনকে প্রশান্ত করিবার জন্য সহজে প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়। চিত্ত

ঈশ্বরনিষ্ঠ হইলে দায়িত্বসংরক্ষণ যে কিছুই কঠিন নয়, ইহা কি তুমি আপনি বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই? যাহা দেখিয়াছ, আমি তাহাই বলিতেছি, অসম্ভব কিছু বলিতেছি না।

সম্বন্ধ।

বুদ্ধি। পিতা মাতা প্রভৃতি কতকগুলি সম্বন্ধ আছে, যাহার প্রত্যেকটি বিশেষ, কিন্তু এ ছাড়া যত সম্বন্ধ সকলই তো সাধারণ। সাধারণ সম্বন্ধ মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা থাকা কি সম্ভব? যেথানে বিশেষত্ব নাই সেথানে প্রেম স্থায়ী হয় কি না তৎসম্বন্ধে আমার গম্ভীর সন্দেহ।

বিবেক। তুমি যে কথা বলিলে, সাধারণ সংসারীদের সম্বন্ধে এ কথা ঠিক। বরং তুমি ইহাও বলিতে পার, যে সকল সম্বন্ধ বিশেষ বলিয়া স্থায়ী হইবার কথা, তাহাও তাহাদের মধ্যে অনেক সময়ে অস্থায়ী হইয়া যায়। অনেক সময়ে এরূপ কারণ উপস্থিত হয় যে, এ সম্বন্ধও স্বার্থের গন্ধে বিকারগ্রস্ত হইয়া যায়। যেথানে এক সময়ে কাহারও প্রতি বিলক্ষণ মায়া মমতা ছিল, সময়ে সে মায়া মমতাও চলিয়া গিয়াছে, দিনান্তের কথা দূরে, বৎসরে একবার তাহার বিষয় মনে উঠে কি না সন্দেহ। পার্থিব অন্যান্য বিষয় যে প্রকার অস্থায়ী চঞ্চল, সম্বন্ধও সেইরূপ।

বুদ্ধি। সংসারী লোকদের উপরে দোষ দিলে চলিবে কেন? যাহারা আপনাদের সংসার ধর্ম্মের সংসার বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের মধ্যেও তো এইরূপ দেখিতে পাই।

বিবেক। তুমি ধর্ম্মের সংসার কাহাকে বল? মুখে ধর্ম্মের সংসার বলিলেই কি ধর্ম্মের সংসার হয়?

বুদ্ধি। মুখে বলা না বলা কিছু বুঝি না। কি হইলে, বল, অমুকের সংসার ধর্ম্মের সংসার ইহা মানা যাইবে?

বিবেক। সেই সংসার ধর্ম্মের সংসার, যেথানে যাহার সঙ্গে একবার যে সম্বন্ধ হইয়াছে সে সম্বন্ধ আর কোন কারণে টলে না, যেমন তেমনি অটুট থাকিয়া যায়?

বুদ্ধি। ইহা কি কখন সম্ভব? একবার সম্বন্ধ হইবার পর এমন সকল অবস্থা আসিতে পারে, যাহাতে সমুদায় জীবন হয়তো তাহার সহিত আর

সাক্ষাৎই হইবে না, কোন প্রকার সম্বন্ধরক্ষা করিবার উপায় থাকিবে না, এস্থলে তুমি কি প্রকারে বলিলে, সে দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক আছে?

বিবেক। আমি কতবার তোমায় বলিয়াছি, দূরস্থ বা নিকটস্থ, ইহলোকস্থ বা পরলোকস্থ, এ সকল অবস্থার উপরে সম্বন্ধ থাকা না থাকা নির্ভর করে না। সম্বন্ধ কাল ও দেশের অতীত। যদি তাহা না হয়, সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ হইবে কি প্রকারে?

বুদ্ধি। দর্শনশাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া কার্য্যতঃ সম্বন্ধ থাকে কি না, একবার বল, তাই শুনি।

বিবেক। ভারতে সম্বন্ধের মর্য্যাদা নিরক্ষর বালিকারা পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছে, ইহা কি তুমি চক্ষে দেখ নাই?

বুদ্ধি। তুমি বুঝি হিন্দু বিধবাদের কথা বলিতেছ? সেতো কুসংস্কারের ফল। স্বামীর সঙ্গে যাহার ঈশ্বর লইয়া কোন সম্বন্ধ হয় নাই, সে যে পতির সঙ্গে পরলোকে সম্মিলনের আশা পোষণ করে, উহা বল কুসংস্কার ভিন্ন আর কি?

বিবেক। কুসংস্কার যদি প্রবল প্রলোভন অতিক্রম করাইয়া বালবিধবার বিশুদ্ধ জীবন রক্ষা করে, তাহা হইলে কি উহা সুসংস্কারাপন্ন প্রলোভনে প্রলুব্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল না?

বুদ্ধি। তুমি যেরূপ করিয়া বলিলে তাহাতে কুসংস্কারকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়, কিন্তু কুসংস্কার যাহা তাহা কুসংস্কার। অসত্যমূলক কুসংস্কার কি নিন্দনীয় নহে?

বিবেক। বালবিধবার এ বিশ্বাসকে তুমি কখন কুসংস্কার বলিতে পার না। যদি সেই বালবিধবার জীবন পবিত্র হয়, ঈশ্বরগত প্রাণ হয়, তাহা হইলে তাহার আশা একেবারে অমূলক তুমি কি প্রকারে বলিবে? তাহার স্বামী পরলোকে গিয়া এখানে যাহা ছিল তাহাই থাকিবে তাহার কোন কারণ নাই। সেও যদি সেখানে ঈশ্বরগতপ্রাণ হয়, তবে উভয়াত্মার সমাবস্থাবশতঃ পুনর্ম্মিলনের হেতু আছে। এরূপ সম্ভাবনাস্থলে সেই বালবিধবা এখানে যাহা করিতেছে তাহা প্রকৃষ্ট বিশ্বাসমূলক বলিয়া অনিন্দনীয়।

বুদ্ধি। কথার পৃষ্ঠে কথা আসাতে আসল কথাটা উড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ

সম্বন্ধের মধ্যে যখন বিশেষত্ব থাকিতে পারে না. তখন সেস্থলে প্রেম স্থায়ী হইবে কি প্রকারে ?

বিবেক। তুমি, বোধ হয়. জীবনে এক এক জনের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ হয় তাহা কখন ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ নাই। যে গুলিকে সাধারণ সম্বন্ধ বলিয়া তুমি উড়াইয়া দিতে চাও. তাহার মধ্যেও দেখিতে পাইবে, এক জনের সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ অন্যের সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ কখন হয় না। অন্যের সঙ্গে অন্যরূপ, তার সঙ্গে সেইরূপ, সম্বন্ধের এইরূপই নিয়ম। তুমি এক জনের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, অন্যের সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করিতে গিয়া সঙ্কোচ হয়। এরূপ হয় কেন, বলিতে পার কি ? ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবহার তত্তৎসম্বন্ধোচিত, এজন্যই এ প্রকার ভিন্নতা উপস্থিত হয়। ইহাতে কাহারও উপর প্রীতি অধিক, কাহারও উপরে প্রীতি নাই, ইহা প্রমাণিত হয় না। এই প্রমাণিত হয় যে. সাধারণ সম্বন্ধ বলিয়া যাহা মনে হয়, বাস্তবিক তাহা সাধারণ সম্বন্ধ নয়, উহার ভিতরে বিশেষত্ব আছে। ব্যবহারের তারতম্য দ্বারা প্রীতির তারতম্য না হইয়া একই প্রীতি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন প্রকার হয়, ইহাই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি প্রীতি থাকিলেও পাত্রভেদে উহার যেরূপ আকারভেদ হয়, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। তোমার সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করিয়াছি, করিতেছি, ঠিক সেইরূপ অপরের সঙ্গে করিব, ইহা সম্ভব নহে। এমন কি এরূপ এক প্রকারের ব্যবহার মনেই তুলিতে পারা যায় না ; তাই বলিয়া অপরের প্রতি প্রীতি নাই, ইহা বলিব কি প্রকারে ? কেন না তাহাদের উপযোগী প্রীতি ও ব্যবহার সর্ব্বদাই স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়। উঃ, অনেক কথা হইল আর নয়। যেখানে সম্বন্ধ হয়, সেখানে সাধারণ সম্বন্ধ হয় না বিশেষ সম্বন্ধ হয়, এইটি মনে রাখিও। সাধারণ সম্বন্ধ অনেক সময়ে ফাঁকি, কেন না জীবনের উপরে উহার প্রভাব কিছুই প্রকাশ পায় না।

প্রেম ও পুণ্য।

বুদ্ধি। তুমি অনেকবার বলিয়াছ, যেখানে প্রেম আছে, সেখানে শুদ্ধতা পুণ্য থাকিবেই থাকিবে, ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী কোন কার্য্য সেখানে হইবার

সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমি দেখিতেছি, পৃথিবী যাহাকে প্রেম বলে তাহা হইতে অচিরে, অশুদ্ধতা, অপুণ্য ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী কার্য্য উপস্থিত হয়। তুমি বলিবে এ প্রেম দৈহিকাসক্তি। মনুষ্যস্বভাব মানিয়া তো তোমার সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। মনুষ্যস্বভাবের মধ্যে প্রেমের সঙ্গে দুর্ব্বলতা সংসৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে প্রেমকে তৎস্বভাবাপন্ন তোমায় মানিতেই হইবে।

বিবেক। তোমার মনে রাখা উচিত প্রেম আনন্দসম্ভূত। আনন্দ দুই ভাগে বিভক্ত—বিষয়ানন্দ ও পরমানন্দ। বিষয়ানন্দে দেহের তুষ্টি, পরমানন্দে আত্মার তুষ্টি। বিষয়ানন্দ শীঘ্রই বিকারগ্রস্ত হয়, পরমানন্দ বিকারের অতীত। আনন্দের ভিতরে আকর্ষণ আছে, সাধারণ কথায় ইহাকে 'টান' বলে। যেখানে টান নাই আকর্ষণ নাই সেখানে আনন্দ নাই, অনুরাগ নাই, প্রেম নাই। রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সকলের ভিতরেই আকর্ষণ আছে, সুতরাং ইহারা আনন্দদান করে এবং অনুরাগের বিষয় হয়। যে রাজ্যে রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের প্রাধান্য, সে রাজ্য বিষয়ের রাজ্য, সেখানকার আনন্দ ও অনুরাগ বিষয়ানন্দের অন্তর্গত। যেখানে আনন্দ আছে সেখানে সম্ভোগ আছে, সুতরাং রূপশব্দরস-গন্ধাদির আকর্ষণে যে আনন্দ উপস্থিত হয় সে আনন্দসম্ভোগ বৈষয়িক বা ইন্দ্রিয়ঘটিত। ইন্দ্রিয়গণ যদি ভগবানের ইচ্ছানুগত থাকে, তাহা হইলে এ ভোগে পাপ উপস্থিত হয় না, প্রেম পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ ঈদৃশ ভোগে পাপে নিপতিত হয়, এবং ইহলোক ও পরলোক উভয়ই হারায়। সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, এ সকল বিষয়রাজ্যের অতীত। ইহাদের আকর্ষণে যে সকল ব্যক্তি আকৃষ্ট, তাহারা পরমানন্দে নিবিষ্ট। এ আনন্দেও সম্ভোগ আছে, কিন্তু সে সম্ভোগ বিষয়সংস্পর্শবর্জ্জিত, কেবল আত্মিক। এ সম্ভোগে বিষয়বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সুতরাং উহাতে পাপ বা বিকারের সম্ভাবনা নাই। এখানে নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যের আধিপত্য, কেন না এ সম্ভোগ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরসহবাসসম্ভোগ।

বুদ্ধি। 'এ সম্ভোগে বিষয়বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়' একথা বলাতে মনে হইতেছে বিষয় যেন নিরবচ্ছিন্ন পাপ ও দুঃখের আকর। এরূপ বিতৃষ্ণা কি বিষয়ের স্রষ্টার প্রতি অনাদর নয়?

বিবেক। এ প্রশ্ন করিবার তোমার অধিকার জন্মিয়াছে ইহা মানি, কিন্তু

আমি যাহা বলিয়াছি তৎপ্রতি ভাল করিয়া মনোযোগ করিলে আর তোমার মনে এ প্রশ্ন উপস্থিত হইত না। আমি বলিয়াছি, "রূপশব্দরসগন্ধাদির আকর্ষণে যে আনন্দ উপস্থিত হয় সে আনন্দসম্ভোগ বৈষয়িক বা ইন্দ্রিয়ঘটিত। ইন্দ্রিয়গণ যদি ভগবানের ইচ্ছানুগত থাকে, তাহা হইলে এ ভোগে পাপ উপস্থিত হয় না, প্রেমপরিপুষ্ট হয়।" তুমি যাহা মনে করিয়া প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর কি এই কথাগুলির মধ্যে নাই? তবে 'প্রেম পরিপুষ্ট হয়' এ কথার সঙ্গে 'বিষয়বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়' ইহার কি সম্বন্ধ তাহাই তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই বলিয়া তুমি 'বিষয়বিতৃষ্ণা' শব্দটির প্রতি বিরক্ত হইয়া এ প্রশ্ন করিয়াছ। প্রেমপরিপুষ্টির সঙ্গে বিষয়বিতৃষ্ণার কি যোগ, আজও কি তুমি বোঝ নাই? প্রেম যত পরিপুষ্ট হয়, তত আত্মভোগবাসনা অন্তর্হিত হয়, অপরের সুখবর্দ্ধন লক্ষ্য হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় ভোগবাসনা এমনই সংযত হয় যে, ভোগ হউক বা না হউক তাহাতে মনের প্রশান্ত সুখ একটুও এদিক্ ওদিক্ হয় না। এখন প্রেমপাত্রের কল্যাণার্থ গুরুতর ক্লেশবহনও সুখপ্রদ হয়। একে যদি বিষয়বিতৃষ্ণা না বল, তবে আর কাহাকে বিষয়বিতৃষ্ণা বলিবে?

বুদ্ধি। 'বিষয়বিতৃষ্ণা' বলিতে লোকে যাহা বোঝে, আমি তাই ধরিয়া প্রশ্ন করিয়াছি। বিতৃষ্ণার অপর প্রান্তে তৃষ্ণা থাকে, এ কথা সত্য হইলেও সে প্রান্তটি কি তাহা তো বোঝা চাই?

বিবেক। দেহ এক প্রান্তে আত্মা অপর প্রান্তে। দেহের প্রতি তৃষ্ণা হউক, আত্মার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিবে, আত্মার প্রতি তৃষ্ণা হউক, দেহের প্রতি বিতৃষ্ণা ঘটিবে।

বুদ্ধি। এইতো তোমার কথা ঠিক হইল না, বর্ত্তমানে দেহের সঙ্গে আত্মা মিশিয়া আছে। দেহের প্রতি বিতৃষ্ণায় কি আত্মার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই? আর দেহই কি সকল দুঃখপাপের মূল যে তাহার উপরে এত বিতৃষ্ণা?

বিবেক। দেহের জন্য দেহের সেবা বিতৃষ্ণার বিষয় হইলেও আত্মার জন্য দেহের সেবায় আত্মার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়, এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিলে আর তোমার ও কথা বলিতে হইত না। দেহ যদি আত্মার অনুগত থাকে, তবে উহা দুঃখপাপের মূল হয় না সত্য, কিন্তু যদি বিদ্রোহী হয়, তবুও কি উহা 'দুঃখ পাপের মূল' নয় বলিতে হইবে?

রূপাদি ও সত্যাদি।

বুদ্ধি। রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এ পাঁচটি নিত্য প্রত্যক্ষ, ইহাদের সম্বন্ধে কখন কাহারও সংশয় উপস্থিত হয় না। রূপাদির ন্যায় এমন কি প্রত্যক্ষ সামগ্রী আছে, যাহার জন্য মানুষ রূপাদির অনুরাগ ছাড়িয়া দিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে? বৌদ্ধধর্ম্ম রূপরাগাদি পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সে উপদেশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না, তৎপ্রতি আমার সংশয় আছে। যদি সে উপদেশের ফল হইত তাহা হইলে বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা ও বাহ্য বহু আড়ম্বর লইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া পড়িত না।

বিবেক। আরবারে রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, এ পাঁচটির পাশাপাশি সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, এই পাঁচটির উল্লেখ করিয়াছি, পাঁচের সঙ্গে পাঁচের মিল আছে বলিয়াই ওরূপ সংখ্যায় মিলাইয়া বলিয়াছি। আরাধনার বিষয় বিস্তৃতভাবে শুনিয়াছ, তাহা হইতে কি এমন কোন আলোক পাও নাই যাহাতে এই পাঁচের সঙ্গে পাঁচের মিল বুঝিতে পার?

বুদ্ধি। আরাধনায় সাতটি স্বরূপের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, এ যে পাঁচটি। সে দিন যাহা বলিলে তাহার সঙ্গে আরাধনার কথায় মিল কোথায়?

বিবেক। 'অনন্ত' 'শান্ত' ও 'অদ্বৈত' এই তিনটিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অনন্ত বলিলে শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার প্রপঞ্চাতীত এবং অদ্বৈত দুইই বলা হয়, কেন না অনন্ত বিকারশূন্য ও এক বিনা দুই হইতে পারে না। অনন্ত কোন একটি স্বতন্ত্র স্বরূপ বলিয়া যে ধরা গেল না তাহার কারণ এই যে, সত্যাদি সকল স্বরূপের মূলে অনন্তত্ব আছে। সুতরাং অনন্তের স্বতন্ত্র উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যার অন্ত আছে, সেতো ঈশ্বরই হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরবস্তু অনন্ত ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যে কোন স্বরূপ কেন আমাদের মনকে আকর্ষণ করুক না, তন্মধ্যে অনন্তত্ব বিদ্যমান ইহা জ্ঞানে থাকা প্রয়োজন; জ্ঞানে থাকিলেই যথেষ্ট হইল। রূপাদি যেরূপ আকর্ষণ করে, তেমনি যে সকল স্বরূপ আকর্ষণ করে তাহাদিগকেই যথাক্রমে বিন্যস্ত করা গিয়াছে। স্পষ্ট কথায় অনন্তত্ব সংযুক্ত করিয়া না লইলেও যখন অনন্তের আকর্ষণ অনুভূত হয়, তখন অনন্তকে তত্তৎরূপের সহিত অভিন্ন করিয়া রাখাতে কোন ক্ষতি হয় নাই।

বুদ্ধি। আমার মনে পড়ে তুমি সব স্বরূপগুলিকে একস্বরূপে পরিণত করিয়াছ, এখন পাঁচটিতে আবার বিভক্ত করিলে কেন? আর যদিই বা বিভক্ত করিলে, অনন্ত সকল স্বরূপের অন্তর্ভূত বলিয়া উহাকে বাদ দেওয়াই বা কেন হইল?

বিবেক। রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এ পাঁচটি একটি, ইহা প্রমাণ করা আর কিছুই কঠিন নয়। এক স্পর্শই যে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্য। ইথরের তরঙ্গ, বায়ুর তরঙ্গ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া এ সকলের ভিতরেই প্রতিঘাতের ব্যাপার রহিয়াছে, এই প্রতিঘাতে তত্তৎস্থলের ত্বকে স্পর্শবোধ জন্মায়। সেই স্পর্শবোধ হইতে রূপশব্দাদি প্রতীতির বিষয় হয়। সুতরাং রূপাদি সমুদায় স্পর্শ বিনা আর কি হইতে পারে? অথচ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের নিকটে একই স্পর্শ ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া যেন এক নয় এইরূপ ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া দর্শনাদি-ব্যাপার সিদ্ধ হইয়া থাকে। রূপাদির প্রত্যেকটির সঙ্গে উহাদের মূলভূত শক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে, অথচ উপলব্ধিকালে শক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করা হয় না। সেইরূপ অনন্তত্ব জীব ও জগৎ হইতে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রত্বসাধন করে, এবং উহা প্রত্যেক স্বরূপের সঙ্গে অনুস্যূত রহিয়াছে। রূপাদি হইতে শক্তিকে যেরূপ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করা হয় না, সত্য জ্ঞানাদি হইতে অনন্তত্বকে তেমনি স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করা হয় না। রূপাদি এক স্পর্শ হইয়াও যেরূপ স্বতন্ত্র প্রতীতির বিষয় হয় তেমনি সত্য জ্ঞানাদি এক হইয়াও আমাদের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীতির বিষয় হয়।

বুদ্ধি। যাউক, অত আর বিচারে প্রয়োজন নাই। সাধনে যেরূপে যাহা গ্রহণ করা প্রয়োজন, সেইরূপে গ্রহণ করাই ভাল। এখন রূপাদির সঙ্গে সত্যাদির সম্বন্ধ দেখাইয়া দাও।

বিবেক। কোন একটি বস্তু আছে, ইটি রূপদ্বারা বোধের বিষয় হয়। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব রূপের সঙ্গে চিরবদ্ধ। রূপ পরিবর্ত্তনশীল, অস্তিত্ব স্থায়ী; এই অস্তিত্ব সত্যমূলক। পরিবর্ত্তনশীল রূপ পৃথক্ করিয়া লইয়া বস্তু চিন্তা করিলে তাহার সত্তামাত্র জ্ঞানের বিষয় হয়। সকলই উড়াইয়া দেওয়া যায়, সত্তা কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এই সকল সত্তা এক অনন্ত সত্তার

সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়া তাহার অন্তর্ভূত থাকিয়া প্রকাশিত, এজন্য সত্তার ঊর্দ্ধ অধোতে দক্ষিণে বামে কোথাও অন্ত পাওয়া যায় না। এই সত্তাই সত্যস্বরূপ, এবং সত্তাই শক্তি, শক্তির সত্তাই অন্তর ও বাহির হইতে আমাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হয়। জীবের অন্তরস্থ জ্ঞান শব্দদ্বারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং রূপের সহিত যেমন সত্তার তেমনি শব্দের সঙ্গে জ্ঞান সংযুক্ত। ব্রহ্মের জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের নিকটে প্রকাশিত হয়, আমরা সেই জ্ঞানকে শব্দদ্বারা ধরিয়া রাখি শব্দদ্বারা প্রকাশ করি। মাধুর্য্য রস আমাদিগকে মুগ্ধ করে, ঈশ্বরের প্রেমও সেইরূপ করিয়া থাকে। গন্ধ দূর হইতে আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, পুণ্য যে সেইরূপ করিয়া থাকে তাহা নিত্য প্রত্যক্ষ। স্পর্শ সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয়, আনন্দও সেই প্রকার সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয়। রূপাদি যেমন এক স্পর্শেরই বিভিন্ন পরিণাম; ঈশ্বরের অন্যান্য স্বরূপও সেইরূপ এই আনন্দেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এ সকল কথা কোন না কোন আকারে পূর্ব্বে তোমায় বলিয়াছি, সুতরাং আর অধিক বিস্তারিত করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

বুদ্ধি। তুমি তো ‘শান্ত’ ও ‘অদ্বৈতকে’ অনন্তের সঙ্গে এক করিয়া সেই অনন্তকে আবার সত্যাদিস্বরূপগুলির মূলে লুক্কায়িত রাখিলে, কিন্তু রূপ শব্দ রসাদির ন্যায় সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য আনন্দকে প্রত্যক্ষের বিষয় করিতে হইলে যে ভাবে উহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, সেই ভাব পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলে বল, সাধন হইবে কি প্রকারে? দেখ প্রথমেই গোল বাধিতেছে। তুমি অনন্তকে সকল স্বরূপের মূলে রাখিলে, সত্যকে সকল স্বরূপের মূলে রাখিলে না কেন? সত্য বলিতে অস্তিত্বমাত্র বুঝায়। ফাঁকা অস্তিত্ব কোন কালে চিন্তার বিষয় হয় না। অস্তিত্ব বলিলেই কিছুর অস্তিত্ব বুঝায়। জ্ঞানের অস্তিত্ব, প্রেমের অস্তিত্ব, পুণ্যের অস্তিত্ব আনন্দের অস্তিত্ব, এইরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিলে সত্য আর স্বতন্ত্র থাকিল কোথায়?

বিবেক। দেখ বুদ্ধি সেবারে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, বোধ হয় তুমি তাহা মন দিয়া শুন নাই। সকলই উড়াইয়া দেওয়া যায়, সত্তাকে কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না, ইহা বলিয়া আমি সত্তা, সত্য ও শক্তি এই তিনকে এক বস্তু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। রূপাদির মূলভূত শক্তি তাহাদের সঙ্গে অনুস্যূত থাকে, আর রূপাদির সত্তা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়. ইহা যদি সত্য হয়,

তাহা হইলে সত্তা বা সত্য স্বরূপের সহিত যে শক্তি অনুস্যূত আছে. তাহা রূপাদিশূন্য সত্তামাত্র? উপলব্ধিকালে সেই সত্তাতে শক্তি অনুস্যূত থাকিয়া যাইবে, ইহা আর একটা অবুদ্ধ বিষয় কি হইল? রূপাদির সাহায্য বিনা শক্তিকে উপলব্ধির বিষয় করিতে হইলেই সত্তামাত্র পরিগ্রহ হয়, একটু ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখ সহজে বুঝিতে পারিবে।

বুদ্ধি। আচ্ছা, জ্ঞান ও প্রেম ছাড়া আবার পুণ্যকে কেন স্বতন্ত্র গ্রহণ করিতেছ? সপ্রেম জ্ঞানই কি পুণ্য নয়? সপ্রেম জ্ঞান যেথানে আছে সেথানে কি পাপ প্রবেশ করিতে পারে? ফল কথা পুণ্যস্বরূপ কি, ইহা আমি ভাল করিয়া ধারণাই করিতে পারি না।

বিবেক। ঈশ্বরের ইচ্ছা পবিত্র, তাহাতে মালিন্যের লেশমাত্র নাই, ইহাতে বোধ হয় তোমার সংশয় নাই।

বুদ্ধি। একটু থাম। ইচ্ছা তো ক্রিয়াশক্তি। সত্যস্বরূপের সঙ্গে তুমি যে শক্তিকে গাঁথিয়াছ, সেই শক্তিই ইচ্ছা বা ক্রিয়াশক্তি, আবার পুণ্যস্বরূপে ইচ্ছাকে নিবিষ্ট করিবার যত্ন কেন?

বিবেক। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন আর জগৎ হইল, যথন এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায়, তথন সত্যস্বরূপের সহিত ইচ্ছাকে গাঁথা আর অযুক্ত হইবে কেন? তবে পুণ্যস্বরূপে ইচ্ছাকে নিবিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ান্তর আছে। জগতে ও জীবে ঈশ্বরের যে ইচ্ছা প্রকাশ পাইল, সেই ইচ্ছার অনুবর্ত্তনে জীবে যে পুণ্য উপস্থিত হয় সে পুণ্য কোথা হইতে আসিল? সেই ইচ্ছার মধ্যে পুণ্য আছে, তৎপালনে পুণ্যসঞ্চার হয় তোমাকে মানিতেই হইবে।

বুদ্ধি। জীবে 'পুণ্য' আসিল, এ কথা পুণ্য কি তাহা না বুঝিলে কি প্রকারে বুঝিব?

বিবেক। জগৎ ও জীবে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে তাহা হইতে বিচলিত করিয়া জীবকে আত্মবশে আনিবার জন্য প্রবৃত্তিবাসনা নিয়ত বল প্রকাশ করিতেছে। মনে যে শক্তি উপস্থিত হইলে সেই বলকে পরাজিত করা যাইতে পারে, আমি তাহাকেই পুণ্য বলি।

বুদ্ধি। তাহা হইলে তুমি বিবেকোত্থিত নীতির বলকে পুণ্য বলিতেছ?

বিবেক। হাঁ তাহাই বলিতেছি।

বুদ্ধি। কেবল শক্তি বল না কেন?

বিবেক। শক্তি বলিলে ক্রিয়ামাত্রের সামর্থ্য বুঝায়। সুতরাং বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রকাশমান শক্তিকে বিশেষ বিশেষ নাম না দিলে মনে তত্তদ্বিশেষ-ভাব পরিস্ফুটরূপে উপলব্ধির বিষয় হয় না। সুতরাং জ্ঞানশক্তি, প্রেমশক্তি, পুণ্যশক্তি ইত্যাদি নামকরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

বুদ্ধি। তবে তোমার মতে সকলই শক্তি?

বিবেক। তাহাতে আর ক্ষতি কি? তবে একই রস যেমন নানা ফলে নানা রসের উপলব্ধির বিষয় হইয়া নানা নাম ধারণ করে, শক্তিসম্বন্ধেও তাহাই ঘটে এইটি স্বীকার করিলেই হইল।

রূপ ও সত্য।

বুদ্ধি। রূপ শব্দ রস, গন্ধ ও স্পর্শ এ পাঁচটির পাশাপাশি সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও আনন্দ যেন তুমি রাখিয়া দিলে, কিন্তু ইহার এক একটির সাধন কি প্রকারে হইতে পারে তাহা না বুঝিলে কেবল কথায় কি কিছু ফল হয়? এক একটি করিয়া ইহাদের সাধন যদি না বল, তাহা হইলে তোমার এত বলা সকলই বিফল হইল।

বিবেক। সাধন প্রতিব্যক্তির সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রণালীতে হইতে পারে। যে ব্যক্তির যে প্রকার ভাব প্রধান, সেই ভাবানুসারে উহাদের যে কোনটির প্রথমে সাধন তাহাতে আরম্ভ হইবে; সুতরাং সাধারণ ভাবে সাধনের কথা যদি বলি, তবে তাহার বিশেষ প্রয়োগ ব্যক্তিবিশেষ আপনাতে করিয়া লইবেন, ইহাই সর্ব্বপ্রথমে বলিয়া রাখা উচিত।

বুদ্ধি। তাহাতে আর ক্ষতি কি?

বিবেক। সত্য এবং রূপ এ দুইকে একত্র স্থাপন করা হইয়াছে। সত্য কিছু রূপ নয়, রূপ কিছু সত্য নয়, তবে এ দুইকে একত্র আনিয়া লাভ কি, তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার। তোমার এ জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বৃক্ষের মূল ও তাহার স্কন্ধশাখাদির সজাতীয় সম্বন্ধ না বিজাতীয় সম্বন্ধ? মূল ভূমিতে প্রোথিত, চক্ষুর অদৃশ্য, কিন্তু বৃক্ষের স্কন্ধশাখাদি উহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে। বিজ্ঞান বলিবে মূলেরই উহারা ক্রমিক পরিণতি।

সত্য, সত্তা বা ব্রহ্মশক্তি সর্ব্বপ্রকার রূপের উপাদান। শক্তি যদিও রূপ নহে, কিন্তু শক্তির বিচিত্রসন্নিবেশ রূপ। ধরিতে গেলে ছুঁইতে গেলে শক্তি বিনা আর কিছুই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় হয় না, কিন্তু উহার বৈচিত্র্য কত বর্ণ কত রূপ! শক্তি আকারশূন্য হইয়াও এমন নিরেট সামগ্রী যে, উহার মত নিরেট আর কিছুই নয়। বর্ণ ও রূপ উহার কাছে ধোঁয়ার মত। এই ধোঁয়া ধরিতে গিয়া আমরা বস্তু ধরিয়া ফেলি।

বুদ্ধি। ধোঁয়া ধরিতে গিয়া বস্তু ধরিয়া ফেলি, ইহার অর্থ কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

বিবেক। ধোঁয়া বলি কাকে? যাহা মুহূর্ত্তের পরে বিলীন হইয়া যায়। রূপ যে সেইরূপ সামগ্রী ইহা কি আর তোমায় বলিয়া দিতে হয়? ধোঁয়া কয়েক মিনিটের পর আকাশে মিলাইয়া যায়, রূপ না হয় তদপেক্ষা বেশী সময় থাকে, কিন্তু উহারও যে মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন হইতেছে, পরিবর্ত্তন হইতে হইতে একেবারে উড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু রূপ ধরিতে গিয়া যে শক্তি সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা কি আর কখন উড়িয়া যায়? পূর্ব্বকার সাধকেরা এই বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য শক্তির স্থলে স্বর্ণ ও মৃত্তিকা, এবং রূপের স্থলে কুণ্ডলাদি অলঙ্কার ও ঘটাদি সামগ্রী গ্রহণ করিতেন। স্বর্ণ উপাদান তাহা হইতে কুণ্ডলাদি অলঙ্কার, মৃত্তিকা উপাদান তাহা হইতে ঘটাদি সামগ্রী উৎপন্ন হইল, আবার যখন কুণ্ড-লাদি এবং ঘটাদির আকার চলিয়া গেল তখন সেই স্বর্ণ ও মৃত্তিকা যেমন তেমনই রহিল। সত্যের পার্শ্বে রূপকে রাখিয়া সাধনে এই প্রণালীই গ্রহণ করা হইয়াছে। রূপের সঙ্গে শক্তিকে গাঁথিয়া লইয়া ভাব, দেখিবে রূপ তোমায় লইয়া গিয়া সত্তা বা সত্যের সন্নিধানে উপস্থিত করিবে।

বুদ্ধি। কথাগুলি বুঝিলাম, কিন্তু সাধনের প্রণালী ধরিতে পারিলাম না।

বিবেক। ভাল করিয়া মনোনিবেশ কর, আপনি সাধনে প্রবৃত্ত হও, তবেতো বুঝিতে পারিবে। চারিদিকে কি দেখিতেছ? কতকগুলি রূপ দেখিতেছ। সাধারণ লোকে রূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, তুমি রূপে বদ্ধ থাকিও না। রূপ কোথা হইতে আসিতেছে, প্রতিনিয়ত তাহা চিন্তা ও প্রত্যক্ষের বিষয় করিতে গিয়া রূপের সঙ্গে সত্তা বা শক্তি প্রতিমুহূর্ত্ত তোমার জ্ঞানগোচর হইবে। শেষে শক্তিজ্ঞান এমনই উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ হইবে যে রূপ তাহার ভিতরে বিলীন-

প্রায় হইয়া যাইবে, অথবা শক্তিতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত এইরূপ প্রত্যক্ষ হইবে। প্রথমটি যোগের দ্বিতীয়টি ভক্তির ফল।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহা সাধন না করিলে প্রত্যক্ষ হইবার বিষয় নয়। একটি যোগের ফল, আর আর একটি ভক্তির ফল, এ কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

বিবেক। সত্য, সত্তা বা শক্তিকে প্রত্যক্ষের বিষয় করিতে গিয়া যোগ তাহাতে এমনই মগ্ন হইয়া পড়ে যে, তদতিরিক্ত আর কিছুই প্রতীতির বিষয় থাকে না। ভক্তি ভগবল্লীলা দর্শনে পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং সকল বস্তুতে সকল ব্যক্তিতে সেই সত্য সত্তা বা শক্তির লীলাবলোকন করে, এজন্য যাহাতে লীলা-প্রকাশ পায় তাহাও তাহার সম্মুখে থাকে। ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্বে বস্তু ও ব্যক্তি যেভাবে দৃষ্ট হইত, এখন আর সেভাবে দৃষ্ট হয় না। ভক্তি যখন উহাদিগকে ভগবদাবির্ভাবে পূর্ণ দেখে, তখন উহাদের সৌন্দর্য্য আর ধরে না। এ সৌন্দর্য্যে ভগবৎসৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, সুতরাং উহা বন্ধনের কারণ হয় না, ভগবানের স্বরূপরসে মগ্ন করে।

বুদ্ধি। সত্য বা সত্তাতে মগ্ন হইলে তদতিরিক্ত সকল উড়িয়া যায় এইটি যোগের পথ. ঈশ্বরসত্তাতে পূর্ণ জগৎ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, এইটি ভক্তির পথ। এ দুইয়ের মধ্যে শেষটি আমার ভাল লাগে, কেন না ইহাতে সত্তা ও রূপ এ দুই একত্র প্রকাশ পায়।

বিবেক। প্রথমটি না হইলে দ্বিতীয়টি সিদ্ধ পায় না, এজন্য সাধনার্থীর প্রথমে সত্তাসাধন প্রয়োজন। সত্তাসাধনে সিদ্ধ হইলে. তৎপর সেই সত্তাতে সমস্ত জগৎ ও জীবকে পূর্ণ দেখিয়া সাধক সর্ব্বত্র ভগবৎসৌন্দর্য্যদর্শনে কৃতার্থ হন।

শব্দ ও জ্ঞান।

বুদ্ধি। এখন শব্দ ও জ্ঞান এ দুইয়ের একত্র সন্নিবেশে যে সাধন হয়, তাহা কিরূপে হইতে পারে দেখাইলে সুখী হইব।

বিবেক। এক একটি বস্তুর সঙ্গে একটি একটি শব্দ মানুষের মনে গাঁথিয়া গিয়াছে। সেই শব্দটির উচ্চারণ হইবামাত্র সেই বস্তুটি নিকটে না থাকিলেও

তাহার অস্তিত্ব মনে প্রতিভাত হয়। বাহ্যবস্তুসম্বন্ধেই কেবল এইরূপ হয় তাহা নহে, অধ্যাত্মবিষয়সম্বন্ধেও শব্দের এইরূপ যোগ। শব্দ তাহা হইলে তত্তদ্বিষয়ের জ্ঞান মানুষের মনে প্রতিভাত করাইয়া দেয়, ইহা তুমি মানিয়া লইতে পার।

বুদ্ধি। এ তো প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহা আর মানিয়া লইতে পারিব না কেন?

বিবেক। জ্ঞান প্রতিভাত করিয়া দেওয়া যদি শব্দের কার্য্য হয় তাহা হইলে শব্দ বিনা শব্দের কার্য্য হইল বলিয়া উহার শব্দের সহিত সৌসাদৃশ্য সহজে প্রতিভাত হয়। এই সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া 'অন্তরে ব্রহ্মবাণীশ্রবণ' এ কথা প্রচলিত হওয়া পড়িয়াছে। যে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত, যে বিষয় জানা নিতান্ত প্রয়োজন, আত্মার উন্নতির জন্য যাহা অবগত হওয়া নিরতিশয় আবশ্যক হইয়াছে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান যখন অন্তরে প্রতিভাত হয়, তখন 'ব্রহ্মবাণী' হৃদয়ে অবতরণ করিল, সাধক বলিয়া থাকেন। সুতরাং শব্দ ও জ্ঞানের একত্র যোগ সাধনক্ষেত্রে নিয়ত স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। রূপসাধনে দর্শনযোগ, শব্দসাধনে শ্রবণযোগ সাধিত হয়, ইহা তুমি হয়তো বুঝিতে পারিতেছ।

বুদ্ধি। রূপসাধনে কেবল সত্তামাত্রদর্শনের পর সর্ব্বত্র সেই সত্তাদর্শনে ভগবৎসৌন্দর্য্যে বাহ্যরূপসমূহের ঔজ্জ্বল্য ও শোভা বাড়ে, শব্দসম্বন্ধে কি তাহা হয়?

বিবেক। হয় বৈ কি? অন্তরে ভগদ্বাণীশ্রবণেই শব্দসাধনের অবসান হয় না। সকল শাস্ত্র, সকল মহাজন, সকল ঋষি তপস্বী, সকল মানব মানবী, এমন কি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র বৃক্ষ লতা প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ হইতে সেই বাণী উত্থিত হইয়া সাধকের আত্মার গোচর হয়।

বুদ্ধি। সকল স্থান হইতে শব্দ আসিবে কিরূপে? যাহারা শব্দ করিতে পারে তাহাদিগের হইতে নয় শব্দ আসিল এবং সে শব্দে নূতন জ্ঞান প্রকাশ পাইল, কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিতো আর শব্দ করে না, তাহাদিগের হইতে শব্দ আসিবে কিরূপে?

বিবেক। হৃদয়ে জ্ঞান প্রতিভাত হওয়াকে আমরা শব্দশ্রবণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি হইতে কি নিঃশব্দে জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নহে?

বুদ্ধি। তাহা আর সম্ভব হইবে না কেন?

বিবেক। যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে সমুদায় জগৎকে, সমুদায় জীবকে—ঈশ্বরবাণীতে পূর্ণ—এই ভাবে গ্রহণ করাতে ক্ষতি কি?

বুদ্ধি। বৃক্ষ লতা প্রভৃতি কথা কয়, জলের স্রোতে ঈশ্বরবাণী শুনা যায়, কবিগণের এসকল কথা তবে শুধু কবিত্ব নয়, সত্য।

বিবেক। কোন কবি আপনি ঐরূপ প্রত্যক্ষ না করিলে উহা কখন প্রথমে লিখিতে পারিতেন না, কবি ও বিজ্ঞানবিৎ উভয়ের নিকটেই সমুদায় পদার্থ কথা কয়। যদি কথা না কহিত, নূতন নূতন জ্ঞানলাভ তাঁহাদের পক্ষে কদাপি সহজ হইত না।

বুদ্ধি। দেখিতেছি তুমি প্রচলিত ব্যাপার লইয়া শব্দ সাধন করিতে বলিতেছ। ইহার মধ্যে কিছুই একটা তো অবোধ্য 'রহস্য' নাই।

বিবেক। নিত্যসিদ্ধ বিষয় না হইলে তৎসম্বন্ধে সাধন হইতে পারে না। সেরূপ সাধনে কেবল ভ্রান্তির রাজ্য বাড়ে। ঈশ্বর যদি নিত্যসিদ্ধ বিষয় না হইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে দেখা বা শুনার কথা উঠিত?

বুদ্ধি। নিত্যসিদ্ধ বিষয়ে সাধন, এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিলাম না। যাহা নিত্যসিদ্ধ তাহাকে আবার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সাধন কেন?

বিবেক। নিত্যসিদ্ধ বিষয় হইলেও যে তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সাধনের প্রয়োজন, সর্ব্বত্রই তো তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। কোন কিছু থাকিলেই যে বিনা আয়াসে উহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা নহে। মধ্যাকর্ষণতো চিরদিনই আছে, অথচ উহার আবিষ্কারের জন্য নিউটনের এত খ্যাতি হইল কেন? ফলপড়া কে আর না প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে মধ্যাকর্ষণ নিষ্পন্ন করা যাহার তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

রস ও প্রেম।

বুদ্ধি। রস ও প্রেম এ দুই তুমি পাশাপাশি রাখিয়াছ। এ দেশে হৃদয়ের যে কোন ভাবকেই কবিগণ রস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভাব তো নানা প্রকার। তাঁহাদিগের মতে রৌদ্র বীভৎস পর্য্যন্ত রসের মধ্যে গণ্য।

বিবেক। প্রেম হইতে নানা প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়, সুতরাং এ

সমুদায়ই প্রেমের অন্তর্ভূত। কতকগুলি ভাব আছে যাহা প্রেমের বিরোধী, যেমন রৌদ্র ও বীভৎস। যেখানে ক্রোধ উপস্থিত সেখানে প্রেম থাকিবে কি প্রকারে? প্রেমে ঘৃণাও স্থান পায় না। তবে প্রেমের বিরোধী পাপের প্রতি ঘৃণা ও রুদ্রভাব প্রেমকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং সে অবস্থায় উহারা প্রেমের অঙ্গীভূত হইয়া রসনামে খ্যাত হইলে কোন ক্ষতি নাই। প্রেম কখন পরিহাসের বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং হাস্যরস প্রেমের অনুপযোগী, কিন্তু প্রেমের বিরোধী বিষয়গুলিকে উপহাসের আস্পদ করিলে প্রেমের তাহাতে উপচয় ভিন্ন অপচয় হয় না। এইরূপে বিরোধী রসগুলিকে বিরোধী বিষয়ে নিয়োগ করিলে উহারাও রসের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে প্রেমই যে মূলরস তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বুদ্ধি। এরূপ বিচার দ্বারা রস ও প্রেমকে এক করাতে কিছু ক্ষতি দেখিতেছি না। তবে এখন রসের সঙ্গে এক করিয়া প্রেমসাধন কিরূপে করিতে পারা যায় তাহা বল।

বিবেক। আর্দ্রতা রসের স্বভাব। প্রেম হৃদয়কে আর্দ্র করে, এজন্য রসের সঙ্গে উহার সৌসাদৃশ্য। প্রেম আছে অথচ হৃদয়ের আর্দ্রতা নাই ইহা একেবারে অসম্ভব। রসযুক্ত পদার্থমাত্র আর্দ্রতা উৎপন্ন করে, প্রেমাস্পদেরও তেমনি হৃদয়ার্দ্র করিবার সামর্থ্য আছে। ঈশ্বরসম্বন্ধে রসের পার্শ্বে প্রেমকে যখন স্থাপন করা হইয়াছে, তখন ঈশ্বরের সেই দিক্ দেখা প্রেমসাধনোপযোগী যে দিক্ দেখিলে চিত্ত সহজে আর্দ্র হয়। মানবমানবীর ব্যবহারনিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বর তাহাদের নিয়ত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, শত প্রতিকূলাচরণেও তিনি কখন প্রতিকূল হইতেছেন না, তাহাদের শরীর মন আত্মার যাহাতে সুখ শান্তি কল্যাণ হয়, তাহার জন্য সকলই করিয়াছেন ও নিয়ত করিতেছেন, পৃথিবীর বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিত্যাগ করিলেও তিনি কোন অবস্থায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, ইত্যাদি ঈশ্বরের ব্যবহার দর্শন ও চিন্তনে চিত্ত আর্দ্র হয়। ঈশ্বর রসস্বরূপ, তিনি আপনার প্রেমের ব্যবহারে কঠোর পাষাণবৎ হৃদয়কে আর্দ্র করেন, অধিক দিন আর হৃদয় তাঁহার বিরোধে সংগ্রাম করিতে পারে না; ঘোরতর দস্যুও একদিন তাঁহার প্রেম বুঝিতে পারিয়া আর্দ্রচিত্ত হইবে, তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবে। তাঁহার এই প্রেমের দিক্ দেখিলে মানবমানবীর হৃদয়ে

প্রেমসঞ্চার হইবে, প্রেম প্রেমকে ক্রমান্বয়ে বাড়াইতে থাকিবে, সুতরাং বল ও প্রেমকে এক করিয়া সাধন করা আর কিছু জটিল নয়।

বুদ্ধি। এ সাধনটি সহজ মনে হইতেছে, কিন্তু তুমি পূর্ব্বে শব্দ ও জ্ঞান এ দুইকে পাশাপাশি রাখিয়া কি প্রকারে সাধন করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলে, তাহা ইহার মত তত পরিষ্কার হয় নাই।

বিবেক। প্রেম সকল সম্বন্ধের মূল, সুতরাং শৈশব হইতে সকল সম্বন্ধের সঙ্গে নরনারী প্রেমের পরিচয় পাইয়াছে। যে ব্যক্তি যাহার পরিচয় পাইয়াছে সে ব্যক্তির তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ। মানুষের অজ্ঞানতায় জ্ঞান এমনই আবৃত হইয়া রহিয়াছে যে জ্ঞানের ক্রিয়া সে জীবনে ধরিতে পারে না। যে ব্যক্তি আত্মজীবনে জ্ঞানের ক্রিয়া ধরিতে পারে না, তাহার পক্ষে জ্ঞানসাধনতো কঠিন হইবেই। নিত্য নূতন জ্ঞান হৃদয়ে অবতরণ করুক, এরূপ অভিলাষ কয়জনের হৃদয়ে আছে? নূতন জ্ঞান হৃদয়ে অবতরণ করিলে শব্দে তাহা বাহিরে প্রকাশ পায়, শব্দসহযোগে উহা মনে চিরদিনের জন্য গাঁথিয়া থাকে. এইটি যদি তুমি হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে জ্ঞান ও শব্দকে পাশাপাশি রাখা তোমার অবোধ্য বলিয়া মনে হইবে না। কোন একটি বিষয় বুঝাইতে গেলে উহার সব দিক্ দেখিয়া কথা বলিতে হয়, এজন্য বিষয়টি জটিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু মনোযোগ করিয়া শুনিলে ও ভাবিলে আর উহার জটিলতা থাকে না।

গন্ধ ও পুণ্য।

বুদ্ধি। আশা করি, আজ গন্ধ ও পুণ্য এ উভয়ের সম্বন্ধ দেখাইবে।

বিবেক। পুণ্যের কথা তুলিলেই তার সঙ্গে সঙ্গে নীতির কথা আসে। নীতিকে সকলেই অতি কঠোর মনে করে, গন্ধের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবিতে গেলে হয়তো মন্দগন্ধের কথা উঠিতে পারে, এজন্য সে পথটা আগে বন্ধ করা উচিত।

বুদ্ধি। যাহারা নীতিমান্ নয়, তাহাদের নিকটে নীতি কঠোর বলিয়া মনে হইলেই তো আর নীতি কঠোর হইল না?

বিবেক। পৃথিবীতে যথার্থ নীতিমান্ ব্যক্তির সংখ্যা অল্প। যাহারা নিজ নিজ স্বার্থে অন্ধ তাহাদের নীতিমান্ হওয়া কি সহজ? স্বার্থহীন কয়জন লোক আছে বলিতে পার?

বুদ্ধি। স্বার্থপরতা একটা অনীতি বটে, তুমি যে উহাকেই অনীতিমত্তার কারণ করিয়া তুলিলে।

বিবেক। অনীতির জন্ম কোথা হইতে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে স্বার্থ হইতেই সকল প্রকার অনীতির উৎপত্তি স্বার্থ অপরের প্রাপ্য দেয় না, উহা হইতেই একের অপরের প্রতি কর্ত্তব্যের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। চুরী ডাকাতি প্রভৃতি বড় বড় অনীতির কার্য্যগুলি এক স্বার্থ হইতে এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বুদ্ধি। পিতামাতা পুত্র কন্যার মমতায় বদ্ধ হইয়া প্রতিবেশীর পুত্র কন্যার প্রতি সমুচিত কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন না, ইহাকেও কি তুমি স্বার্থমূলক বলিবে? এখানে স্বার্থ কোথায়?

বিবেক। স্বার্থ এখানে নিজের প্রবৃত্তিচরিতার্থতা। পশুদের সন্তানের প্রতি অতিমাত্র টান তত দিন যত দিন সন্তানগুলির রক্ষার জন্য টান প্রয়োজন, তার পর উহারা যে কোন কালে তাহাদের সন্তান ছিল, সে জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না। মানুষ স্বাভাবিক টানে সন্তানের পালনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তৎপর নানা স্বার্থ আসিয়া সেই স্বাভাবিক টানের সঙ্গে মিশিয়া যায়। পরিশেষে স্বার্থই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠে, স্বার্থ পিতামাতাকে অপরের সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া ফেলে। সংসারে ইহা যখন সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছ, তখন অনীতি স্বার্থমূলক ইহা নির্দ্ধারণ করিতে আর সংশয় কি?

বুদ্ধি। যাউক, এখন আসল কথা বল।

বিবেক। চরিত্রের সম্বন্ধ কিসে হয়? নীতিমত্তায়। নীতিমত্তা ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন। যেখানে আত্মোৎসর্গ নাই, সেখানে নীতিও নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তনও নাই। আপনাকে ছাড়িয়া পরের জন্য যে সর্ব্বস্ব না দিতে পারে, তাহাতে নীতিমত্তা কি কখন সম্ভব?

বুদ্ধি। এ যে তুমি নূতন কথা বলিতেছ। নীতি সাধারণ কর্ত্তব্য মাত্র। সত্য কথা বলা, প্রবঞ্চনা না করা, পিতামাতা প্রভৃতির সেবা করা ইত্যাদিই তো নীতি বলিয়া জানি, তুমি আবার এ কি বলিতেছ?

বিবেক। লোকে মনে করে নীতি নিম্নভূমির সামগ্রী, আধ্যাত্মিকতা ভাবুকতা প্রভৃতি উচ্চ সামগ্রী। নীতি না থাকিলে আধ্যাত্মিকতা ভাবুকতা প্রভৃতি

মিথ্যা কল্পনামাত্র ইহা লোকে বোঝে না। সত্য কথা বলা, সত্য ব্যবহার করা, আর সত্যের প্রতি অনুরাগ হওয়া, সত্যের জন্য প্রাণ দেওয়া, এ কি একই নীতি নয়? সত্যানুরাগী ব্যক্তি সত্য বলিতে গিয়া সত্য ব্যবহার করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্ত কি ইতিহাসে নাই? লোকে নীতিকে কতক-গুলি শুষ্ক নিয়ম মনে করে, তাই তৎপ্রতি অনুরক্ত হওয়া, এত অনুরক্ত হওয়া যে তাহার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সত্য ও ঈশ্বর যদি এক হইয়া যান, তাহা হইলে সহজে অনুরাগ জন্মে, প্রাণ দিতেও মন কুণ্ঠিত হয় না। ঈশ্বর বলিতেছেন, সত্য বল, সত্য ব্যবহার কর, সত্যের জন্য অকাতরে প্রাণ দেও, যে ব্যক্তি ইহা স্বকর্ণে শুনিল সে কি আর কখন নীতিকে শুষ্ক কতক-গুলি নিয়ম বলিতে পারে? নরনারীর প্রতি ঈশ্বর যাদৃশ ব্যবহার করিতে বলেন, সেইরূপ করিলেই তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালন করা হয়। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন করে তাহার চরিত্র হইতে সদ্গন্ধ বাহির হয় এবং সেই সদ্গন্ধে দেবগণের পর্য্যন্ত মন মুগ্ধ হয়। সকল বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন করিলে জীবনে পুণ্যের আবির্ভাব হয়, এবং সেই পুণ্যের সদ্গন্ধে সমগ্র জীবন পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন পুণ্যসাধন, পুণ্যসাধনে দিন দিন চরিত্র সদ্গন্ধে পূর্ণ হয়; পুণ্যই গন্ধ।

স্পর্শ ও আনন্দ।

বুদ্ধি। রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এক দিকে, সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও আনন্দ অন্য দিকে রাখিয়া এ কয়েক দিন যে সাধনের কথা বলিলে, আজ তাহার শেষ দিন। স্পর্শ ও আনন্দ এ দুইকে পাশাপাশি রাখিয়া সাধনকরিবার কি উদ্দেশ্য আমি তাহা বুঝি নাই, আশা করি আজ তুমি উদ্দেশ্যটি বুঝাইয়া দিয়া এ সাধনের কথা শেষ করিবে।

বিবেক। ঈশ্বর সত্য অর্থাৎ তিনি আছেন, তাঁহার সত্তা কিছুতেই উড়াইয়া দিতে পারা যায় না, সত্তাই তাঁহার রূপ। যাহা দেখিয়া আমরা বলিয়া উঠি, এই অমুক বস্তু, তাহাকে রূপ বলা যায়। এই ঈশ্বর, এরূপ বলের সহিত বলি-বার পক্ষে সত্তাই যখন অনড়, তখন সেই সত্তাই তাঁহার রূপ। শব্দাবলম্বনে জ্ঞান আমাদের নিকটে প্রকাশ পায় এবং প্রকাশিত থাকে, সুতরাং শব্দ ও

জ্ঞানকে পাশাপাশি না রাখিলে চলিবে কেন? একটি বাহ্য আর একটি আন্তর, রূপ বাহ্য, সত্তা আন্তর। ঘটাদির বাহ্য রূপ বিদায় করিয়া দাও, উহাদের সত্তা বিদায় হইবে না, তোমার জ্ঞানে উহাদের সত্তা থাকিয়া যাইবে। শব্দ বাহ্য, জ্ঞান আন্তর। শব্দোচ্চারণ অবরুদ্ধ কর, সেই শব্দে যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহা যেমন তেমনি থাকিয়া যাইবে। বাহ্য রস ও আন্তর প্রেম, বাহ্য গন্ধ ও আন্তর পুণ্য, এ উভয়সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। বাহ্য রসের আস্বাদ ক্ষণ-স্থায়ী, প্রেমের আস্বাদ নিত্যকাল স্থায়ী. বাহ্যগন্ধ শীঘ্রই উড়িয়া যায়, পুণ্যের গন্ধ ইহপরকালব্যাপী। স্পর্শ-ও-আনন্দ-সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। বাহিরে সকল ইন্দ্রিয়েতে স্পর্শই প্রধান; অন্তরে সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য, এ সকলই আনন্দদ্বারা আমাদের সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে, এইটি বুঝিলে স্পর্শের ন্যায় আনন্দের প্রাধান্য তুমি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবে।

বুদ্ধি। কি বলিলে, ভাল করিয়া বুঝিলাম না, বুঝাইয়া বল।

বিবেক। ঈশ্বর সত্য, তিনি আছেন, এ কথা আর কে না মানে? কিন্তু সত্য ঈশ্বর সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হন কখন যখন সত্যেতে আমাদের আনন্দ উপস্থিত হয়। যাঁহারা সত্যের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ আনন্দ এক সত্যেতে প্রবিষ্ট ছিল, সত্য ভিন্ন আর কিছু যদি তাঁহাদের টানের বিষয় থাকিত, তাহা হইলে কি আর তাঁহারা সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন? সত্যের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল জ্ঞানসম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। জ্ঞানে যাহার আনন্দ হয় না, সে কি কখন জ্ঞানের সেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিতে পারে? প্রেমের ভিতরে আনন্দাংশের কথা আর তোমায় বলিতে হইবে না, ইহাতো তুমি নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছ। ভক্তগণ প্রেমকে আনন্দের সার বলিয়া থাকেন, প্রেম আর আনন্দ তাঁহাদিগের নিকটে ভিন্ন সামগ্রী নহে। এ কালে প্রেম ও পুণ্য উভয়ে মিলিয়া আনন্দ, এই মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, স্পর্শ যেরূপ রূপাদি সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ, আনন্দও তেমনি সত্যজ্ঞানাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ। স্পর্শই যেমন ভিন্ন ভিন্ন আকার-ধারণ করিয়া রূপাদিরূপে প্রকাশ পায়, আনন্দ তেমনি সত্যজ্ঞানাদি ভিন্ন ভিন্ন আকারধারণ করিয়া আমাদিগের নিকটে প্রকাশ পাইয়াছে।

বুদ্ধি। তোমার এরূপ বলা বাড়াবাড়ি হইল। প্রেম ও পুণ্যকে আনন্দের

সঙ্গে এক করা অযুক্ত নয়, কেন না সত্তানামতে আনন্দ যেন নামে খ্যাত; সাধুতে আনন্দ গণ্য একথা বলিলে কিছু ক্ষতি হয় না। সত্য ও জ্ঞান এ দুইকে তুমি আনন্দের সহিত মিশাইবে কি প্রকারে?

বিবেক। এক বার তোমার শৈশবকালের কথা স্মরণ কর, [illegible] বস্তু-দর্শনে তোমার কিরূপ আনন্দ হইত, কোন একটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইলে তুমি কেমন নাচিয়া উঠিতে। আনন্দ সৌন্দর্য্যের নামান্তর। সকল সত্তাতে সৌন্দর্য্য, সকল জ্ঞানে সৌন্দর্য্য বিদ্যমান। বস্তুদর্শনে বস্তুর জ্ঞানলাভে শৈশবে তোমার যে আনন্দ হইত, তাহা সেই সৌন্দর্য্যানুভবমূলক। তোমার মন এখন নানাদিকে গিয়া শৈশবোচিত সৌন্দর্য্যানুভব হারাইয়া ফেলিয়াছে, এখন আর তুমি কি প্রকারে বুঝিবে সত্য ও জ্ঞান আনন্দমূলক।

বুদ্ধি। যাউক, এ সকল বিচারের কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন প্রস্তাবিত কথাসম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে বলিয়া শেষ কর।

বিবেক। এতক্ষণ যাহা বলা হইল তৎপ্রতি যদি তোমার ভাল করিয়া অভিনিবেশ হয়, তাহা হইলে বলিবার বিষয় বলা হইয়াছে, অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। সত্য-জ্ঞান-প্রেম পুণ্যে অনুরঞ্জিত ঈশ্বর যখন আত্মাকে স্পর্শ করেন, তখন সে স্পর্শে আনন্দ উথলিয়া উঠে এবং যিনি স্পর্শ করিতেছেন তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ তৎসম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। যদি তাঁহাতে নিরা-নন্দের লেশমাত্র থাকিত, সাধক ব্রহ্মস্পর্শে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে মগ্ন হইতেন না। সাধনের চরম আনন্দ, কেন না এখানে ব্রহ্মসংস্পর্শ উপস্থিত। আমার বোধ হয়, এ সম্বন্ধে অধিক কথা না বলা ভাল, কেন না ইহা বলিবার বিষয় নয়, সাক্ষাৎ উপলব্ধিকরিবার বিষয়।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্বরূপের ক্রম।

বুদ্ধি। আজ অনেক দিন হইল উপাসনাতত্ত্বসম্বন্ধে কথা চলিতেছে। প্রত্যেক স্বরূপসম্বন্ধে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। স্বরূপের পর পর ক্রমের কারণও তুমি বলিয়াছ। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তের অংশ লইয়া স্বরূপগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এ সকল স্বরূপ কিরূপ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট হইল তাহা তুমি বল নাই; তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা যদি ইতিহাসসঙ্গত হয়, তাহা হইলে মন

নিঃসংশয় হইতে পারে, কেন না ইতিহাস বিধাতার ক্রিয়া প্রদর্শন করে। আশা করি আজ তুমি এ সম্বন্ধে যদি কিছু বলিবার থাকে তবে তাহা বলিবে।

বিবেক। ইতিহাস না থাকিলে এ সকলের সন্নিবেশ হইল কিরূপে? যে দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইতিহাসের ভিতরে ভগবান নিত্য কার্য্য করিতেছেন, তাই স্বরূপঘটিত উপাসনা দিন দিন পরিপুষ্টিলাভ করিতেছে।

বুদ্ধি। পূর্ব্বে কি স্বরূপঘটিত উপাসনা ছিল না?

বিবেক। ঈশ্বরের কোন না কোন স্বরূপাবলম্বনে পূজাবন্দনাদি চিরদিন হইয়াছে, কিন্তু এখন যে প্রকার স্বরূপঘটিত উপাসনা প্রস্ফুটাকারধারণ করিয়াছে এরূপ প্রস্ফুটাকার কখন ধারণ করে নাই। বেদের সময়ে প্রার্থনাই প্রধান ছিল। কেন না তখন দৈহিক জীবনরক্ষা এতদূর প্রয়োজন ছিল যে, দৈহিক বিষয়সকললাভের জন্য দেবতার নিকটে প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছে। তৎপর বেদান্তের সময়ে মনন ও চিন্তা প্রধান হইয়া উঠে। ইহাতে জগৎ ও জীবের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচিত ও বিচারিত হয়। বেদের সময়ে প্রার্থনাপরিপূরক স্নেহশীল ঈশ্বরের নামে স্তোত্র গ্রথিত হইয়াছে, বেদান্তের সময়ে সর্ব্বগত সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের চিন্তনমননে সমগ্র উপনিষৎ পূর্ণ রহিয়াছে। সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ এই সময়ে ঋষিগণের অন্তশ্চক্ষুর নিকটে প্রকাশ পায়। বেদান্তে ব্রহ্মস্বরূপের প্রাধান্য হইলেও এখন যেরূপ স্বরূপঘটিত আরাধনা উপাসনা হইয়া থাকে, তখন তেমন হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভ হইতে এই স্বরূপঘটিত উপাসনা প্রস্ফুটভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বুদ্ধি। অতি প্রথমেই কি স্বরূপঘটিত উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল?

বিবেক। হাঁ হইয়াছিল, এ কথা নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় 'ওঁ তৎসৎ' এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই দুইটি অবলম্বন করিয়া উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এটি উপনিষদ্‌বাক্য, 'ওঁ তৎসৎ' যদিও বেদান্তঘটিত বটে, কিন্তু এরূপ আকারে পরিষ্কার উল্লেখ গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতু তিনি আছেন' 'তিনি একমাত্র দ্বিতীয় নাই' এইটি প্রথম স্বরূপঘটিত উপাসনা। তিনি আছেন, তিনি সৎ তিনি সত্য, তাঁহা ভিন্ন আর কিছু নাই, স্বরূপোপাসনার ইহাই আরম্ভ। জগৎ

ও জীব সাধকের চক্ষুকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে দেখিতে গিয়া জগৎ ও জীবকেই দেখে, ব্রহ্মকে দেখিতে পায় না। তিনি আছেন, জগৎ ও জীবের সত্তা হইতে নির্দ্ধারণ করা সাক্ষাৎ দর্শন নহে। জগৎ ও জীব চলিয়া গলেও যে সত্তা চলিয়া যায় না, সেই সত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সাক্ষাৎ দর্শন। তনি ভিন্ন আর কিছু নাই চিন্তা করিতে করিতে যখন জগৎ ও জীব মন হইতে ন্তর্হিত হইয়া যায়, জগৎ-ও-জীববিরহিত এক সত্তামাত্র চিন্তাপথে থাকিয়া যায়, খনই "ওঁ তৎসৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্' এ স্বরূপঘটিত উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন ইল। এরূপ সাধনে বৈরাগ্য পরম সহায়। এজন্য রাজা রামমোহন রায়ের ময়ে যে সকল সঙ্গীত আছে, উহা বৈরাগ্যঘটিত। জগৎ ও জীবে আসক্ত ক্তির মন হইতে জগৎ ও জীব কখন উড়িয়া যাইতে পারে না, সুতরাং তৎপ্রতি াসক্তিচ্ছেদনের জন্য বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজন।

বুদ্ধি। জগৎ ও জীব উড়াইয়া দিয়া "সত্তামাত্র" অবশেষ রাখা এ সাধন কি থমতঃ মহাত্মা রাজা রামমোহনই প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ?

বিবেক। তুমি যখন ইতিহাসের আদর জান, তখন এ প্রবর্ত্তনার মূলে তকালের ইতিহাস আছে, ইহা সহজেই তুমি বিশ্বাস করিবে। বৌদ্ধধর্ম্মে যে র্বাণসাধন আছে তাহা তুমি অবগত আছ। এই নির্ব্বাণ 'সর্ব্বোপরম' বা বৃত্তি' বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধমতনিরসন করিতে । সর্ব্বোপরম বা নিবৃত্তির মাহাত্ম্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ায় উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মসত্তাপ্রত্যক্ষকরণরূপ নিবৃত্তিপথ তিনি হিন্দুসমাজে ঠিত করেন। আচার্য্য শঙ্কর এই এক কারণেই প্রতিযোগী সম্প্রদায় হইতে ন্ন বৌদ্ধ আখ্যা লাভ করিয়াছেন। আর সকল উড়াইয়া দিয়া কেবল মাত্রপরিগ্রহ বাস্তবিক নিন্দার বিষয় নয়, সাধনের আরম্ভে যোগকে দৃঢ় র উপরে স্থাপিত করিবার জন্য এ পথাবলম্বন অতীব প্রয়োজন। রাজা মোহন শঙ্করের অনুবর্ত্তন করিয়া সর্ব্ববিষয়নিরপেক্ষ সত্তায় ব্রাহ্মসমাজের ারম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি এই পর্য্যন্ত করিয়া গেলেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত াগী তাঁহার পরে যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা হইলেন।

ুদ্ধি। "ওঁ তৎ সৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই দুইটি লইয়া ব্রাহ্মসমাজের সনার আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে কেবল নিবৃত্তি বা অভাব পক্ষের সাধন

হইয়াছে, ভাব পক্ষের সাধন কবে কাহা হইতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাই জানিবার জন্য মন উৎসুক হইয়াছে, আশা করি ইতিহাসের সেই অংশ বলিয়া সুখী করিবে।

বিবেক। উপাসনার ভাব পক্ষ যাঁহা হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তিনি * আজও জীবিত আছেন। ঈশ্বর যাঁহাকে যে কার্য্যের জন্য নিয়োগ করেন তাঁহার জীবনের প্রথমেই তদুপযোগী ভাবের যোগাযোগ হয়। ইনি দৈবযোগে উপনিষদের একখানি পত্র পান, তাহাতে যে শ্রুতিটী ছিল, উহা ঠিক তাঁহার ভাবী জীবনের উপযোগী। শ্রুতিটী এই—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" এই জগতে চরাচর যাহা কিছু সকলই ঈশ্বরকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া আছে। অতএব আসক্তিপরিহারপূর্ব্বক সকল ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না। ইনি প্রচুর পার্থিব সম্পদের অধিকারী, সে সম্পদের প্রতি লোভ জীবনের কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত করিতে পারিত, তাই অধ্যাত্ম জীবনের প্রথমোদ্ভেদেই ধনের প্রতি লোভ ত্যাগ করিয়া সমুদায় ভোগ করিবার কথা তাঁহার নিকটে আসিল। ব্রহ্মযোগ সাধনের জন্য তাঁহাকে সংসারত্যাগ করিতে হইল না, সংসারে অনাসক্তভাবে থাকিয়া ব্রহ্মযোগে যোগী হইবেন, এই ইঁহার প্রতি আদেশ হইল। কি ভাবের যোগী হইবেন, তাহাও এই শ্রুতিটী ইঁহাকে বলিয়া দিল। সমুদায় ঈশ্বরেতে আচ্ছাদিত দেখিতে হইবে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা প্রভৃতি সমুদায় ঈশ্বরে আচ্ছাদিত হইয়া আছে, ইহা প্রত্যক্ষ করা ইঁহার জীবনের লক্ষ্য হইল। উপনিষদের একখানি পত্র দেখিয়া সমুদায় উপনিষদের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল। সুতরাং উপনিষদ্‌গ্রন্থালোচনা করিতে গিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," এবং সকলই ঈশ্বর কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে তদুপযোগী "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই দুইটি শ্রুত্যংশ ব্রহ্মস্বরূপসাধনে তাঁহার সহায় হইল। জগতে ঈশ্বরের যে সত্তা, জ্ঞান ও অনন্তত্ব প্রকাশ পায়, সকল বস্তুতে তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভব হয়, এই দুই শ্রুত্যংশ তাহাই ইঁহার নিকটে প্রকাশ করিল। জগতের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে দেখা, ইহাতে ইঁহার চিত্ত পরিতুষ্ট হইল না, সমুদায়

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিষয়টী যখন লিখিত হয়, তৎকালে তিনি জীবিত ছিলেন। প্র.।

জগতের আবরণ উন্মোচন করিয়া যে ব্রহ্ম প্রকাশিত, তাঁহারই জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। "শান্তং শিবমদ্বৈতং" এই শ্রুত্যংশ এবং "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" ভাগবতের এই আদিম শ্লোকটি ইঁহার মনের সাধ পূর্ণ করিল। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই তিনটি শ্রুত্যংশ ইঁহার সাধনের বিষয় হইল, এবং ইনি সাধন দ্বারা ব্রহ্মবস্তু প্রত্যক্ষ করিলেন। পূর্ব্বে যে উপাসনার তত্ত্ব তোমায় বলিয়াছি, তাহাতে তিনটি শ্রুত্যংশের বিষয় যাহা বলিবার অনেকটা বলিয়াছি, আর সে সব কথার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বুদ্ধি। সে সব কথাতো শুনিয়াছি। উপাসনার ভাবপক্ষ এই সকল দ্বারা দাঁড়াইল কি প্রকারে, সে সম্বন্ধে তো কিছু শোনা চাই। যদি তাহাতে পুনরুক্তিও হয় ক্ষতি নাই, কেন না এ সকল কথা যখন সাধনার্থীদের জন্য, তখন পুনরুক্তি দোষ পরিহার্য্য।

বিবেক। সত্য জ্ঞান অনন্ত কেবল এই তিনটি স্বরূপমাত্র যদি সাধনের বিষয় হইত তাহা হইলে সমুদায় উড়াইয়া দিয়া এক অভাবপক্ষই ব্রাহ্মসমাজে দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু ব্রহ্ম আনন্দরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পান, তাঁহার আনন্দের প্রকাশে সমুদায় জগৎ ও জীব সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, এ কথা বলিলে জগৎ ও জীব উড়িয়া গেল না, তাহাদিগেতেই আনন্দরূপে সৌন্দর্য্যরূপে ঈশ্বর সাধকের নিকট নিয়ত প্রকাশিত রহিলেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এ দুই শ্রুত্যংশে পরোক্ষভাবে ব্রহ্মদর্শন সম্ভবে। 'শান্তম্' এই শব্দটীর অর্থ প্রপঞ্চের অতীত। জগৎ ও জীব প্রপঞ্চের অন্তর্গত। যিনি মঙ্গলময় তিনি প্রপঞ্চের অতীত এ কথা বলাতে এই হইল যে, যিনি সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তিনি জগতে বদ্ধ নহেন, তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সকলকে কল্যাণ বিতরণ করিতেছেন অথচ তাঁহাতে কোন বিকার উপস্থিত হয় না, এখন এক প্রকার তখন অন্য প্রকার এরূপ ভাবের ব্যত্যয় কখন তাঁহাতে ঘটে না। তিনি এক দিকে যেমন প্রপঞ্চের অতীত, অন্য দিকে তেমনি একই মঙ্গলভাবান্বিত। ভাগবতের শ্লোকাংশটিতে অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মদর্শন অতিস্পষ্টবাক্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানের প্রকাশে সমুদায় আবরণ ভেদ করিয়া সত্যস্বরূপ বিরাজমান, এ কথা বলিলে সত্যস্বরূপের আবরক জগৎ ও জীব কিছুই রহিল না ইহাই

বুঝায়। অভাবপক্ষে সমুদায় জগৎ ও জীব উড়িয়া গিয়া এক সত্তামাত্র ছিল, সেই সত্তা এখন মঙ্গলময় হইয়া সাধকের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আবদ্ধ, তিনি এখন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে নিয়ত বিরাজমান।

বুদ্ধি। ধর্ম্মপিতা রাজা রামমোহন সমুদায় জগৎ উড়িয়া গেলে তবে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়, এই কথামাত্র বলিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক ঈশ্বরকে পরোক্ষভাবে অর্চ্চনা বন্দনা করিবার তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 'ওঁ তৎ সৎ' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এ দুই বাক্যের সাধনে জগৎ উড়িয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে এই প্রতীতি হয় যে, তাঁহার সময়ে কেহ এ দুই বাক্যের সাধন করিয়া সিদ্ধমনোরথ হন নাই। যিনি পরে আসিলেন তিনি কি এই উভয় বাক্য সাধন করিয়া অগ্রে জগৎ উড়াইয়া দিয়া তৎপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মযোগী হইয়াছিলেন?

বিবেক। জগৎ উড়াইয়া দেওয়া তাঁহার সাধন ছিল না, জগতে ব্যাপ্ত ব্রহ্মদর্শন হইতে তিনি সাধনের আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্ম প্রপঞ্চে বদ্ধ নন তাহার অতীত, এই সাধন করিতে গিয়া জগৎসম্বন্ধবর্জ্জিত সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করা তাঁহাতে ঘটিয়াছে। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ে ব্রহ্মসত্তা সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় করিয়াছেন, সুতরাং এইরূপে তাঁহাতে অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মদর্শন সম্ভবপর হইয়াছে। ইঁহার পরে যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা অভাব ও ভাব উভয় পক্ষের উপাসনা সাধনের পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

জীবনে স্বরূপসাধন।

বুদ্ধি। সাক্ষাদ্ভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দলাভ, ইহা কিছু সামান্য নয়। এরূপ কয়জনের জীবনে ঘটিয়া থাকে? তবে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া, জীবন গঠিত করিয়া লওয়া, ইহাই স্বরূপ-প্রত্যক্ষের মুখ্যলক্ষ্য। এ লক্ষ্য ব্রাহ্মসমাজে কিরূপে সাধিত হইয়াছে, তাহা জানিতে মন উৎসুক। আশা করি, এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা বলিবে।

বিবেক। স্বরূপজ্ঞান ও স্বরূপোপলব্ধি জন্য আনন্দ হইলে তবে উহা জীবনের উপরে কার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে, স্বরূপজ্ঞান ও স্বরূপোপলব্ধিজনিত আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দুইজন প্রধান পুরুষে সম্পন্ন হইল; জীবনের উপরে উহাদের কার্য্যপ্রকাশ তৃতীয় ব্যক্তিতে ঘটিল। এ সম্বন্ধের ইতিহাস এই

ব্যক্তির জীবনালোচনা করিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। জীবনটি সকলের সম্মুখে রহিয়াছে, উহা অধ্যয়ন করা সকলেরই প্রয়োজন। কেন না যে ক্রমে স্বরূপের ক্রিয়া সে জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে, সকল স্বাভাবিক জীবনেই সেই ক্রমে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

বুদ্ধি। সকলের জীবনেই কি স্বরূপের ক্রিয়া হয়? স্বরূপজ্ঞান ও স্বরূপ প্রত্যক্ষ হওয়া কি সাধনসাপেক্ষ নহে?

বিবেক। যাহা স্বভাবতঃ নাই, সাধন দ্বারা তাহা উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে? যাহা প্রচ্ছন্ন আছে, সাধন দ্বারা তাহাই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

বুদ্ধি। তবে কি জীবনে নূতন কিছুই হয় না, কেবল যাহা আছে তাহাই উদ্ভূত হয় মাত্র?

বিবেক। যাহার যাহা হইতে হইবে, তাহার তাহা হইবার উপযোগিতা তন্মধ্যে বিদ্যমান থাকে। উপযোগিতা না থাকিলে বাহির হইতে বর্দ্ধনোপযোগী উপাদান গ্রহণই সম্ভবে না।

বুদ্ধি। এ সকল অবান্তর কথা থাকুক, প্রস্তাবিত বিষয়সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহাই বল।

বিবেক। তৃতীয় ব্যক্তির* জীবনে সকলগুলি স্বরূপের ক্রিয়া যুগপৎ প্রকাশ পায় নাই, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে। সত্য এবং জ্ঞান এই দুই স্বরূপ লইয়া জীবনের আরম্ভ অতি স্বাভাবিক। প্রথমে এই সত্য ও জ্ঞান নীতির সহিত সংযুক্ত থাকে, সুতরাং যে কোন ব্যক্তির পক্ষে এ দুই স্বরূপের ক্রিয়া জীবনারম্ভে স্বভাবসিদ্ধ। তৃতীয় ব্যক্তি নৈতিক জীবন লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গী যুবকগণও তাঁহারই ভাবে ভাবান্বিত ছিলেন। কথায় ব্যবহারে উপাসনা প্রভৃতিতে সত্যানুসরণ করিতে হইবে, সর্ব্বতোভাবে সত্য রক্ষা করিতে হইবে, সত্যেরই জয় হয়, এই ভাব তাঁহাদের সকলেরই মনে প্রবল হইয়া উঠিল। প্রাচীন সমাজের সঙ্গে শত অসত্যের বন্ধনে তাঁহারা বদ্ধ ছিলেন, সে বন্ধন তাঁহারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সত্য, সত্য, সত্য, এ ভিন্ন অন্য কথা আর তাঁহাদের মুখে ছিল না। যিনি নেতা তাঁহার যে ভাব সে ভাব যেন ইঁহাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। সত্যানুরাগের সঙ্গে জ্ঞানালোক সংযুক্ত না হইলে

* ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। প্র,।

সত্য কি দেখিতে পাওয়া যায় না, সত্য দেখিতে না পাইলে তাহার রূপান্তর বা কি প্রকারে সাধিত হইবে, সুতরাং জ্ঞানদীপে তাঁহারা আপনাদের অবস্থা এবং জনসমাজের অবস্থা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক আত্মস্থ ও সমাজস্থ পাপ-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংগ্রাম করিতে গিয়া অনুতাপের সমাগম হইল। অন্তরে রিপু বাহিরে প্রলোভন জ্ঞানদৃষ্টিতে ইহা যখন প্রকাশ পাইল এবং এই রিপু-ও-প্রলোভন-পরাজয় করিতে গিয়া পদস্খলন হইতে আরম্ভ হইল, তখন সত্যানুরাগী হৃদয়ে অনুতাপের অভ্যুদয় হইবে ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

বুদ্ধি। সত্য ও জ্ঞানের ক্রিয়ায় অনুতাপের অভ্যুদয় কি স্বরূপান্তরে প্রবেশ করিবার জন্য ঘটিল?

বিবেক। তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। জ্ঞান যখন পাপ দেখাইয়া দিল, সত্যের সঙ্গে জীবনে কোথায় বিরোধ রহিয়াছে প্রদর্শন করিল, তখন পুণ্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। পুণ্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অনুতাপ চাই, অনুতাপ বিনা হৃদয় শুদ্ধ হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। পুণ্যস্বরূপের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হৃদয়শুদ্ধি চাই। এই হৃদয়শুদ্ধির উপায় পাপের জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনা। পুণ্যের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে তৃতীয় ব্যক্তির পাপবোধ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং তাঁহার সঙ্গিগণের মনে অল্পবিস্তর পাপবোধ উদ্রিক্ত হইল।

বুদ্ধি। শুনিয়াছি, তৃতীয় ব্যক্তি আজন্ম শুদ্ধ, তাঁহাতে কেহ কোন দিন পাপের লেশ দেখিতে পায় নাই। এমন ব্যক্তির আবার ভীষণ পাপবোধই বা কেন, অনুতাপই বা কেন?

বিবেক। তৃতীয় ব্যক্তি আজন্মশুদ্ধ ইহা আর কে না জানে? ইঁহার পাপ-বোধজনিত সন্তাপ পাপের সম্ভাবনা হইতে উৎপন্ন।

বুদ্ধি। আশ্চর্য্য, লোকে পাপ করিয়া অনুতপ্ত হয় না, ইঁহার পাপের সম্ভাবনা ভাবিয়া তীব্র সন্তাপ, এ কি রকমের কথা!

বিবেক। তৃতীয় ব্যক্তির এখানেই অসাধারণত্ব। তিনি যে উচ্চ নীতি স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা পাপের সম্ভাবনা হইতে লোকের চিত্তকে সংশোধন করিবার উপযোগী। সুতরাং তিনি যে পাপের সম্ভাবনা লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সম্ভাবনা সকলেরই রক্তমাংসের দেহের সঙ্গে জড়িত।

সেই সম্ভাবনাকে অসম্ভাবনা করিবার জন্ম তাঁহাতে তীব্র পাপবোধ স্বয়ং ভগবান্ রোপণ করিয়াছিলেন। এই তীব্র পাপবোধ যতই পাপসম্ভাবনার অসম্ভাবনা করিয়া তুলিল, ততই পুণ্যের সিংহাসন তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইল।

বুদ্ধি। অনুতাপে যখন প্রাণ অস্থির হয় তখন ঈশ্বরের দয়ার দিকে মন সহজে ধাবিত হয়। তাঁহার দয়ায় মন যখন একান্ত তাঁহাতে আসক্ত হয়, তখন আর পাপপ্রবৃত্তি থাকে না, সুতরাং সহজে পুণ্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেম ও পুণ্যে যখন সাধকের হৃদয় পূর্ণ হয়, তখন সেই পূর্ণতা আনন্দরস হইয়া তাঁহাকে আনন্দের সাগরে মগ্ন করিয়া ফেলে, এবং সমুদায় জগৎ ও জীবকে তিনি তন্মধ্যে নিমগ্ন দেখিতে পান। তুমি পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছ, তাহা হইতেই সহজে এ সকল মনে প্রতিভাত হয়।

স্বর্গ।

বুদ্ধি। যেখানে দেবগণ সাধু মহর্ষিগণ বাস করেন, তাহাকে স্বর্গ বলে। এখন শুনিতেছি 'ঈশ্বরগত জীবনই স্বর্গ'। এ দুই কথার ভিতরে ঐক্যই বা কি পার্থক্যই বা কি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

বিবেক। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া স্বর্গ হইতে পারে না? ঈশ্বরই স্বর্গ। দেবগণ ও সাধু মহর্ষিগণের জীবন যদি ঈশ্বরগত না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা স্বর্গভ্রষ্ট, স্বর্গবাসী নহেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাঁহাদের দেবজীবন নাই, অপরেও ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে পারে না।

বুদ্ধি। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দেবগণের সহিত কেহ মিলিত হইতে পারে না, এ কথা তুমি নূতন বলিতেছ। পৃথিবীর লোকে ঈশ্বরের নিকটস্থ হইতে পারে না বলিয়া তাহারা দেবারাধনা করিয়াছে, সাধু মহাজনের শরণাপন্ন হইয়াছে। যদি এরূপ করিয়া তাহারা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া থাকে, তবে পৃথিবী কি এত কাল বৃথা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়াছে?

বিবেক। পৃথিবী এত কাল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়াছে এ কথা বলিতে ভয় কি? কল্পনার অনুসরণে ভাবোদয় হয়, জীবন ভাল হয়, কাব্যের এ গুণ আছে। ভাবোদয় হইল, জীবন ভাল হইল, ইহাতেই যে সব ঠিক হইল, একথা কিরূপে বলিবে? [illegible] যাহাদের অনুসর্ত্তা তাঁহাদের একটু ভাবোদয়,

একটু ভাল হওয়া তো কিছুই নয়। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরগত জীবন না হইলে কেহ অনন্ত উন্নতির পথে দাঁড়াইতে পারে না।

বুদ্ধি। অনেকে ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া দূরস্থ বা পরলো[illegible]ত আত্মার সহিত যোগানুভব করিয়া আনন্দলাভ করেন, তাঁহাদের এ আনন্দলা[illegible] কল্পনা?

বিবেক। ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া আত্মায় আত্মায় যোগানুভ[illegible] পদস্খলন প্রয়াস শুদ্ধ কল্পনা নহে, উহাতে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে [illegible] ইহা

বুদ্ধি। কেন, অনিষ্ট হইবে কেন?

বিবেক। সত্যের অনুসরণ না করিয়া কল্পনার অনুসরণ করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া আত্মায় আত্মায় যোগ হইতে পারে না। দুই ভিন্ন আত্মা এক হইতে গেলে মধ্যে কোন একটি [illegible]তার পদার্থ থাকা চাই যদ্দ্বারা উভয়ের যোগ ঘটিবে। চক্ষু ও বস্তু এ উভ[illegible]াজন যেমন আলোক ভিন্ন হইতে পারে না, তেমনি আত্মায় আত্মায় যোগ ঈশ্ব[illegible] কখন সম্ভবপর নহে। যদি সম্ভব মনে করা হয়, উহা সত্য নহে, কল্প[illegible] এই কল্পনায় অনেক ঘোর অনিষ্ট উপস্থিত হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যোগ করিতে গেলে, শীঘ্রই পার্থিব ভাব সকল মনে জাগিয়া উঠে, এই পার্থিব ভাব আত্মায় আত্মায় যোগ সাধিত না করিয়া এমন একটি কল্পনার ছবি মনে উদিত করে, যাহাতে নীচ বাসনা কামনা সকল উদ্দীপিত হইয়া উঠে। নিজের বাসনার ছবিতে আত্মাকে গঠিত করিয়া লইলে উন্নত না হইয়া হীন হওয়া অনিবার্য্য।

বুদ্ধি। এক আত্মা অন্য আত্মাকে চিন্তা করিবার সময়ে এরূপ ঘটে ইহা নিজেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি?

বিবেক। যোগের সত্য পন্থাবলম্বন, এ অনিষ্টনিবারণের উপায়। মনকে অগ্রে ঈশ্বর দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। যখন ঈশ্বর দ্বারা মন পূর্ণ হইল তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচ বাসনা কামনা সকল অন্তর্হিত হইয়া গেল। এখন ঈশ্বরের ভিতরে যাঁহার বা যাঁহাদের সহিত যোগানুভব করিতে যত্ন করিবে, তাঁহাদের সহিত আর বাসনাবিকার সংযুক্ত হইতে পারিবে না, তাঁহাদের দেবভাবের সহিত আত্মা যোগানুভব করিবে। ঈশ্বরগত আত্মা বিশুদ্ধ আত্মা, উহাই উহার নিত্যস্বরূপ। সুতরাং বিশুদ্ধাত্মার সহিত যোগানুভব ঈশ্বরগত না হইয়া কি প্রকারে সম্ভবে?